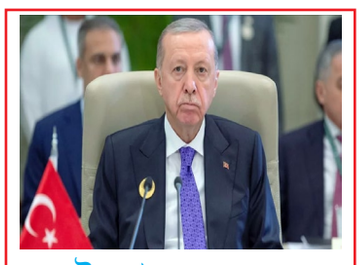

ইসরায়েলে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞায় চিন ও রুশ সমর্থন স্বাগত: এরদোগান

সারে-জমিন

ভগ্ন কাঠের সেতু, কংক্রিটের সেতু নির্মাণের দাবি

রূপসী বাংলা

শিশু দিবস ও বড়দের ভাবনা বা দায়িত্ব

সম্পাদকীয়

ইসলাম মানবতার সার্বিক ও চূড়ান্ত বিকাশের শিক্ষা দেয়

দাওয়াত

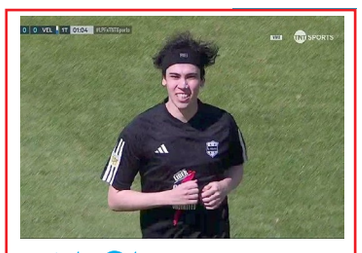

ইউটিউবার-কাণ্ডে বেটিংয়ের গন্ধ শুঁকছে আর্জেন্টিনার ফুটবল

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
১৪ নভেম্বর, ২০২৪
২৯ কার্তিক ১৪৩১
১১ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 307 ■ Daily APONZONE ■ 14 November 2024 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

গুজরাতে বিস্ফোরণ মামলায় তিন মুসলিম বেকসুর খালাস

আপনজন ডেস্ক: ২০০৬ সালের বিস্ফোরণ মামলায় গুজরাতের আহমেদাবাদের একটি দায়রা আদালত ২০০৬ সালে কালুপুর রেলওয়ে স্টেশনে বোমা বিস্ফোরণ সম্পর্কিত একটি মামলায় প্রমাণ না মেলায় তিন মুসলিমকে বেকসুর খালাস দিয়েছে।
নির্দোষ ব্যক্তিরা হলেন মহম্মদ আমির শেখ, আকিব সাইয়েদ এবং আসলাম খাশমিরি। প্রথম দুজনকে গ্রেফতার করা হয় ২০০৬ সালে। ২০০৯ সালে কাশিমিরিকে হেফাজতে নেওয়া হয়। সোমবার দেওয়া রায়ে অতিরিক্ত দায়রা বিচারক এস এল ঠক্কর বলেন, কোনও সাক্ষীর কাছ থেকে এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি যা থেকে বোঝা যায় যে অভিযুক্তরা বোমা বিস্ফোরণের পরিকল্পনা বা বাস্তবায়নে কোনও ভূমিকা পালন করেছিল।
একইভাবে, অভিযোগকারী যে দালিলিক প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন তা তাদের অভিযোগকে সমর্থন করে বলে মনে হয় না।

বুলডোজার মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়

১৫ দিনের নোটিশ ছাড়া সম্পত্তি ভাঙা যাবে না

আপনজন ডেস্ক: বুধবার এক তাৎপর্যপূর্ণ রায়ে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, বিধিবদ্ধ নির্দেশিকা কঠোরভাবে মেনে সম্পত্তির মালিককে ১৫ দিনের নোটিশ জারি না করে সম্পত্তি ভাঙার কাজ করা যাবে না। এই রায়ের লক্ষ্য আইনি প্রক্রিয়া জোরদার করা এবং কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারী পদক্ষেপ রোধ করা। বিচারপতি বি আর গাভাই এবং বিচারপতি কে ভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ স্পষ্ট করে দিয়েছে যে নোটিশ অবশ্যই নথিভুক্ত ডাকযোগে জারি করতে হবে এবং আলোচ্য কাঠামোর বাইরের দেওয়ালে দৃশ্যমানভাবে স্থির করতে হবে। নোটিশে কথিত লঙ্ঘনের প্রকৃতি, অননুমোদিত নির্মাণের সুনির্দিষ্ট বিবরণ এবং ধ্বংসের আইনি ভিত্তি সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দেওয়া উচিত।
তদুপরি, যে কোনও ধ্বংসযজ্ঞের ভিডিওগ্রাফি করতে হবে, যা মেনে চলতে ব্যর্থ হলে আদালত অবমাননার সম্ভাবনা রয়েছে। বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপের বিরুদ্ধে নাগরিকদের অধিকার রক্ষার বিষয়টি মৌলিক। "বেআইনি ধ্বংসযজ্ঞ অরাজকতাকে উৎসাহিত করে, সাংবিধানিক গণতন্ত্রকে দুর্বল করে। আদালত জোর দিয়ে বলেছে, যথাযথ প্রক্রিয়া তদারকিতে বিচার বিভাগের ভূমিকা নির্বাহী বিভাগের দ্বারা হস্তক্ষেপ করা যায় না। রাষ্ট্র যদি আইনি প্রক্রিয়া ছাড়া ভবন ভাঙার নির্দেশ দিয়ে বিচারকের ভূমিকা পালন করে, তাহলে তা আইনের শাসনের লঙ্ঘন। উপরন্তু, ধ্বংস সম্পর্কিত সমস্ত নোটিশ পৌর কর্তৃপক্ষ দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা একটি মনোনীত পোর্টালে অ্যাক্সেসযোগ্য হতে হবে এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের মেনে চলা নিশ্চিত করার জন্য দায়বদ্ধ থাকতে হবে। বিশেষ করে সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বুলডোজারের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে একাধিক পিটিশনে এই রায় এসেছে। আবেদনে যুক্তি দেখানো হয়েছে যে এই ধরনের বিচার বহির্ভূত ধ্বংসযজ্ঞ একটি বিপজ্জনক নজির স্থাপন করেছে, অবৈধ শাস্তিকে একটি নিয়মিত অনুশীলনে পরিণত করেছে। ১ অক্টোবর, ব্যাপক শুনানির পরে, সুপ্রিম কোর্ট পরবর্তী নির্দেশাবলী মুলতুবি রেখে অনুমতি ছাড়া ধ্বংস রোধে তার অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের মেয়াদ বাড়িয়েছে।
ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোকে পুনরায় নিশ্চিত করে আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে এই রায়টি ধর্মীয় পটভূমিতে সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে জনসাধারণের সুরক্ষা একটি অগ্রাধিকার হিসাবে রয়ে গেছে, মন্দির, দরগা বা গুরুদ্বার যাই হোক না কেন জনসাধারণের ব্যবহারে বাধা সৃষ্টিকারী কাঠামোগুলি অপসারণ থেকে ছাড় পাবে না। আদালত নির্বাচনী প্রয়োগের বিষয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, বিশেষত যেখানে পৌরসভার পদক্ষেপগুলি পক্ষপাতদুষ্ট বলে মনে হয়েছিল। আদালত বলেছে, এখানে বিষয়টি বিশ্বাসের বিষয় নয়, পৌরসভার উচিত আইন মেনে চলার।
আদালত মন্তব্য করেছে, ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে স্বচ্ছতা ও জনসচেতনতার জন্য একটি দেশব্যাপী অনলাইন পোর্টালের পরামর্শ দিয়েছে।
তবে বুলডোজার অভিযানের শিকার উদয়পুরের রশিদ খান এবং রতলামের মহম্মদ হুসেন দাবি করেছেন, তাদের ঘরবাড়ি পুনর্নির্মাণের জন্য ক্ষতিপূরণ এবং ধ্বংসের জন্য দায়ীদের শাস্তি চাই। জনাব খান এবং মিঃ হুসেনকে তাদের আইনি লড়াইয়ে সহায়তা করা এপিসিআর বলেছে, আমরা এই জয়ে খুশি। যদিও আমরা ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য লড়াই করব।

খাতায় সই করে হাজিরা দেওয়া তুলে দিচ্ছে নবান্ন

আপনজন ডেস্ক: রাজ্য সরকারে কর্মীদের সময়মতো অফিসে না আসার অভিযোগ রুখতে এবার সক্রিয় হল নবান্ন। সরকারি কর্মীদের অফিসে প্রবেশে যাতে কোনও কারচুপি না হয়, তার জন্য এবার অর্থ দফতরের কর্মীদের শুধু বায়োমেট্রিক পদ্ধিতে হাজিরা দিতে হবে। এতদিন বায়োমেট্রিকের পাশাপাশি খাতায় সই করেও হাজিরা দেওয়া যেত। কিন্তু তাতে কর্মীদের সময়ানুবর্তিতা ও কর্মসংস্কৃতি নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় এবার কড়া মনোভাব নিল নবান্ন।
সাম্প্রতিক নির্দেশিকা অনুযায়ী, নবান্নে অর্থ দফতরের কর্মীদের কেবলমাত্র বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতেই হাজিরা নিশ্চিত করতে হবে।
খাতায় সইয়ের পুরনো পদ্ধতি আর অফিসে অনুসরণ করা হবে না।
অর্থ দফতরের উপসচিব নাভেদ আখতার নির্দেশ দিয়েছেন, পদোন্নতি বা বদলির ক্ষেত্রে কর্মীদের যোগদানের দিনেই বায়োমেট্রিক ডেটা আপডেট করতে হবে। অন্যদিকে, অন্য দফতরে বদলি হয়ে গেলে ওই কর্মীর বায়োমেট্রিক ব্যবস্থা বন্ধের জন্য আগাম জানাতে হবে। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের মে মাসে নবান্নে বায়োমেট্রিক পদ্ধতি চালু হলেও, সেই সঙ্গে খাতায় সইয়ের সুবিধা বজায় ছিল।

নৈহাটিতে মৃত্যু ছাড়া রাজ্যে উপনির্বাচন প্রায় নির্বিঘ্নে

আপনজন ডেস্ক: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ভাটপাড়ায় বন্দুকযুদ্ধে স্থানীয় তৃণমূল কর্মীর মৃত্যুর মতো বিক্ষিপ্ত হিংসার ঘটনা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের ৬টি কেন্দ্রের বিধানভা উপনির্বাচন মোটামুটি শান্তিতে সম্পন্ন হয়েছে বুধবার। এদিন বিকেল ৫টা পর্যন্ত ছয়টি আসনে ভোটদানের হার ছিল ৬৯.২৯ শতাংশ। নির্বাচন কমিশন সূত্রে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাঁকুড়া জেলার তালডাংরা আসনে ভোট পড়েছে ৭৫.২০ শতাংশ, হাড়োয়া (৭৩.৯৫), মেদিনীপুর (৭১.৮৫), সিতাই (৬৬.৩৫), মাদারিহাট (৬৪.১৪) এবং নৈহাটি (৬২.১০)। বুধবার নৈহাটি বিধানসভা কেন্দ্র সংলগ্ন তৃণমূলের প্রাক্তন ওয়ার্ড সভাপতি অশোক সাউয়ের হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) অফিস রিপোর্ট তলব করেছে। ২০২০ সালের একটি হত্যা মামলায় জামিনে মুক্তি পাওয়া ভুক্তভোগী সকাল ৯টার দিকে রাস্তার পাশের একটি দোকানে চা খাওয়ার সময় জনসমক্ষে তিন হামলাকারী তাকে গুলি করে এবং ককটেল বোমা নিক্ষেপ করার পরে আহত হয়ে মারা যান।
ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া এই ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেছেন, চার বছর আগে নিহত ব্যক্তির ভাইয়ের দ্বারা পরিচালিত প্রতিশোধমূলক হামলার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এই ঘটনায় তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, বিজেপি নেতা অর্জুন সিং অভিযোগ করেন যে তৃণমূল কংগ্রেস নৈহাটি এবং অন্যান্য আসনের ভোটারদের মধ্যে ভয় দেখানোর কৌশল ব্যবহার করছে। জগদ্দল আসনের স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম কোনও বিবৃতি না দিয়ে দাবি করেছেন যে হামলার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি নির্ধারণের জন্য তদন্ত চলছে। হাড়োয়া, মাদারিহাট, সিতাই ও তালডাংরা কেন্দ্রে তৃণমূল কর্মীরা ভোটারদের ভয় দেখানোর অভিযোগ তুলেছে বিজেপি ও অন্যান্য বিরোধী দলগুলি। রাজ্যের শাসক দল এই অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে।
তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ এই অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে অভিহিত করেছেন এবং জোর দিয়ে বলেছেন যে বিরোধী দলগুলি শাসক দলের নির্বাচনী সম্ভাবনা নষ্ট করার জন্য গল্প সাজাচ্ছে।
তিনি বলেন, "তৃণমূলের কর্মীরাই খুন হচ্ছে, আর বিরোধীরা আমাদের দোষারোপ করছে। বিজেপি ও অন্যান্য বিরোধী দলগুলি ভোটের সময় হিংসা ছড়ানোর চেষ্টা করছে। মাদারিহাটে বিজেপি প্রার্থী রাহুল লোহারের গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। মুজনাইয়ে বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন লোহার। তাঁর গাড়ি আটকে তাঁকে লক্ষ্য করে পাথর ছোড়া হয় বলে দাবি তাঁদের।
তৃণমূলের একাংশের পাল্টা অভিযোগ, মানুষের সহানুভূতি টানতে লোহার নিজের গাড়ি ভাঙচুর করেছেন।
তৃণমূল সমর্থকদের দাবি, বিজেপি সাংসদ তথা প্রাক্তন বিধায়ক মনোজ টিগ্গাকে গত পাঁচ বছরে এলাকায় দেখা যায়নি, বিজেপির প্রতি ভোটারদের অসন্তোষ বাড়িয়ে ওই এলাকায় কোনও উন্নয়নমূলক কাজও করেননি। কোচবিহারের সিতাই এলাকার একটি বুথে ইভিএম মেশিনের দুটি বোতাম টেপ দিয়ে ঢেকে দেওয়ার অভিযোগ উঠলে উত্তেজনা ছড়ায়।
উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়ায় আইএসএফ প্রার্থী পিয়ারুল ইসলাম অভিযোগ করেন, তাদের এক পোলিং এজেন্টকে মারধর করেছে তৃণমূল কর্মীরা। উল্লেখ্য, রাজ্যের ছটি কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ভোট গণনা হবে ২৩ নভেম্বর।

হার্ট ও ব্রেনের চিকিৎসা সহ সমস্ত রোগের সুচিকিৎসার ঠিকানা

ASHSHEEFA HOSPITAL

আশ শিফা হসপিটাল

সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা

প্রান্তিক জেলায় স্বল্পমূল্যে ICCU এবং ১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল

GNM
(3 Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত
HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

অ্যাঞ্জিওগ্রাম

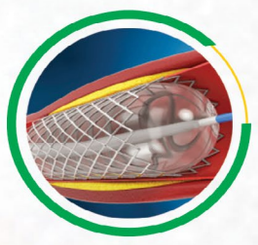

অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি

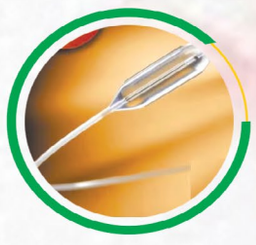

বেলুন সার্জারী

পেশমেকার

ডিরেক্টর
ডা. মো. ফারুকউদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card

9123721642/9836001515

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহণযোগ্য

প্রথম নজর

সাইবার সচেতন সভা জাঙ্গিপাড়ায়

নুরুল ইসলাম খান ● হুগলি

আপনজন: ঘটনার সূত্রপাত ১২ অক্টোবর ভর দুপুরে হুগলি জঙ্গিপাড়া থানার আন্টপুরে। এই এলাকার অনুপ সেনের মায়ের ফোনে ৭৮৯৪৫৯৯৭৭৩ নাম্বার থেকে ফোন করে বলা হয় ওসি জঙ্গীপাড়া আইসি সাইবার ক্রাইম হুগলি গ্রামীণ পুলিশের নাম । অজ্ঞাত সাইবার প্রতারক প্রতারণার ফন্দি আঁটে । কিন্তু অনুপ বাবুর সচেতনতা, উপস্থিত বুদ্ধি ও সাহসিকতার কারণে তিনি সাইবার প্রতারণার ও আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পান। কারণ তিনি তৎপরতার সাথে ঘটনাটি স্থানীয় জাঙ্গিপাড়া থানায় জানান । পুলিশও তদন্ত শুরু করেছে। হুগলি গ্রামীণ পুলিশের সম্প্রতি জেলাজুড়ে “সাইবার পাঠশালা” নামক যে সচেতনতা শিবির তার সফলতার নিদর্শন বলে জানান সিআই সন্দীপ গাঙ্গুলি ও ওসি অনীল রাজ।

পশু শাবকের নামকরণ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● দর্জিলিং

আপনজন: দার্জিলিং চিড়িয়াখানার স্নো লেপার্ড শাবক ও রেডপান্ডা শাবকের নামকরণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চিড়িয়াখানায় জন্ম নেওয়া শাবকদের নামকরণের জন্য জু অথরিটি ও চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের তরফে মুখ্যমন্ত্রীকে আবেদন জানানো হয়েছিল। চিড়িয়াখানার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় মুখ্যমন্ত্রী চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ ও বন আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন।আর সেই কথায় কথায় উঠে আসে নামকরণের প্রসঙ্গ। সময় না নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী দুটো স্নো লেপার্ড শাবক ও চারটে রেড পান্ডা শাবকের নামকরণ করে দেন।মুখ্যমন্ত্রী স্নো লেপার্ড শাবকদের নাম রাখেন চার্মিং ও ডার্লিং। পাশাপাশি রেডপান্ডা শাবকের নামকরণ করেন পাহাড়িয়া, হিলি, ভিক্টরি ও ড্রিম।

ওয়াকফ বিল রুখতে গলসিতে জমিয়তের আলোচনা সভা

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের গলসি শাখার উদ্যোগে এক বিশেষ আলোচনা শিবির অনুষ্ঠিত হয় পুরসা জামে মসজিদে। সভায় উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিভিন্ন মসজিদের ইমাম ও মসজিদ কমিটির সদস্যরা। জানা গেছে, কেন্দ্রীয় সরকার নতুন একটি ওয়াকফ বিল প্রস্তাব করেছে, যা মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত হানবে। বিলটি পাশ হলে মুসলিম সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষদের আল্লাহর নামে দান করা সম্পত্তি তাদের হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে। এর ফলে মুসলিম সমাজের ধর্মীয় ও সামাজিক অবকাঠামোয় বিরূপ প্রভাব পরবে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেন সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ। তাই এই বিলের বিরোধিতা এবং জনসচেতনতা লক্ষ্যে এই আলোচনা শিবির।

গলসি ব্লক জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সহ-সম্পাদক ক্বারী সেখ মহসিন জানান, গলসি এলাকার সকল মসজিদের ইমামদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি সংগঠনের সদস্যরা ও মসজিদের ইমামরা এলাকার মানুষের কাছে তাদের বার্তা পৌছে দেবেন।

এছাড়াও, ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় তাদের পথসভা চলবে। সেখান থেকে জনসমাজে ওই বিলের ক্ষতিকারক দিকগুলিকে তুলে ধরবেন।

পাশাপাশি আগামী ২৮শে নভেম্বর কলকাতার রানী রাসমণি রোডে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের রাজ্য শাখার উদ্যোগে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হবে। ওই জনসভায় এলাকার জমিয়ত কর্মীরা অংশ নেবেন। এবং ওই বিলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে তারা প্রতিবাদ জানাবেন।

শহিদ মিনার সমাবেশের প্রস্তুতি সভা বাসন্তীতে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাসন্তী

আপনজন: ২১ নভেম্বর ওয়াকফ বিল বিরোধী কলকাতার শহীদ মিনারের সমাবেশ সফল করতে বুধবার বাসন্তী থানার খেড়িয়া বাজার সংলগ্ন ময়দানের অনুষ্ঠিত হয় বিশে প্রস্তুতি সভা। তাতে উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল র বোর্ডের সদস্য ঊজমা আলম, ফুরফুরা শরীফের থেকে আগত সাদ্দাম সিদ্দিকী, সংখ্যালঘু ফেডারেশনের মোঃ কামরুজ্জামান, সুন্নত অল জামাতের মাওঃ মুফতি আব্দুল মাতিন বঙ্গীয় সংখ্যালঘু পরিষদের মুজাফফার হোসেন, দেশ বাঁচাও-এর হোসেন গাজী, জয়েন্ট ফোরাম-এর আশরাফ সাহেব, প্রাক্তন শিক্ষক মাওঃ আব্দুর রউফ প্রমুখ। এছাড়া ছিলেন মাওলানা মোফাক্কার হোসেন ও মাওরান আনোয়ার হোসেন কাসেমসহ অন্যান্য বিশিষ্ট বক্তাগন।

আয়োজকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, হলেন মৌলভী সুন্নত আলী মির, মাওঃ শরীফ হোসেন, মাওঃ আব্দুল ওয়াহাব, মাওঃ আব্দুস সালাম, মাওঃ আব্দুর রাজ্জাক, হাসানুর মোল্লা, মাওঃ মুহিব্বুল্লাহ, মাওঃ জাকির ও এ কে এম গোলাম মুরতাজা প্রমুখ ।

ভগ্ন কাঠের সেতু, কংক্রিটের সেতু নির্মাণের দাবি বাসিন্দাদের

বাবু হক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়া গ্রামীণ জেলার জয়পুর থানার আমতা দুই ব্লকের অমরাগড়ি জিপির ঘনশ্যাম চক ওস্তাদ জী পাড়ার ও চকজনার্দন এলাকার চক নবীন সংঘর নিকট জল নিকাশি খালের উপর ভগ্নপ্রায় কাঠের সেতু টিকে শীঘ্রই সংস্কার করা অথবা পাকা কংক্রিটের সেতু নির্মাণের দাবি এলাকাবাসীর। এই এলাকায় সর্ব প্রথম এই সেতু নির্মাণ করে রাজ্য সেচ দফতর। সেতুটি দিয়ে সারা দিনে বহু মানুষ যাতায়াত করেন বিভিন্ন গ্রামের ও পাড়ার। অল্প সময়ে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানে, হাইস্কুল, কলেজ, হাসপাতালে। এমনকি থানা ও আমতা দুই ব্লকের বিভিন্ন দফতরে যাওয়া যায়। শতাধিক বিঘা জমিতে ফসল উৎপাদন বিপণন সরবরাহ করা হয় বলে জানা গেছে। এলাকায় গিয়ে দেখা যায় বাস্তব অবস্থা, ওস্তাদ জী পাড়ায় রয়েছে ঘনশ্যাম চক খানকাহ পাক কুল মশায় খানে তরিকতের জুমলা পীরের আস্তানা, পীর কামেল শাহ্ সুফী হজরত সেখ আব্দুল ওয়াহেদ চিস্তী ও কাদেরীর মাজার এছাড়াও রয়েছে তদ্বীয় খলিফা মেজলা

শাহজাদা গদ্দীনসীন পীরে কামেল হযরত মাওলানা শাহ সুফী সাধক সেখ মহম্মদ জহুরুল হক সাহেবের মাজার শরীফ প্রায় নিত্যদিনে ও বাৎসরিক ওরশ মোবারকে ভক্তদের ঢল নামে। এই গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহ্য পূর্ণ,ঐতিহাসিক নিদর্শন স্থলে পাকা কংক্রিটের সেতু নির্মাণের দাবি করেন আব্দুল ওয়াহেদ শাহ্ র বংশধর বাবু হক সাহেব এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে তিনি আমাদের প্রতিনিধির মাধ্যমে সেচ দফতরের আধিকারিক বর্গদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এলাকার আপা মোর জনসাধারণের সুবিধার্থে কাঠের সেতু টিকে অবিলম্বে সংস্কার করা হোক কারণ কেউনা কেউ প্রায়দিনই যাতায়াত করতে গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন পড়ে গিয়ে আঘাত প্রাপ্ত হচ্ছে। কৃষি যন্ত্রপাতি ও যানবাহন, চলাচল করে, কৃষকের উৎপাদিত ফসল সরবরাহ করা হয় এই সেতু দিয়ে। সম্প্রতিক বন্যার আগে থেকেই এই সেতু দিয়ে চলাচলের সমস্যা দেখা দেয় তার পর বন্যার কারণে আরো ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গেছে।হক আশাবাদী এলাকার আমজনতা র কথা বিবেচনা করে সেচ দফতর নিশ্চিই পাকা, কংক্রিটের সেতু নির্মাণে উদ্যোগ হবেন।

বাংলা আবাস যোজনার বাড়ি নিয়ে প্রধানকে স্মারকলিপি বামেদের

আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী পক্ষ থেকে রামপুরহাট ১ নম্বর ব্লকের কাষ্ঠগড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধানকে স্মারকলিপি প্রদান করলেন বামেরা। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় একাধিকবার অভিযোগ উঠেছে বাংলা আবাস যোজনা বাড়ি নিয়ে। দেখা গিয়েছে কোথাও অসহায় দুঃস্থ মানুষ বাড়ি না পেয়ে চাকরিজীবী ও পাকা ইটের বাড়ি থাকা লোকেরা পুনরায় বাড়ি পাচ্ছে। এ নিয়ে সরব হয়েছে সারা রাজ্যজুড়ে পঞ্চায়েত থেকে বিডিও অফিস পর্যন্ত। আজ ফের রামপুরহাট ১ নাম্বার ব্লকের কাষ্ঠগাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে স্মারকলিপি দিতে আসেন বাম সদস্যরা। এদিন তারা কাষ্ঠগড়া হসপিটাল মোড় থেকে পথ সভা করে কাষ্ঠগড়া পঞ্চায়েতে আসেন। এবং পঞ্চায়েতে সামনে কিছুক্ষণ বক্তব্য রাখেন তারপরে সাতজন প্রতিনিধি প্রধানের সন্নিকটে স্মারকলিপি জমা দেন। এই স্মারকলিপিতে তাদের ১২ দফা দাবি সমূহ গুলি হল-১) গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত সংসদে

গৃহহীনদের আবাস যোজনায় বাড়ি ব্যবস্থা করতে হবে। ২) গ্রাম সভা ডেকে তালিকা অনুমোদন করতে হবে। ৩) নির্ভুল তালিকা প্রকাশ করতে হবে। ৪) তেলডাহা গ্রামে দাসপাড়া ও ছাতারপুকুরে পানীয় জল ও ঢালাই রাস্তার ব্যবস্থা করতে হবে। ৫) বাতাসপুর হইতে ক্যানাল পাড় বিজুলিতলা পর্যন্ত রাস্তার ব্যবস্থা করতে হবে। ৬) গোপালপুরের দীনবন্ধু পালের বাড়ি হইতে পাকা রাস্তা পর্যন্ত ঢালায় এর কাজ ১৩ বছর পর্যন্ত বন্ধ কেন জবাব চাই। উক্ত সংসদে পানীয় জলের পাইপ লাইন ক্ষুদিরাম বাগদির বাড়ির থেকে ধর্মরাজ তলা পর্যন্ত রাস্তা কাজ করার সময় তোলা হয়েছিল তা পুনরায় পাইপ লাইনের ব্যবস্থা করতে হবে। ৭) ৮ নং সংসদে সন্তোষ মণ্ডলের বাড়ি হইতে পরেশ বাইরের বাড়ি পর্যন্ত ঢালায় রাস্তা করতে হবে। বাদপাড়া ব্যাঁকা বাহিনীর বাড়ি হইতে নতুন পঞ্চায়েত পর্যন্ত জল নিষ্কাশনের জন্য পাকা ড্রেন তৈরি করতে হবে। ৯) তামু পাড়ার কবর স্থানে পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে। ১০) ব্রিগেড ট্যাঁড়াপাড়ার দোলতলা ক্লাবের পাইপ লাইনের জন্য নতুন সাবমার্সাল বসাতে হইবে। ১১) গুগ গ্রামে আদিবাসী পাড়ার সমস্ত জল নিষ্কাশনের জন্য পাকা ড্রেন তৈরি করতে হবে। ও বিবিধ। আজকের এই স্মারকলিপি প্রদানে উপস্থিত ছিলেন সঞ্জীব মল্লিক, আব্দুল আলিম, স্বপন কুমার পাল, হিরু শেখ, মতিউর রহমান, সম্রাট শেখ, সহ আরো নেতৃত্ব বৃন্দ।

অধিকারী গড়ে সমবায় সমিতিতে জয় তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: মুখ পুড়ল বিজেপির সেই সঙ্গে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং তাঁর ভাই সৌমেন্দু অধিকারীর। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে কাঁথি থেকে বিজেপির টিকিটের সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন শুভেন্দুর ছোট ভাই সৌমেন্দু অধিকারী তারপরেও কাঁথির মানুষের যে আস্থা নেই অধিকারী পরিবারের উপরে অথবা তাদের দল বিজেপির উপরে তা আরো একবার স্পষ্ট হয়ে গেল সমবায় সমিতির ভোটের ফলাফলে। স্থানীয় বিধায়ক বিজেপির। পঞ্চায়েত সমিতিও গেরুয়া শিবিরের।অধিকারী গড় হিসেবে পরিচিত দক্ষিণ কাঁথিতে একটি সমবায় নির্বাচনে দাপট দেখাল শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। পোতাপাখোরিয়া অনন্তবাড় সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির ৪১টি আসনের মধ্যে ৩৭টি জিতল তারা।যদিও এই ফল নিয়ে দুই দলের চাপানউতোর শুরু হয়েছে।দক্ষিণ কাঁথি বিধানসভার কাঁথি ১ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত সাবাজপুট গ্রাম পঞ্চায়েত।এই এলাকায় এদিন সমবায় নির্বাচন ছিল।প্রার্থীদের ভাগ্য নির্ধারণ করেন সমিতির ১০৫৬ জন সদস্য।মোট আসন ৪১টি। যার মধ্যে ৩৭ আসন ঘাসফুল শিবির জিতেছে।এই বিধানসভায় পিছিয়ে থাকলেও এই সমবায়ে নিজেদের আধিপত্য দেখাল রাজ্যের শাসকদল, বর্তমান গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রামগোবিন্দ দাস বলেন, “এই সমবায় সমিতি বরাবর আমাদের দখলে ছিল। আগামীদিনেও থাকবে। কারণ এই এলাকার শান্তিপ্রিয় মানুষ অশান্তি চায় না। তাই, আমাদের প্রতিনিধিদের জয়যুক্ত করেছেন।” তৃণমূলের জয়ী প্রার্থীদের হাত ধরে এই সমিতি আগামীদিনে আরও লাভের মুখ দেখবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

বালুরঘাট স্টেশনে ডিআরএম

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বুধবার বালুরঘাট রেল স্টেশন পরিদর্শনে আসেন কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার। মূলত বালুরঘাট রেল স্টেশনে চলা বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন তিনি। পাশাপাশি এদিন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অন্যান্য আরো কয়েকটি রেল স্টেশন পরিদর্শন করেন ডিআরএম। জানা গিয়েছে, বালুরঘাট রেল স্টেশনকে উন্নত মানের পরিকাঠামো যুক্ত রেল স্টেশন হিসেবে গড়ে তুলতে চলছে নানান রকম উন্নয়নমূলক কাজ। যার মধ্যে অন্যতম হলো সিক লাইন ও পিট লাইনের কাজ। পাশাপাশি চলন্ত সিঁড়ি ও তিন নম্বর প্লাটফর্মের কাজ চলছে। এদিন বালুরঘাট স্টেশনের সেই সমস্ত কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন ডিআরএম। এবিষয়ে কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার বলেন, ‘বালুরঘাট রেল স্টেশনে অনেক ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ চলছে। বিভিন্ন স্তরের কাজ সম্পন্ন করবার চেষ্টা চলছে। পিট লাইনের যে কাজ চলছিল তা প্রায় শেষ।

কালভার্টের উপর ডাম্পার, যানজট কুলিতে

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: কুলি ডাকবাংলা বাদশাহী সড়ক কালভার্টের উপর ডাম্পার গাড়িটির ইঞ্জিনের সমস্যার পড়ায় প্রায় দুইঘন্টা ধরে যান জটে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল ফরাক্কা হলদিয়া বাদশাহী সড়ক। বুধবার সকালের ওই ঘটনা বড়ঞা থানার কাটনা গ্রামের কাছে।

পরে সেখানে বড়ঞা থানার পুলিস পৌঁছ. ডাম্পারটি সরিয়ে দিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এদিন সকালে কাটনা গ্রামের কাছে একটি কার্লভাটের উপর ডাম্পারটি খারাপ হয়ে পড়ে। ফলে রাস্তার দুইদিকে ব্যাপক যানজট তৈরি হয়। কলকাতা গামি যাত্রীবাহী বাস গুলি রাস্তায় আটকে পড়ে। নিত্যযাত্রীদেরও চরম সমস্যায় পড়তে হয়। অনেকে কার্লভাট হেঁটে পার হয়ে অপর দিকে অটো বা টোটোয় চড়ে গন্তব্যে পৌঁছন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পাকা রাস্তা নেই গ্রামে, ভোট বয়কট তালডাংরায়

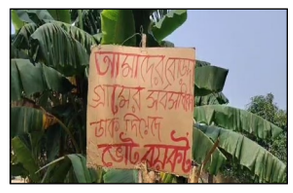

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: গ্রামে পাকা রাস্তা নেই, নেই পানীয় জলের সুব্যবস্থা, চূড়ান্ত বেহাল অবস্থা আইসিডিএস কেন্দ্রের। প্রতিবাদে তালডাংরা বিধানসভায় উপ নির্বাচনের আগে বোড়দা গ্রামের মানুষরা সমবেত ভাবে ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছিল। বুধবার তালডাংরা বিধানসভার উপনির্বাচনের দিনে ৬৫ নম্বর বুথ কুলডিহা সংসদের বোড়দা গ্রামের মানুষজন ভোট দান থেকে বিরত রাখছেন নিজেদের । কেউ মাঠে চাষ করছে লাঙ্গল দিচ্ছে, কেউ ধান কাটায় ব্যস্ত । তাদের দাবি পূরণ না হলে তারা ভোট দান থেকে বিরত থাকবেন এমনটাই তারা জানালেন ।

দলের জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা: আবদুল হাই

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাড়োয়া

আপনজন: বুধবার হাড়োয়া উপনির্বাচনে দিনের শুরুতেই ভোট দিতে দেখা যায় তৃণমূল নেতৃত্বদের। হাড়োয়া বিধানসভার তৃণমূল নেতা ও দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত উপপ্রধান তথা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সংখ্যালঘু তৃণমূল কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হাই তার নিজের পাকদহ বালিপুর গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

ভোটদানে অংশগ্রহণ করে আব্দুল হাই বলেন, ‘শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের পক্ষেই ভোট দিলাম। আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করবেন, শুধু সময়ের অপেক্ষা।’

পেটের অসুখে আক্রান্ত হয়ে মৃত দুই, অসুস্থ ১২

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: বমি, পায়খানা, পেট ব্যথা, খিঁচুনি উপসর্গ নিয়ে মৃত দুই। যা ঘিরে এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ। ঘটনাটি বীরভূমের খয়রাশোল ব্লকের লোকপুর পঞ্চায়েত এর চার নম্বর সংসদের থান্দের পাড়ায়। খবর পেয়ে ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তর, স্থানীয় লোকপুর থানার পুলিশ প্রশাসন, গ্রাম পঞ্চায়েত জনপ্রতিনিধি সহ বিভিন্ন স্তরের লোকজন পৌঁছে যান। সেই সঙ্গে ব্লক মেডিকেল টিম এসে পাড়ায় চিকিৎসা শিবির করেন এবং আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দেন। উল্লেখ্য গত ৮ই নভেম্বর উক্ত উপসর্গ নিয়ে পাড়ায় প্রথম আক্রান্ত হয় অঞ্জনা বাউরী (২৮)। চিকিৎসার জন্য ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নাকড়াকোন্দা থেকে সিউড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় বর্ধমান নিয়ে যাবার পথেই মৃত্যু হয়। এরপর ১২ ই নভেম্বর সরস্বতী বাউরী (৪৫) আক্রান্ত হয়ে সিউড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি হয়। পরদিন অর্থাৎ আজকে ১৩ ই নভেম্বর সেও মারা যায়। যা নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পাশাপাশি নেপু বাউরি (৬০), রেনু বাউরি (১৮),বর্ষা বাউরী (১৫) তিনজন সিউড়ি সদর হাসপাতালে ঐসমস্ত উপসর্গ নিয়ে ভর্তি রয়েছে বলে জানা যায়। বুধবার বিকেলে নাকড়াকোন্দা বিএমওএইচ ডাক্তার সব্যসাচী রায় সহ মেডিকেল টিম এসে এলাকা পরিদর্শন করেন সেই সাথে চিকিৎসা শিবির খোলে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন ও বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেন। মেডিকেল টিম সহ স্থানীয়দের অনুমান পুকুরের জল ব্যবহার থেকেই এধরনের ঘটনা হতে পারে। আপাতত সেই পুকুরটি সীল করে দেওয়া হয়েছে এবং পানীয় জল হিসেবে ব্যবহৃত টিউবওয়েল এর জল পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাবে পাঠানো হয়। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে ও আর এস, হ্যালোজেন ট্যাবলেট সহ অন্যান্য ঔষধ পত্র বিতরণ করেন। এলাকা পরিদর্শন শেষে ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেন বিএমওএইচ ডা. সব্যসাচী রায়। এছাড়াও মৃতদের আত্মীয় রেনু বালা বাউরি ও প্রতিবেশী অভিজিৎ চৌধুরী ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনা দেন।

শীতের আবহ শুরু হতেই খেজুর রসের খোঁজে প্রত্যন্ত গ্রামে শিউলিরা

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: প্রকৃত পক্ষে শীতের শুরু ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারী। শীত পড়লেই নানান ধরনের খাবার খাওয়া ও ভ্রমণের বাসনা জেগে ওঠে প্রতি বাঙালীর ঘরে ঘরে।তাই শীত শুরু হতেই রাজ্য সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বিখ্যাত “জয়নগরের মোয়া” র বিজ্ঞাপন নজরে পড়ে। জয়নগরের বিখ্যাত সেই মোয়া তৈরী হয় জয়নগর লাগোয়া বহড়ু তে। একদিকে নলেন গুড়ের স্বাদ আর অন্যদিকে সম্মান। এই দুয়ের উপর ভরসা করে রাজ্য সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে “জয়নগরের মোয়ার ” ঐতিহ্য। খেজুর গাছের রস ফুটিয়ে তৈরী করা হয়। শীতের শুরুতেই গ্রামের শিউলিরা বিভিন্ন খেজুর গাছ পরিষ্কার করে প্রথম খেজুর রস সংগ্রহ করে তারপর আগুনে ফুটিয়ে নলেন গুড় তৈরী করেন। সুগন্ধ যুক্ত সুস্বাদু এই নলেন গুড় আর সুগন্ধ কনকচূড় ধানের খই সহ অন্যান্য উপাদান দিয়ে তৈরী হয় জয়নগরের মোয়া। শীতের সময় পিঠে,পুলি,পায়েস,পাটালী,সন্দেশ,রস গোল্লা সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে নলেন গুড়ের অপরিসীম চাহিদা। তাই শীতের আবহ শুরু হতেই দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বিভিন্ন প্রান্তের

শিউলিরা বেরিয়ে পড়েন খেজুর গাছের সন্ধানে। জয়নগরের বহড়ু এলাকার প্রবীণ শিউলী অনন্ত সরদার জানান “বর্তমানে দেশ সহ দেশের বাইরেও নলেন গুড় এবং জয়নগরের মোয়ার ঐতিহ্যের কদর রয়েছে ব্যাপক হারে। সেই তুলনায় খেজুর গাছের সংখ্যা খুবই কম। তিনি আরো বলেন এই ঐতিহ্য বাংলাকে ধরে রাখতে হলে অবশ্যই খেজুর গাছ লাগিয়ে উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন না হলে অচিরে নলেন গুড়ের প্রকৃত স্বাদ হারিয়ে যাবে”। অন্যদিকে শীতের শুরুতেই সূদুর মেদনীপুর জেলার বেশকিছু শিউলি ক্যানিং,জয়নগর,বারুইপুর,গোসাবা ,বাসন্তী,জীবনতলা এলাকায় ঘাঁটি গেড়েছেন খেঁজুর গাছের রস সংগ্রহের জন্য।শিউলিদের দাবী ঠান্ডা ঠিকঠাক না পড়লে রসের জোগানে ভাটা পড়বে।আমরা চাই শীতের মরশুমে সঠিক মাত্রায় শীত পড়লে খেজুর রস সংগ্রহে কোন অসুবিধা হবে না। অন্যদিকে কুলতলির এক শিউলি দুলাল দাস জানিয়েছেন,শীতের আবহ শুরু হয়েছে।আর সেই কারণে খেজুরগাছ পরিষ্কার করার কাজ শুরু করেছি।কারণ সঠিক সময়ে সঠিক ভাবে পরিচর্যা না করলে খেজুর রস পাওয়া যাবেনা। তবে চলতি বছর যা আবহাওয়া রয়েছে তাতে করে শীত ভালোরকম পড়বে। আর শীত যত বেশী হবে তত বেশি খেজুর রস উৎপাদন হবে। ’

প্রথম নজর

জেল থেকে চূড়ান্ত আন্দোলনের ডাক দিলেন ইমরান খান

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)-এর প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খান জেল থেকে চূড়ান্ত আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন এবং দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত রাখার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।
তিনি ঘোষণা করেছেন, আগামী ২৪ নভেম্বর ইসলামাবাদ অভিমুখে একটি পদযাত্রা কর্মসূচি পালন করবে তার দল।
বুধবার আদিয়ালা কারাগারের বাইরে ইমরান খানের আইনজীবী ফয়সাল চৌধুরী সাংবাদিকদের জানান, পিটিআইয়ের প্রতিষ্ঠাতা ইসলামাবাদে এ মার্চের জন্য একটি কমিটি গঠন করেছেন, তবে তিনি কমিটির সদস্যদের নাম প্রকাশ করতে রাজি হননি।
তিনি বলেন, কমিটির সদস্যদের নাম প্রকাশ করলে তাদের গ্রেফতার করা হবে, তাই আমি নাম দেব না।
ফয়সাল চৌধুরী আরো জানান, ২৪ নভেম্বর বিক্ষোভের কেন্দ্রবিন্দু হবে ইসলামাবাদ, এবং পাকিস্তান ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন হবে। আমাদের দাবি পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন শেষ হবে না। এটি প্রতিবাদের চূড়ান্ত ডাক, আমাদের দাবি– ২৬তম সংশোধনী বাতিল এবং আমাদের ম্যান্ডেট ফিরিয়ে দেওয়া, এছাড়া বিনা বিচারে গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি দিতে হবে।
ইমরান খানের বোন আলিমা খান বলেন, পিটিআইয়ের প্রতিষ্ঠাতা চূড়ান্ত আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন এবং দলের প্রতিটি কর্মীকে পুরো পাকিস্তান থেকে বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

আফগানিস্তানে হাজারো দর্শকের সামনে গুলি করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর

আপনজন ডেস্ক: আফগানিস্তানে তালেবান কর্তৃপক্ষ খুনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত এক ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে। দেশটির পূর্বাঞ্চলে গারদেশ শহরের একটি স্টেডিয়ামে বুধবার গুলি করে মৃত্যুদণ্ডটি কার্যকর করা হয়। তালেবানদের ফের ক্ষমতায় ফেরার পর এটি ষষ্ঠ প্রকাশ্য মৃত্যুদণ্ড। এএফপির প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। এএফপির এক সাংবাদিক জানান, পাক্তিয়া প্রদেশের রাজধানী গারদেশে হাজারো দর্শকের সামনে ভুক্তভোগী পরিবারের একজন সদস্য সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির বুকে তিনটি গুলি করেন। মৃত্যুদণ্ডের আগের সন্ধ্যায় গভর্নরের অফিস সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে 'এই ঘটনায় উপস্থিত থাকতে' কর্মকর্তাদের ও সাধারণ জনগণের প্রতি আহ্বান জানায়। মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের পর আফগানিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'এক খুনিকে প্রতিশোধমূলক শাস্তি প্রদান করা হয়েছে।' বিবৃতিতে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম মোহাম্মদ আয়াজ আসাদ উল্লেখ করা হয়েছে। তালেবানের সর্বোচ্চ নেতা হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদার অনুমোদনে এ মৃত্যুদণ্ডের আদেশ জারি করা হয় বলে আদালত জানিয়েছেন। বিবৃতিতে আরো জানানো হয়, তালেবান ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই দণ্ডিত ব্যক্তি আটক ছিলেন। তিনি হাবিবুল্লাহ সাইফ-উল-কাতাল নামের এক ব্যক্তিকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত ছিলেন। মামলাটি তিনটি সামরিক আদালতে অত্যন্ত সঠিকভাবে ও একাধিকবার পর্যালোচনা করা হয়েছে। ভুক্তভোগী পরিবারকে মৃত্যুদণ্ড স্থগিত করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, তবে তারা তা প্রত্যাখ্যান করে। মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের সময় উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সিরাজুদ্দিন হাক্কানি উপস্থিত ছিলেন। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত তালেবান শাসনকালে প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড ছিল সাধারণ ঘটনা। তবে এএফপির তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালের আগস্টে তালেবান ফের ক্ষমতায় আসার পর থেকে প্রকাশ্য মাত্র কয়েকটি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। ২০২২ সালে আখুন্দজাদা তালেবান সরকারের ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী বিচারকদের শাস্তি প্রদানের নির্দেশ দেন।
এতে 'চোখের বদলে চোখ' নামে পরিচিত প্রতিশোধমূলক শাস্তি 'কিসাস' অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যা হত্যার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের বিধান দেয়।

ইসরায়েলে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞায় চিন ও রাশিয়ার সমর্থন খুবই 'গুরুত্বপূর্ণ': এরদোগান

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলকে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা সমর্থন করার জন্য রাশিয়া ও চীনের প্রশংসা করেছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোগান। তিনি বলেন, ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপের উদ্যোগে রাশিয়া ও চীন সই করাকে তুরস্ক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবে দেখছে।
সৌদি আরব ও আজারবাইজান সফরের পর ফেরার পথে বিমানে থাকা সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তুর্কি প্রেসিডেন্ট।
এরদোগান বলেন, চীন ও রাশিয়া উভয়েই বলেছে, ইসরায়েলের হামলা অন্যায় ও অবৈধ। তারা হামলা বন্ধ এবং কূটনৈতিকভাবে বিষয়টি নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয়তার কথাও বলে। রাশিয়া ও চীন আমাদের যৌথ উদ্যোগে সই করেছে এবং ইসরায়েলে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।
তিনি বলেন, অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ অব্যাহত থাকলে ইসরায়েল আরও বেশি আগ্রাসী হয়ে উঠবে। তাদের থামানো না গেলে ফিলিস্তিন ও লেবাননের মানবিক পরিস্থিতির প্রতিদিনই অবনতি হতে থাকবে। যতদিন পর্যন্ত মানবিক সহায়তা অবাধে পৌঁছানো না হবে, ততদিন ওষুধের অভাবে, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও নির্দয় আক্রমণে প্রতিদিন সেখানে মানুষ মারা যাবে।

৮ ঘণ্টা ধরে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির পরীক্ষা!

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ কোরিয়ায় শিক্ষার্থীরা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করবেন সেটা নির্ধারণ করতে বিশেষ এক পরীক্ষা নেওয়া হয়; যার নাম দেওয়া হয়েছে সুনেং। ভবিষ্যতের চাকরি, আয় এবং এমনকি সম্পর্ককেও প্রভাবিত করতে পারে সুনেং। জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসাবেই বিবেচনা করা হয় এই পরীক্ষাকে। যা সমগ্র দেশকে 'স্থবির' করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।
দক্ষিণ কোরিয়ার 'কুখ্যাত' 'কলেজ স্কলাস্টিক অ্যাবিলিটি টেস্ট,' বা সুনেং প্রতিবছর নভেম্বর মাসে হয়। বছরে একবারই হয় এই পরীক্ষা। চলতি বছরের ১৪ নভেম্বর সুনেং পরীক্ষার দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের কাছে তাদের দক্ষতা প্রদর্শনের 'একমাত্র সুযোগ' এই পরীক্ষা। সব মিলিয়ে আট ঘণ্টার এই পরীক্ষা। প্রত্যেকটা বিষয়ের মাঝে ২০ মিনিটের বিরতি। খাবার খাওয়ার জন্য ৫০ মিনিট সময় দেওয়া হয়। ৮০ মিনিট থেকে ১০৭ মিনিট ধরে প্রতিটা বিষয় পরীক্ষা হয় যার জন্য প্রয়োজন প্রচণ্ড একাগ্রতা। ১৯ বছর বয়সী শিক্ষার্থী হোয়াং মিন হিয়ন জানিয়েছেন, তার কয়েকজন বন্ধু প্রতিদিন সেই খাবারই খান যেটা তারা পরীক্ষার দিন খাবেন যাতে ওই নির্দিষ্ট দিনে হজমে কোনো সমস্যা না হয়। পরীক্ষার দিন যে পরীক্ষার্থীরা নিজেদের খাবার আনবেন, তাদের মধ্যে এই অভ্যাস নতুন নয়। কাঁচা বা তৈলাক্ত খাবার কিংবা ময়দা দিয়ে তৈরি খাদ্যবস্তু যেমন নুডলস, পাউরুটি এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে পরীক্ষার্থীদের। শুধু তাই নয়, সুনেং-এর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন এমন ছাত্র এবং তাদের অভিভাবকরা প্রায়শই অনলাইন কমিউনিটিতে নিজেদের মধ্যে খাবারের বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শও ভাগ করে নেন। কী খাবার খাওয়া উচিৎ এবং কোনটা এড়িয়ে চলা উচিৎ এমন খুঁটিনাটি বিষয়ে একে অপরকে পরামর্শ দেন। হোয়াং মিন হিয়ন বলেন, 'সুনেং-এর সময়াবলীর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে আমার কয়েকজন বন্ধু নির্দিষ্ট সময় ঘুম থেকে ওঠে এবং নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমাতে যায়। মনোনিবেশ করার জন্য শরীরের বিশ্রামের প্রয়োজন।' শৌচালয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তার কারণে মনোযোগ নষ্ট হোক, সেটা কেউ চায় না। আর শৌচালয়ে যাওয়াটা তেমন একটা বিকল্পও নয় কারণ যে কক্ষে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে, সেখানে প্রবেশ করা সহজ না। বারবার মক টেস্ট দিয়ে নির্ধারিত ২০ মিনিটের বিরতিতেই যাতে শৌচালয় ব্যবহার করতে হয়, সেইভাবে শরীরকে অভ্যাস করিয়েছেন হোয়াং মিন হিয়ন।
২০ বছর বয়সী কাং জুন-হি দ্বিতীয়বার এই পরীক্ষা দেবেন। চলতি বছরের পুরোটাই তিনি সুনেং-এর প্রস্তুতির জন্য নিয়োজিত করেছেন। দ্বিতীয়বার প্রস্তুতির জন্য কড়া নিয়ম মেনে তৈরি করেছেন নিজের রুটিন। তিনি বলেন, 'গতবার এই পরীক্ষা দিয়েছিলাম আমি। সেই সময় তেমন গঠনমূলকভাবে সময়ের ব্যবহার করতে পারিনি।' তিনি জানান, তার বর্তমান রুটিন সুনেং-এর প্রতি সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রুটিনে রয়েছে প্রতিদিন সকাল সাড়ে ৬টায় ঘুম থেকে ওঠা এবং মূল বিষয়গুলোতে মক টেস্ট দেওয়া। তার বন্ধুদের মধ্যে তিনিই একমাত্র পড়ুয়া যিনি দ্বিতীয়বার এই পরীক্ষা দেবেন। গত বছরের সুনেং-এর ফলাফলে খুশি ছিলেন না তিনি। তার অন্য বন্ধুরা এখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ছেন।
সুনেং পরীক্ষার্থীদের জন্য মক টেস্ট একটা প্রধান বিষয়। প্রতি বছর তিনটে জাতীয় স্তরে মক টেস্ট হয়। শিক্ষার্থীরা চাইলে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত মক টেস্ট দিতে পারেন। সুনেং-এর সময়সূচির সঙ্গে মানিয়ে নিতে এই পরীক্ষাগুলো খুব সাহায্য করেছে বলে জানিয়েছেন পরীক্ষার্থীরা। প্রস্তুতি ঝালিয়ে নিতে অনেকে ক্র্যাম স্কুলে ভর্তি হন। এসব স্কুলের আশপাশের ক্যাফেগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের ভিড় দেখা যায়। পরীক্ষার আগে শেষ মুহূর্তে আরো একবার পড়া ঝালিয়ে নিতে ব্যস্ত তারা। ক্যাফের জানালায় পরীক্ষার্থীদের জন্য সৌভাগ্যসূচক প্রতীক টাঙানো রয়েছে।
কোন কোন বিষয়ে পরীক্ষা হয় সুনেং-এ পাঁচটা বাধ্যতামূলক বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয়। এই বিষয়গুলো হলো- কোরিয়ান, অংক, ইংরেজি, কোরিয়ান ইতিহাস এবং সোশ্যাল স্টাডিজ বা বিজ্ঞান। তারপর রয়েছে ফরাসি, চীনা, জাপানি, রাশিয়ান বা আরবি ভাষায় একটি ঐচ্ছিক অতিরিক্ত ভাষা পরীক্ষা।
চলতি বছরে এই পরীক্ষা দিতে চলেছেন সাং-ওন লি। তিনি সহনশীলতা, (পরীক্ষায় উত্তর দেওয়ার) গতি এবং আত্মবিশ্বাস বজায় রাখার ওপর জোর দিচ্ছেন। তিনি বলেন, 'খুব সকালে কোরিয়ান মক টেস্ট দেওয়ার পরামর্শ দেব আমি। আসলে ঠিক যে সময় পরীক্ষা শুরু হবে তখনই মক টেস্ট দেওয়া শুরু করি আমি। পরীক্ষা মজবুতভাবে শুরু করার জন্য এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যদি মনে হয়, প্রথম পরীক্ষায় কিছু গোলমাল হয়েছে, তাহলে তার প্রভাব পরের পরীক্ষার পারফরম্যান্সে পড়ার একটা বড় সম্ভাবনা থেকে যায়।' দুপুরের খাবারের জন্য বিরতির পর পরীক্ষাতে মনোনিবেশের ওপর জোর দিয়েছেন সাং-ওন লি। তিনি বলেন, 'দুপুরের খাবার পর ইংরেজি পরীক্ষা দিতে হয়। সেখানে একটা বিভাগ রয়েছে যেখানে আপনাকে কিছু অংশ শুনতে হবে। সুতরাং, যাতে খুব ঘুম না পায়, সেটা আপনাকে নিশ্চিত করতেই হবে।'

হাইতির উপর দিয়ে বিমান চলাচল নিষিদ্ধ করলো আমেরিকা

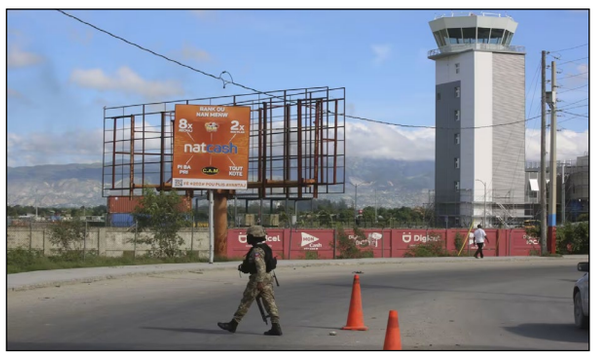

আপনজন ডেস্ক: স্পিরিট এয়ারলাইন্সের একটি বিমান হাইতির উপর দিয়ে যাচ্ছিল। সে সময় ওই বিমানটি লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। এ ঘটনার পর বিমানটিকে ঘুরিয়ে দ্রুত ডমিনিক্যান রিপাবলিকে নামানো হয়। এরপরেই আমেরিকা হাইতির উপর দিয়ে সমস্ত ফ্লাইট বাতিল করে দেয়।
মঙ্গলবার (১২ নভেম্বর) আমেরিকার বেসামরিক বিমান সংস্থার পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। গত সোমবার স্পিরিট এয়ারলাইন্সের একটি বিমান লক্ষ্য করে গুলির ঘটনা ঘটে।
সংস্থাটির পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, সমস্ত মার্কিন বিমানবাহী এবং বাণিজ্যিক অপারেটরকে আগামী ৩০ দিনের জন্য হাইতির আকাশসীমা থেকে চলমান নিরাপত্তা অস্থিতিশীলতার সাথে যুক্ত ফ্লাইটের নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মার্কিন গণমাধ্যমে বলা হয়েছে, গত সোমবার স্পিরিট এয়ারলাইন্সের বিমানটি ফ্লোরিডা থেকে হাইতির রাজধানীর দিকে যাচ্ছিল। হাইতির আকাশসীমায় বিমানটি ঢোকার পরেই গুলির ঘটনা ঘটে। বিমানে গুলি লাগার ফলে এক বিমান সেবিকা সামান্য আহত হয়। সঙ্গে সঙ্গে বিমানটি ঘুরিয়ে নিয়ে ডমিনিক্যান রিপাবলিকে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনার পরেই হাইতির বিমানবন্দর বন্ধ করে দেয়া হয়।
হাইতির সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়, যারা এই কাজ করেছে, তাদের খুঁজে বার করে চরমতম শাস্তি দেওয়া হবে। দেশের সার্বভৌমত্ব নষ্ট করার জন্যই এই কাজ করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। তীব্র গ্যাংওয়ার চলছে হাইতিতে। তারমধ্যেই সম্প্রতি নির্বাচন হয়েছে সেখানে। তারপর থেকে স্কুল-কলেজ সব বন্ধ। বন্ধ দোকানপাটও। নতুন প্রধানমন্ত্রী শপথ নেওয়ার দিনেও রাস্তায় রাস্তায় গুলির শব্দ শোনা গেছে। দেশের ৮০ শতাংশ এলাকাই এখন বিভিন্ন গ্যাংয়ের দখলে। তারই মধ্যে বিমানে গুলির ঘটনা পরিস্থিতি আরো উদ্বেগজনক করে দিয়েছে।

গ্রেট ব্রিটেনে দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে বেকারত্ব

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাজ্যে অর্থনৈতিক সংকটের কারণে বেশ দ্রুত হারে বাড়ছে বেকারত্ব। এমনকি দেশটির অর্থনীতি বিশ্লেষকদের ধারণা বা পূর্বাভাসের চাইতেও এখন বেকারত্বের হার বেশি সেখানে।
মঙ্গলবার (১২ নভেম্বর) যুক্তরাজ্যের জাতীয় পরিসংখ্যান দফতর এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, চলতি ২০২৪ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশজুড়ে বেকারত্বের হার বেড়ে হয়েছে ৪ দশমিক তিন শতাংশ। এর আগে জানুয়ারি থেকে মার্চ এবং এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত বেকারত্বের হার ছিল ৪ শতাংশ।
অর্থনীতি বিশ্লেষকরা বলেছিলেন, জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর নাগাদ বেকারত্ব শতকরা দশমিক ১ শতাংশ বাড়তে পারে। তবে পরিসংখ্যান দফতরের পরিসংখ্যান বলছে, এই তিন মাসে বেকারত্ব বেড়েছে দশমিক ৩ শতাংশ। অর্থাৎ বিশ্লেষকরা যে পূর্বাভাস দিয়েছিলেন, বাস্তবে তার চেয়েও দশমিক ২ শতাংশ বেড়েছে বেকারত্বের হার।
এদিকে বেকারত্বের হার বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কমছে দেশটির গড় মজুরিও। পরিসংখ্যান দফতরের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গড় মজুরি কমেছে ৪ দশমিক ৮ শতাংশ। গত দুই বছরের মধ্যে এই মজুরি হ্রাসের হার সর্বোচ্চ।
প্রসঙ্গত, যুক্তরাজ্যের অর্থনীতি বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ অর্থনীতিগুলোর মধ্যে একটি। দেশটির অর্থনীতি প্রথম দফায় ধাক্কা খায় করোনা মহামারির সময়। মহামারির রেশ শেষ হওয়ার আগেই ২০২২ সালে শুরু হয় রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। এই যুদ্ধের জেরে দেশটিতে জ্বালানি ও খাদ্যপণ্যের দাম বাড়তে থাকে হুহু করে। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে সম্প্রতি উদ্যোক্তাদের ওপর কর বাড়িয়েছে ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির সরকার। এ উদ্যোক্তাদের অনেকেই নিজেদের ওপর চাপ কমাতে কর্মী ছাঁটাই করছেন। বেকারত্ব বৃদ্ধির প্রধান কারণ এটিই।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইসরায়েলে মার্কিন রাষ্ট্রদূত হচ্ছেন মাইক হাকাবি

আপনজন ডেস্ক: নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গতকাল মঙ্গলবার আরকানসাসের সাবেক গভর্নর এবং পশ্চিম তীরে ইহুদি বসতি স্থাপনের কট্টর সমর্থক মাইক হাকাবিকে ইসরায়েলে পরবর্তী মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে মনোনীত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। বুধবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইসরায়েল। মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প এক বিবৃতিতে বলেন, তিনি (মাইক হাকাবি) ইসরায়েলের মানুষ ও ইসরায়েলকে ভালোবাসেন এবং একইভাবে ইসরায়েলের লোকেরাও তাকে ভালোবাসেন। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মাইক অক্লান্ত পরিশ্রম করবে। সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইসরায়েল জানিয়েছে, ৬৯ বছর বয়সী হাকাবি ইসরায়েলের ইভাঞ্জেলিক্যাল খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সবচেয়ে প্রবল সমর্থকদের একজন। ২০০৮ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ইসরায়েলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে জেমস কানিংহামকে নিযুক্ত করার পর, হাকাবি প্রথম অ-ইহুদি যিনি এই পদের জন্য মনোনীত হলেন।
সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার খবরে বলা হয়েছে, হাকাবি তার ইসরায়েলপন্থি দৃঢ় অবস্থানের জন্য পরিচিত এবং অধিকৃত ফিলিস্তিনি অঞ্চলে ইসরায়েলি বসতি সম্প্রসারণকে প্রকাশ্যে সমর্থন করেছেন, যা তাকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একটি বিতর্কিত ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে। তিনি ইসরায়েল অধিকৃত পশ্চিম তীরকে ইসরায়েলি ভূখণ্ডের অংশ বলে যুক্তি দেওয়ার জন্য বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে বাইবেলের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ২০১৭ সালে সিএনএনকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে হাকাবি বলেছিলেন, 'এমন কিছু শব্দ আছে যা আমি ব্যবহার করতে অস্বীকার করি। পশ্চিম তীর বলে কিছু নেই। এটি 'জুডিয়া' এবং 'সামারিয়া' (অঞ্চলটির বাইবেলে উল্লেখিত নাম)। মীমাংসা বলে কিছু নেই। তারা সম্প্রদায়, তারা প্রতিবেশী, তারা শহর। অধিগ্রহণ বলে কিছু নেই।' সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার তথ্যানুযায়ী, বিশ্বের অনেক দেশ পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকে আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন মনে করে, যদিও ইসরায়েল এতে বিরোধিতা করে।
বিশ্লেষকরা বলছেন, ফিলিস্তিনির সমস্যা সমাধানে ইসরায়েল প্রয়োজন ছিল উদার ভারসাম্যপূর্ণ মার্কিন নীতি। কিন্তু কট্টরপন্থি হাকাবিকে নিয়োগ দেওয়ায় বিদ্যমান পরিস্থিতি আরো জটিলতার দিকে গড়াতে পারে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.২৫মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৯মি.

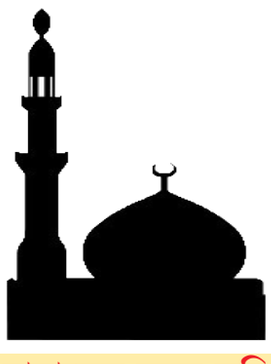

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.২৫	৫.৪৮
যোহর	১১.২৬	
আসর	৩.১৭	
মাগরিব	৪.৫৯	
এশা	৬.১২	
তাহাজ্জুদ	১০.৪১	

বিয়ের বাস নদীতে পড়ে পাকিস্তানে নিহত ১৪

আপনজন ডেস্ক: উত্তর পাকিস্তানের একটি বাস সিন্দু নদীতে পড়ে অন্তত ১৪ জন নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় নিখোঁজ রয়েছে আরো অনেক মানুষ। নিখোঁজদের অনেকেই মারা যেতেন পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। মঙ্গলবারউচ্চ গতিতে বাস চালানোর সময় চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে গিলগিত-বালতিস্তান অঞ্চলের কর্তৃপক্ষ। স্থানীয় গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, বাসটিতে প্রায় দুই ডজন যাত্রী ছিলেন।

প্রথম দিন থেকেই অভিবাসী তাড়ানোর মিশনে নামছেন ট্রাম্প

আপনজন ডেস্ক: হোয়াইট হাউসে পা দেওয়ার প্রথম দিনেই অবৈধ অভিবাসীদের ওপর চড়াও হতে পারেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।
অভিবাসীদের নিয়ে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, সেগুলোও বাতিল করবেন তিনি। তিনটি সূত্রের বরাতে দিয়ে সংবাদমাধ্যম রয়টার্স জানিয়েছে, ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশের ফলে অতীত অপরাধের সঙ্গে জড়িত নয়, এমন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার ক্ষমতা বাড়বে মার্কিন কেন্দ্রীয় অভিবাসন কর্মকর্তাদের। একই সঙ্গে মেক্সিকো সীমান্তে মার্কিন সেনার সংখ্যা বাড়ানো হবে এবং এই সীমান্তে প্রাচীর নির্মাণের কাজ পুনরায় শুরু হবে। গত কয়েক বছরে আমেরিকায় লাখ লাখ অভিবাসীকে বৈধভাবে প্রবেশের সুযোগ দিতে মানবিক প্রকল্প হাতে নিয়েছিলেন জো বাইডেন। নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে সেই প্রকল্প বাতিল করতে পারেন নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট। একই সঙ্গে ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও যেসব অভিবাসী যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন, তাদের স্বেচ্ছায় দেশটি ত্যাগ করতে উৎসাহ দেবেন ট্রাম্প। গাজা উপত্যকায় ইসরাইলের হামলা বন্ধের দাবিতে চলতি বছর যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ করেছিলেন শিক্ষার্থীরা। তাদের মধ্যে অনেক বিদেশি শিক্ষার্থীও ছিলেন। এসব ছাত্র-ছাত্রীসহ যেসব বিদেশি শিক্ষার্থী মার্কিন ভিসার শর্ত লঙ্ঘন করেছেন, তাদের স্বদেশে ফেরানোর বিষয়টিও অগ্রাধিকার তালিকায় থাকতে পারে।

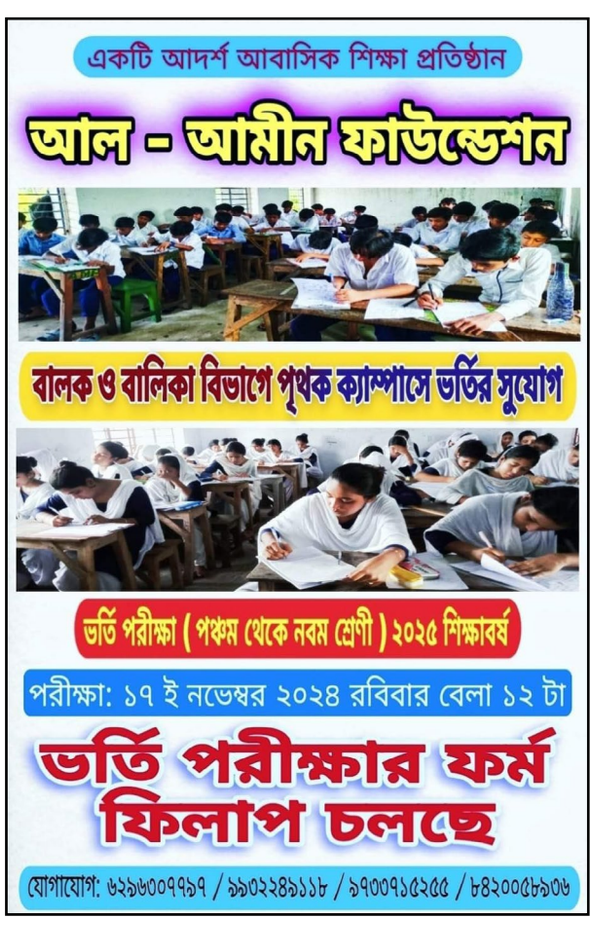

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৩০৭ সংখ্যা, ২৯ কার্তিক ১৪৩১, ১১ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

বিশ্বাস ও আস্থা

বিশ্বাস ও আস্থা–ছোট্ট এই দুইটি শব্দের গুরুভার আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে বিপুল ও বিশাল। বিশ্বাসের ব্যাপারে জন মিল্টন যেমন বলিয়াছেন, বিশ্বাস জীবনকে গতিময় করিয়া তোলে আর অবিশ্বাস করিয়া তোলে দুর্বিষহ।

প্রকৃত অর্থে 'বিশ্বাস' করিতে পারি বলিয়াই আমরা এক পায়ের উপর ভরসা করিয়া অন্য পা সামনের দিকে বাড়াইয়া দিতে পারি; কিন্তু আমাদের সামাজিক-রাজনৈতিক জীবন হইতে যদি বিশ্বাসের আয়নায় চিড় ধরিয়া যায়, তাহা হইলে সেইখানে ডাবল প্রতিবিম্ব তৈরি হয়।

আসলে বিশ্বাস করা সহজ; কিন্তু কাহাকে বিশ্বাস করা যায়, তাহা বুঝা কঠিন। আর বিশ্বাসে যদি কেহ অমর্যাদা করে, তাহা হইলে তিনি হইয়া পড়েন মোচড়ানো সাদা মসৃণ কাগজ–যাহাকে কোনোভাবেই আর সোজা সুন্দর রূপে ফিরাইয়া আনা সম্ভব হয় না। আব্রাহাম লিঙ্কন যেমন বলিয়াছেন, যে কাউকে বিশ্বাস করা বিপজ্জনক; কিন্তু সকলকে 'অবিশ্বাস' করা আরো অধিক বিপজ্জনক।

আমরা কি সেই 'অবিশ্বাস্য' বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইতেছি?

এই বিশ্বাস প্রসঙ্গে অনেকে বলেন, বিশ্বাস এত কঠিন জিনিস যে, একজন মানুষ কখনো-সখনো নিজেকেও নিজে বিশ্বাস করিতে পারে না। জিহ্বার নাকি দাঁতের উপর সকল সময় বিশ্বাস রাখিতে নাই। হঠাত্ কখনো জিভের উপর কামড় বসাইয়া দেয় দন্ত।

সাপুড়িয়া মনে করেন সাপকে তিনি পোষ মানাইয়াছেন; কিন্তু সাপ কি সাপুড়িয়াকে সুযোগ পাইলে কামড় দিতে কুণ্ঠিত হয়? সুতরাং বিশ্বাস বড়ই জটিল জিনিস। আবার বিশ্বাস না করিয়াও আমরা এক পা চলিতে পারিব না। আর এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন নিজেকে বুঝিয়া লওয়া। চারপাশ বুঝিয়া লওয়া। সজাগ রাখা নিজের ষষ্ঠ ইন্দ্রীয়কে, পরিস্থিতিকে সন্ধিবিচ্ছেদ করা। বুঝিয়া দেখা–যাহা হইতেছে, কেন হইতেছে? কার্যকারণ ছাড়া কিছুই হয় না। সাপকে রজ্জু মনে করা যেমন বিপজ্জনক, তেমনি রজ্জুকে সাপ ভাবিয়া ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়াটাও ক্ষতিকর।

ইহা সহজ কথা। আবার ইহাই অতি কঠিন কথা। সেই জন্যই কোনো কাজ করিবার পূর্বে গভীরভাবে ভাবিতে হইবে; কিন্তু সকলের কি ভাবিবার ক্ষমতা থাকে? থাকে না। আসলে অধিকাংশ মানুষই অধিক 'চিন্তা' করিবার ধীশক্তি রাখেন না। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করিবার যোগ্যতা রহিয়াছে খুব কম মানুষের।

এই জন্যই দার্শনিক ভলতেয়ার বলিয়াছেন, 'একজন মানুষকে উত্তরের চাইতে তাহার প্রশ্ন দ্বারা বিচার করো।' কারণ প্রশ্ন করিতে হইলে চিন্তাভাবনা করিতে হয়। চিন্তাভাবনা করা তো এত সহজ নহে। সম্ভবত এই সিংহভাগ মানুষের মনের কথা পড়িতে পারিয়াছিলেন খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর চীনা দার্শনিক লাওিস।

তিনি বলিয়াছেন, 'অত চিন্তাভাবনার কী আছে? চিন্তা বন্ধ করুন, দেখিবেন আপনার সমস্যাগুলিও উধাও হইয়া গিয়াছে।' কথাটি তিনি ব্যঙ্গার্থে বলিয়াছিলেন। কারণ আমরা 'চিন্তা' করিতে পারি বলিয়াই আমাদের অস্তিত্ব আছে। সুতরাং, চিন্তা না করিতে পারিলে নিজের অস্তিত্ব লইয়াই টানাটানি পড়িবে।

তবে অধিকাংশ মানুষই 'চিন্তাভাবনা' করিতে ভয় পায়। অসংখ্য মানুষের চেতনার জগত্ অবোধ শিশুদের কাছাকাছি। অবোধ শিশু যেমন জানে না, আগুনের শিখায় হাত দিলে হাত পুড়িবে; সে তো আগুনের উজ্জ্বল জ্যোতি দেখিয়া তাহা ধরিতে ব্যাকুল হইবেই। হাত না পোড়া পর্যন্ত শিশুকে কিছুতেই সেই আগুনের আকর্ষণ হইতে রোখা যাইবে না।

আবার কেহ কেহ আছেন যাহারা অভ্যাসদোষে আক্রান্ত। সেই যে প্রবাদে বলা হইয়াছে, 'অভ্যাস দোষ না ছাড়ে চোরে,/ শূন্য ভিটায় মাটি খোঁড়ে।' সুতরাং নিজেকে চিনিতে হইবে। বুঝিতে হইবে নিজের ওজন। আত্মবিশ্লেষণ করিয়া দূর করিতে হইবে অভ্যাসদোষ। কাজ করিতে হইবে বুঝিয়া এবং ভাবিয়া। না বুঝিয়া পা ফেলিলে কখনো-না-কখনো পদচ্যুতি ঘটিবেই।

আমেরিকার সঙ্গে ঝামেলা এড়াতে মোদি ট্রাম্প ঘনিষ্ঠতার দিকেই প্রধান নজর

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগের কথা। নির্বাচন সামনে রেখে ব্যাপক প্রচারণা চালাচ্ছেন রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। তখন ক্ষমতায় গেলে বিভিন্ন দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি করা পণ্যের ওপর চড়া শুল্ক আরোপ করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন তিনি। মূল হুমকিটা ছিল চীনকে নিয়ে। ভারত থেকে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রেও একই বার্তা দিয়েছিলেন তিনি।

ভারতের রপ্তানির সবচেয়ে বড় গন্তব্য যুক্তরাষ্ট্র। ওয়াশিংটনের শীর্ষ দুই বাণিজ্য অংশীদারের মধ্যেও রয়েছে নয়াদিল্লি। এরই মধ্যে নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিসের বিরুদ্ধে জয় পেয়েছেন ট্রাম্প। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তিনি যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন এবং অভিবাসনবিরোধী যেসব বক্তব্য দিয়ে এসেছেন, তাতে দুই দেশের সম্পর্ক ঘিরে নানা আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

নয়াদিল্লিভিত্তিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান কাউন্সিল ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্টের অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ধর বলেন, 'ট্রাম্প যেসব নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেগুলো যদি বাস্তবায়ন করা হয়, তাহলে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক আশঙ্কার মধ্যে পড়তে পারে। তিনি যদি প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণের লক্ষ্য নিয়ে পথচলা শুরু করেন, তবে সেটি ভারতের জন্য খুবই খারাপ একটা খবর হবে।'

বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞ এটা মনে করেন, ওয়াশিংটনে যে-ই ক্ষমতায় থাকুক না কেন, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক উন্নত হতে থাকবে।

তবে আশার একটি আলোও দেখছেন অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ধর। সেটি হলো, ট্রাম্পের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সুসম্পর্ক। যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কের পথে সম্ভাব্য যে বাধা দেখা যাচ্ছে, তা হয়তো এ দুই নেতার ঘনিষ্ঠতার কারণে কিছুটা হলেও কাটানো যেতে পারে।

বাণিজ্য শুল্ক

ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে গত বছর প্রায় ১২০ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য হয়েছিল। গত দশকে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ৯২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই মধ্যে ট্রাম্পের 'আমেরিকা ফার্স্ট' (আমেরিকা প্রথমে) নীতি দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

আমেরিকা ফার্স্ট নীতির লক্ষ্য হলো, দেশের ভেতরে কর কমিয়ে বিদেশ থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর শুল্ক বাড়ানো। আমদানি করা পণ্যের ওপর শুল্ক বাড়ালে যুক্তরাষ্ট্রে ওই পণ্যগুলোর দাম বাড়তে পারে। এতে ভারতের রপ্তানিমুখী প্রধান শিল্পগুলোর ওপর বড় ধাক্কা আসতে পারে। যেমন

ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি, গাড়ি ও ওষুধ খাত।

লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকসের বিশ্লেষকদের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আমেরিকা ফার্স্ট নীতি বাস্তবায়িত হলে ভারতের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর চীনের জিডিপির ক্ষতি হবে শূন্য দশমিক ৬৮ শতাংশ। বিশ্বজিৎ ধরের ভাষায়, 'যুক্তরাষ্ট্র আমাদের রপ্তানি পণ্যের সবচেয়ে বড় বাজার। তাই সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর তালিকায় থাকবে ভারত।'

ট্রাম্পের অভিবাসীবিরোধী নীতি ভারত যখন নতুন ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে শক্তিশালী সম্পর্ক গঠনের চেষ্টা করছে, তখন নয়াদিল্লি নতুন এক সমস্যার মুখে পড়তে যাচ্ছে বলে মনে করেন ভারতের জ্যেষ্ঠ কূটনীতিক অনিল ত্রিগুনায়াত। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র যখন বিশ্ব থেকে নিজেকে আরও বিচ্ছিন্ন করতে চাচ্ছে, তখন একই সময়ে বৈশ্বিকভাবে আরও অংশীদারত্ব বাড়াতে চাচ্ছে ভারত।

গত বছর থেকে যুক্তরাষ্ট্র-ভারত সম্পর্কে বড় একটি ধাক্কা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে একজন শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদীকে হত্যার চেষ্টা। ২০১৬ সাল থেকে ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রে এইচ-১বি ভিসাধারীরা শঙ্কার মধ্যে ছিলেন।

ট্রাম্পের অভিবাসীবিরোধী নীতি

ভারত যখন নতুন ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে শক্তিশালী সম্পর্ক গঠনের চেষ্টা করছে, তখন নয়াদিল্লি নতুন এক সমস্যার মুখে পড়তে যাচ্ছে বলে মনে করেন ভারতের জ্যেষ্ঠ কূটনীতিক অনিল ত্রিগুনায়াত। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র যখন বিশ্ব থেকে নিজেকে আরও বিচ্ছিন্ন করতে চাচ্ছে, তখন একই সময়ে বৈশ্বিকভাবে আরও অংশীদারত্ব বাড়াতে চাচ্ছে ভারত। গত বছর থেকে যুক্তরাষ্ট্র-ভারত সম্পর্কে বড় একটি ধাক্কা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে একজন শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদীকে হত্যার চেষ্টা। ২০১৬ সাল থেকে ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রে এইচ-১বি ভিসাধারীরা শঙ্কার মধ্যে ছিলেন।

এই ভিসার আওতায় দক্ষ বিদেশিরা যুক্তরাষ্ট্রের চাকরির বাজারে যুক্ত হন। গত বছর দেশটিতে সর্বোচ্চ ৭২ দশমিক ৩ শতাংশ এইচ-১বি ভিসাধারী ছিলেন ভারতীয়। আর চীনা নাগরিকদের এই ভিসা ছিল ১১ দশমিক ৭ শতাংশ।

২০১৫ সালে ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার আগের বছরে যুক্তরাষ্ট্রে এইচ-১বি ভিসা প্রত্যাখ্যান করার হার ছিল ৬ শতাংশ। ট্রাম্প ক্ষমতা গ্রহণের এক বছর পর ২০১৮ সালে সেই হার বেড়ে দাঁড়ায় ২৪-এ। ২০২০ সালে তা আরও বেড়ে হয় ৩০ শতাংশ। বিশ্বজিৎ ধরের মতে, যখন রাজনৈতিক বক্তব্যে অভিবাসন-সংক্রান্ত বিষয় জোরদার হয়, তখন ভারতীয় কর্মীদের আসন্ন প্রভাবের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

ট্রাম্প-মোদি সম্পর্ক ও চীন

বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞ এটা মনে করেন যে ওয়াশিংটনে যে-ই ক্ষমতায় থাকুক না কেন, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক বাড়তে থাকবে। নয়াদিল্লিভিত্তিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান অবজারভার রিসার্চ ফাউন্ডেশনের (ওআরএফ) স্টাডিজ অ্যান্ড ফরেন পলিসির ভাইস প্রেসিডেন্ট হর্ষ পান্ত বলেন, গত এক দশকে ট্রাম্পের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক এগিয়ে নিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। বর্তমানে মোদি এই সম্পর্ক থেকে সুবিধা পেতে পারেন। ট্রাম্পের সঙ্গে মোদির সম্পর্ক দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে সহায়তা করবে বলে মনে করেন কিংস কলেজ লন্ডনের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রভাষক ওয়াল্টার ল্যাডইউগও। তাঁর এবং গবেষণাপ্রতিষ্ঠান উইলসন সেন্টারের সাউথ এশিয়া ইনস্টিটিউটের পরিচালক মাইকেল কুগেলম্যানের মতে, ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট থাকাকালে গণতান্ত্রিক সূচকে ভারতের পিছিয়ে যাওয়া এবং দেশটির সংখ্যালঘু অধিকারের মতো বিষয়গুলোর ওপর কম নজর দেওয়া হবে।

এদিকে রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে। ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যেও চলতি বছর দুই দেশের মধ্যে রেকর্ড পরিমাণ–৬৫ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য হয়েছে। যুদ্ধে মস্কোকে সহায়তার অভিযোগে সম্প্রতি ভারতের বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। তবে ধারণা করা হচ্ছে, ট্রাম্প ক্ষমতায় বসার পর রাশিয়া নিয়ে ভারতের ওপর মার্কিন চাপ কমবে।

ট্রাম্প যদিও বারবারই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের পক্ষে কথা বলেছেন। মস্কোকে সামরিকভাবে মোকাবিলার চেয়ে কূটনৈতিকভাবে মোকাবিলাকে গুরুত্ব দেন তিনি। মাইকেল কুগেলম্যানের মতে, বিগত বছরগুলোয় রাশিয়াসহ যেসব বিষয়ে উত্তেজনা ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ককে শীতল করেছিল, তা কমতে পারে।

চীনকে ঘিরেও ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক ভালো হতে পারে। দুই দেশেই প্রতিদ্বন্দ্বী চীন। এ ছাড়া এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে দিন দিন নিজেদের উপস্থিতি জোরদার করছে বেইজিং। এমন পরিস্থিতিতে চীনকে সামলাতে ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি হাত মেলাতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

শঙ্কাও আছে

গত বছর থেকে যুক্তরাষ্ট্র-ভারত সম্পর্কে বড় একটি ধাক্কা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে একজন শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদীকে হত্যার চেষ্টা। মার্কিন কৌঁসুলিদের দাবি, ওই হত্যাচেষ্টার পেছনে হাত ছিল ভারতীয় গোয়েন্দাদের। এ ঘটনায় সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে ভারতের একজন সাবেক গোয়েন্দাকে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

মাইকেল কুগেলম্যানের মতে, ট্রাম্প নিজেকে একজন জাতীয়তাবাদী হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকেন। রাশিয়া, চীন বা বাণিজ্যের মতো বিষয়গুলো ওয়াশিংটন-নয়াদিল্লি সম্পর্কে বাধা না হয়ে দাঁড়ালেও হত্যাচেষ্টার অভিযোগ নিয়ে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিতে পারে।

তবে ওআরএফের স্টাডিজ অ্যান্ড ফরেন পলিসির ভাইস প্রেসিডেন্ট হর্ষ পান্তের মতে, 'ভারত যদি জো বাইডেন সরকারের আমলে এই সংকট সামাল দিতে পারে, তাহলে ট্রাম্পের আমলে তা আরও ভালোভাবে সামলাতে পারবে।'

আর কূটনীতিক অনিল ত্রিগুনায়াত বলেন, 'আজকের দিনে অধিকাংশ কূটনীতিই হয় দুই দেশের শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে। ট্রাম্পের সঙ্গে মোদির ভালো সম্পর্কের ওপর ভর করে বাধা কাটিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত।'

শিশু দিবস ও বড়দের ভাবনা বা দায়িত্ব

পাভেল আখতার

গার্হস্থ্য হিংসা বা অশান্তি একটি কোমল শিশুর মনে গভীরভাবে দাগ কাটে। নিত্যদিনের ই গার্হস্থ্য হিংসা বা অশান্তি যে মোটের উপর ঘরের শিশুটিকে, তার ভেতরের সুকোমল সত্তাটিকে ভেঙেচুরে একেবারে শেষ করে দেয়। শিশু যেমন গভীর ও অনাবিল স্নেহ-মমতার কাঙাল, তেমনই সে বুভুক্ষু সেই স্নেহ-মমতানিবিড় দুটি শক্ত বাহু'র মধ্যে নিহিত নিরাপত্তার--বিদ্যমান গার্হস্থ্য হিংসা ও অশান্তির পরিমণ্ডলে যে দুটো বস্তুরই কার্যত দফারফা হয়ে যায়। এই তিক্ত ও ক্ষয়িষ্ণু দাম্পত্যের সুদূরপ্রসারী অভিঘাত ক্ষতবিক্ষত একটি নিষ্পাপ শিশু যখন বহন করে চলে, যা যথাযথভাবে একজন সুস্থ ও সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার পথে কীভাবে অজস্র কাঁটা বিছিয়ে দেয়, সেটা কি একটু সতর্ক ও সংবেদনশীল হয়ে ভাবা উচিত নয়? কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য শিশুর জন্য 'বাসযোগ্য একটি পৃথিবী' রচনার যে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিলেন তা বাইরের পৃথিবী। তার আগে, আপন গৃহের অভ্যন্তরে যে 'ক্ষুদ্র অথচ বৃহৎ পৃথিবী'র অস্তিত্ব বর্তমান, তাকেই সব আগে বাসযোগ্য করে তোলার গুরুত্ব অনুধাবন করা জরুরি।

শিশু ও কিশোরদের নিয়ে 'বড়দের আক্ষেপ'-এর শেষ নেই। তারা পড়াশুনা করে না, সবসময় মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত থাকে। হরেক গেম খেলে। নানা 'অতিমানবদের' নিয়েই তাদের 'জগৎ' তৈরি হয় ও তাতেই তারা বিচরণ করে। তারা মোবাইল বা টিভিতে কার্টুন দেখে। কিন্তু, 'আক্ষেপ' বা 'দুঃখ' যা-ই বলা যাক, দিনান্তে সবই 'দায়বদ্ধতা' বর্জিত অসার অভিব্যক্তি। আজকের শিশুরা বর্ধিত হচ্ছে নিঃসঙ্গতার বিষাদবলয়ে। বাড়ির 'বড়'রা তাদের 'সময়' দেয় না। নিজেরাও হয় কাজের জগতে বিভোর, নয়তো তারাও মোবাইলে আসক্ত।

এমনিতেই একান্নবর্তী পরিবার বলতে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। ছোট্ট গৃহ-পরিসরে একটি শিশুর সবচেয়ে বড় প্রয়োজন বড়দের 'মরমী সান্নিধ্য'। তার সঙ্গে নিরন্তর কথা বলা, গল্প বলা, খেলা করা ইত্যাদি। এসব কতটা হয় তা প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়। উপরন্তু, তাদের অপর্যাপ্ত চাপল্য 'বিরক্তিকর' বোধ হওয়ায় ধরিয়ে দেওয়া হয় ওই মুঠোফোনটি, যাতে নিশ্ছিদ্র 'আত্মসুখ' উদযাপিত হতে পারে, যা পরবর্তীকালে 'চমৎকার আক্ষেপ'-এর কেন্দ্রবিন্দু হবে!

চোখের সামনে শিশুরা যদি বড়দেরকেই মোবাইলে আসক্ত হতে দেখে--তারা আরও দেখে যে, বাড়িতে বই বা পত্রপত্রিকা কেউ ছুঁয়েও দেখে না, তাহলে তাদের অভ্যাস ও আচরণ ভিন্নতর হবে কোন যুক্তিতে? তাদের নৈতিক চরিত্র, সামাজিকতার বোধ এসবও যে ঠিকঠাক গড়ে উঠছে না তারও নেপথ্য কারণ বিশ্লেষণ করলে বল কিন্তু নিজেদের কোর্টেই এসে পড়বে! সবচেয়ে সমস্যা হচ্ছে, বড়রা ক্রমান্বয়ে এইসব ভাবনা ভাবা থেকেও 'ছুটি' নিচ্ছেন! নিজেদের 'পরিবর্তিত' করার পরিবর্তে কেবল ওই 'আক্ষেপের বিলাসিতায়' মগ্ন হয়ে থাকলে বড়দের তেমন 'ক্ষতি' কিছু নেই, কিন্তু....!

মোবাইল বা টিভিতে আজকের শিশুরা কার্টুনের প্রতি ভীষণভাবে আসক্ত হওয়ার ফলে তাদের ভাষায় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে হিন্দি শব্দ ও বাক্যের আধিক্য। শিশুর কথা মধুর চেয়েও মিষ্টি, তাই শুনতে মন্দ লাগে না, কেবল শিশু বলেই। কিন্তু মাতৃভাষাটা ভালভাবে শেখা শুরুর সময় শৈশবকাল বলে তাদের অপাপবিদ্ধ অনুকরণ-প্রবণতাকে প্রতিহত করার নিষ্ফল চেষ্টা না-করে যখনই তাদের মুখে হিন্দি শব্দ উচ্চারিত হবে তখনই তার বাংলাটা বলে দেওয়া দরকার। অজান্তেই রপ্ত করা শিশুর অন্য ভাষায় কথা বলার অভ্যাস স্থায়ী হয় না, যদি বাড়িতে বাংলার চর্চা থাকে। এখানেই হতাশার ছবি প্রকট। যেসব বাঙালি বাংলা চর্চা বিসর্জন দিয়েছেন বা দিচ্ছেন তাদের এই বাংলার চর্চা-অনীহার ছিদ্রপথ দিয়েই প্রবিষ্ট 'অন্য ভাষা'র আগ্রাসন সহজতর হবে। দ্বিতীয়ত, হিন্দি কেন, কোনও ভাষার প্রতিই বিদ্বেষ দিয়ে মাতৃভাষা সুরক্ষিতও হয় না, আর তার গৌরবও প্রতিষ্ঠিত হয় না। সেজন্য শুধু প্রয়োজন মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ ও তার নিবিড় অনুশীলন।

শিশুদের নাচের প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানগুলিতে জিমন্যাস্টিকের মুদ্রায় যেভাবে শিশুগুলিকে নৃত্য করতে দেখা যায় তা ভয়াবহ। সামান্য এদিক ওদিক হলেই মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা থেকে যায়। বিচারকদের চোখেমুখেও ভয়ের অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে। অথচ, নাচ শেষ হলে অনেকের মতোই তাঁরাও সানন্দে হাততালি দিতে শুরু করেন। প্রশংসায় ভরিয়ে দেন। প্রশংসাবাক্য উচ্চারিত হয় যেমন নাচের জন্য তেমনিই শিশুর সাহসের জন্য। বাহ, চমৎকার! ফুলের মতো কোমল একটি শিশু 'ভয়' কী বস্তু তা বোঝে। সে মেঘের গর্জনে ভয় পায়, ভৌতিক দৃশ্যে, তার কল্পনায় বা স্বপ্নে ভয় পায় ইত্যাদি। কিন্তু, 'সাহস' কী বস্তু তা তার জানার কথা নয়। যেটাকে শিশুর 'সাহস' নামে অভিহিত করা হচ্ছে তা আসলে 'বড়দের' নির্দেশে ও পরিচালনায় একটি 'যন্ত্রের নড়নচড়ন' মাত্র। 'বড়দের আনন্দ বা বিনোদন'-এর বিকৃত বাসনার কাছে শিশুর ভূমিকা এখানে যন্ত্রবৎ। ধিক্কারযোগ্য এই অপপ্রয়াস! বড় অকালে চলে গেলেও আমাদের প্রিয় কবি তাঁর অন্তরাত্মার আলোড়ন থেকে অমোঘ উচ্চারণটি করে যেতে ভুলে যাননি। কী সেই উচ্চারণ? অগণিত 'জঞ্জাল' সরিয়ে পৃথিবীকে নবজাতকের জন্য 'বাসযোগ্য' করে যাওয়ার অঙ্গীকারের উচ্চারণ। কখনও কি ভেবে দেখেছি, কত মহার্ঘ সেই উচ্চারণ বা ঘোষণা? 'বড়'র মধ্যে যে পঙ্কিলতা, 'মানবতা' নামক শব্দটিকে কলঙ্কিত করে তোলার নিদারুণ প্রচেষ্টা, সে যদি তার শৈশবে বা ওই ক্রমশ 'বড়' হয়ে ওঠার দিনগুলিতে মানবতার পাঠ ঠিকমতো পেত, তাহলে কি 'মানুষ' হিসেবে নিজেই নিজের মৌলিক পরিচিতিটাকে কলঙ্কিত করতে ব্যগ্র হয়ে উঠত? মাতাল মত্ত অবস্থায় কি কি করে তা সে বুঝতে পারে না। 'স্বাভাবিক' হয়ে উঠলে যখন তার কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করা হয় তখন সে লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে চায়। কিন্তু তাই বলে কি ততক্ষণে যা যা হয়ে গিয়েছে সেসব মিথ্যে হয়ে যায়, না তার ফলাফল নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়? কোনওটাই হয় না। ফলে, প্রয়োজন হ'ল মাতাল হওয়ার সুযোগটাই বিনষ্ট করা।

একটি শিশু যখন বড় হচ্ছে আদরে ও সোহাগে, তখনই একটু একটু করে তার অন্তর্গত সত্তায় সঠিক মূল্যবোধের শিক্ষা, নৈতিকতা ও মানবতার পাঠ সঞ্চারিত করে দেওয়া প্রয়োজন। চোখের সামনে বিপন্ন মানুষটিকে দেখেও সন্তর্পণে শিশুটিকে টেনে নিয়ে যদি ঘরের পথে পা-বাড়ানো হয়, তাহলে সে শিখল যে এই অবস্থায় এটিই করণীয়। সাহায্যের জন্যে হাত প্রসারিত করা ব্যক্তিটিকে উপেক্ষা করলে সে শিখবে যে এটিই আদর্শ কর্মপন্থা। অতএব, শিশুকে ভাল খাদ্য, ভাল বস্ত্র বা আরও অনেক 'ভাল' কিছু দেওয়ার চেয়ে তার 'উত্তম চরিত্র' গঠন করা, তাকে 'যথার্থ মানুষ' করে গড়ে তোলা পিতামাতার দিক থেকে সবচেয়ে ভাল কাজ। এই জরুরি কাজটি বিস্মৃত হওয়ার অনিবার্য পরিণতি এড়ানো মুশকিল।

শুধু 'বড়' হলেই হয় না, 'ছোট'-কে কীভাবে বড় করা হচ্ছে, তার উপর ভিত্তি করেই 'বড়'র যথার্থ 'বড়ত্ব' প্রমাণিত হয়।

প্রথম নজর

বিড়ি শ্রমিকদের ৩৫ টাকা মজুরি বৃদ্ধি

এ এ আনসারী ● মেমারি

আপনজন: নির্বাচনী প্রচারে বার বারই এসেছে বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি প্রসঙ্গ। কিন্তু ভোটপর্ব মিটতেই সে সব প্রতিশ্রুতি ভুলেছেন সব পক্ষ। শেষমেশ দীর্ঘ টালবাহানার পর এ বার সেই বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি বাড়তে চলেছে গোটা রাজ্য জুড়ে। ইতিমধ্যে মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বীরভূম, পুরুলিয়া, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুরে বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি বেড়েছে। এবার পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি ১ ব্লকের বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি হলো। বুধবার মেমারি-১ পঞ্চায়েত সমিতির মিটিং হলে ব্লকের সমস্ত বিড়ি শ্রমিক ও বিড়ি মালিক পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করা হয়। জানা যায় পূর্বের মজুরি ১৭০টাকা পরিবর্তে ২০৫ টাকা করা হল। মাত্র ৩৫ টাকা মজুরী বৃদ্ধি হলো ১০০০ বিড়ি বাঁধার জন্য। মিটিং আরও সিদ্ধান্ত হয় মালিক পক্ষ বিড়ির বাঁধার গুণগত মান যাচাই করে নেবেন এক্ষেত্রে।

সভায় উপস্থিত ছিলেন মেমারি এক ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শতরূপা দাস, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিকাশ হাঁসদা সহসকল কর্মাধ্যক্ষ গণ।

সূত্র মারফৎ জানা যায় মেমারি বিধানসভার বিধায়ক মধুসূদন ভট্টাচার্য্য ও পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ নিত্যানন্দ ব্যানার্জী উভয়েই প্রশাসনকে বারবার চিঠি দিয়ে মজুরী বৃদ্ধির কথা বলেন।

এদিকে স্থানীয় বিড়ি শ্রমিকদের সাথে কথা বলে জানা যায়, সার দিন রাত পরিশ্রম করে সামান্য টাকার বিনিময়ে বিড়ি বাঁধার কাজ করে তারা সংসার চালানোর তাগিদে। ভোটে আসে ভোট যায়, মেলে শুধু প্রতিশ্রুতি অবশেষে ৩ বছর পর মজুরী বৃদ্ধি করা হলো, তাও মাত্র ৩৫ টাকা। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সাথে আর একটু বেশি হলে ভাল হতো।

স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুন করলেন স্বামী!

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: বছর কয়েক আগে সামাজিক মাধ্যমে পরিচয় হয়েছিল। সেখান থেকে প্রেম, তারপর বিয়ে। বিয়ের তিন বছর পার হতে না হতেই স্ত্রীর গলা টিপে শ্বাসরোধ করে প্রাণে মারার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। মৃতার নাম খুশি সরকার (১৮)। বুধবার সকালে মুর্শিদাবাদ থানার তেঁতুলিয়া শিবতলা এলাকায় ওই গৃহবধূর দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। পরিবার সূত্রে খবর, সামাজিক মাধ্যমে হরিহরপাড়া থানার সাহিল শেখের সঙ্গে পরিচয় এবং সেখান থেকে প্রেম করে বিয়ে হয় মুর্শিদাবাদ থানার তেঁতুলিয়া ঘোষপাড়ার খুশি সরকারের। বিয়ের পর তেঁতুলিয়া শিবতলা এলাকায় বাড়ি তৈরি করে থাকত তারা।

অভিযোগ, মঙ্গলবার রাতে পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক সাহিল শেখ খুশিকে মারধর করে। বুধবার সকালে প্রতিবেশীরা রাজমিস্ত্রি কাজের জন্য সাহিলকে ডাকতে আসলে বাড়িতে তালা বন্ধ দেখা যায়। সন্দেহের বশে জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে প্রতিবেশীরা গৃহবধূ খুশি সরকারের দেহ পড়ে থাকতে দেখে। খুশির বাবার বাড়ির লোকজন উপস্থিত হয় সেখানে। খবর দেওয়া হয় মুর্শিদাবাদ থানায়। পুলিশ গিয়ে দরজা ভেঙে দেহ উদ্ধার করে লালবাগ হাসপাতালে নিয়ে যায়, সেখানে ওই গৃহবধূকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। ঘটনায় মুর্শিদাবাদ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে মৃতার পরিবার।

গলা টিপে শ্বাসরোধ করে খুশিকে খুন করার অভিযোগ খুশির স্বামী সাহিলের বিরুদ্ধে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মাদ্রাসায় কমিউনিটি টয়লেটের শিলান্যাস

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: তৃণমূলের জেলা পরিষদের কৃষি সেচ ও সমবায় কর্মাধ্যক্ষ রবিউল ইসলামের উদ্যোগে বুধবার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের রনিয়া বাড়ি মুড়াগাছি মাদ্রাসায় কমিউনিটি টয়লেটের শিলান্যাস করা হল। জেলা পরিষদের পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হবে এই কমিউনিটি টয়লেট বলে জানান রবিউল। ফিতা কেটে ও নারিকেল ফাটিয়ে এই শিলান্যাস করা হয়। রবিউল বলেন,এই মাদ্রাসার সঙ্গে আমার সম্পর্ক দীর্ঘ দিনের। মাদ্রাসা কমিটি আমার কাছে একটি কমিউনিটি টয়লেটের দাবি করেছিলেন। কথা দিয়েছিলাম। কথা রাখলাম।

দুর্ঘটনার পরেও বিদ্যুতের খুঁটি রেখে চলছে ফ্লাইওভারের কাজ

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: দুর্ঘটনার পরেও হুঁস ফিরেনি জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের। সার্ভিস রোডের ধারে তিনটি বিদ্যুতের খুঁটি রেখে চলছে ফ্লাইওভার নির্মাণের কাজ। এতে চলাচলে সমস্যায় পড়েছেন গাড়িচালক ও পথচারীরা। এর ফলে হরিশ্চন্দ্রপুরগামী নবনির্মিত ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও।

শনিবার ভোরে জাতীয় সড়কে ফ্লাই ওভার থেকে অদূরে কাবুয়া রোড এলাকায় কালি মন্দিরের সামনে তুলসীহাটার তিন পথচারীর মৃত্যু হয়েছে পিক আপ ভ্যানের ধাক্কায়। জাতীয় সড়কের উপরে ভবানীপুর চৌরাস্তার মোড়ে হচ্ছে ফ্লাইওভার। যানবাহন চলাচলের সুবিধার্থে ফ্লাইওভারের দু'পাশে হচ্ছে সার্ভিস রোড।

ফ্লাইওভারের পাশে দক্ষিণ দিকে পুরনো ৮১ নম্বর জাতীয় সড়কটিকে সার্ভিস রোড হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু সেই রোডের গা ঘেঁষে এখনও রয়ে গিয়েছে বিদ্যুতের তিনটি খুঁটি। এক কংক্রিটের ও দুটি লোহার। খুঁটি তিনটির জন্য রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। ঘটছে দুর্ঘটনাও। স্থানীয় বাসিন্দা ও গাড়ি চালকরা খুঁটিগুলিকে সরানোর দাবি তুলেছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা বিনোদ গুপ্তা বলেন,খুঁটি দুটির কারণে একসঙ্গে দুটি গাড়ি যাওয়া- আসা করতে পারে না। রাতে খুঁটিতে ধাক্কা লেগে যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। আমার একদিন বাইকটি লোহার খুঁটিতে ধাক্কা লেগে যায়। প্রায়শই ঘটছে দুর্ঘটনা। রবিবার তুলসীহাটায় মৃতের পরিবারদের সমবেদনা জানাতে চাঁচল মহকুমা শাসক সৌভিক মুখোপাধ্যায়, হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের বিডিও সৌমেন মন্ডল, হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিৎ সরকার ও রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন আসলে এই বিষয়টি সরজমিনে নিয়ে গিয়ে তাদেরকে দেখিয়েছি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত খুঁটিগুলো ওইভাবে রয়েছে।

জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের মালদহ ডিভিশনের সহকারী বাস্তুকার দিগন্ত কুণ্ডু বলেন অধিগৃহীত জমির উপরে সড়ক ও ফ্লাইওভারের কাজ চলছে। আর জমি নেই। রাস্তার পাশে যাঁদের জমি রয়েছে তাঁরা খুঁটি বসাতে দিচ্ছেন না। তাই এতদিন ধরে খুঁটি তিনটি রয়েই গিয়েছে। শীঘ্রই জমি মালিকদের সঙ্গে আলোচনা করে জায়গা নিয়ে খুঁটি দুটি সরানো হবে।

ঠিকা সংস্থার গাফিলতিতে নষ্ট হচ্ছে সদ্য নির্মিত পথশ্রীর রাস্তা

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: সেচ দপ্তরের ঠিকাদারদের গাফিলতিতে নষ্ট হচ্ছে সদ্য নির্মিত পথশ্রী প্রকল্পের পিচ রাস্তা। এর ফলে গোটা বর্ষাকাল ধরে সমস্যায় পড়েছেন এলাকার হাজার হাজার মানুষ। বিষয়টি নিয়ে ঠিকাদারি সংস্থার কাছে জানালে তারা কাজের শুরুতে ঠিক করার কথা বলেছিলেন। তবে এখন আর ধরা-ছোঁয়া দিচ্ছে না বলে অভিযোগ। এদিকে বিষয়টিতে নজর নেই কোনো সরকারি আধিকারিকের। ফলে গোটা বর্ষাকাল ভোগান্তিতে কাটিয়েছেন গলিগ্রাম, মনোহর সুজাপুর, রামপুর ও হরিপুর এই চারটি গ্রামের সাধারণ মানুষ।

বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই পঞ্চায়েত মন্ত্রীকে ফোনে জানানো হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, পথশ্রী রাস্তাটি আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনুক ঠিকাদারি সংস্থা।

স্থানীয় বাসিন্দা সাইফুদ্দিন মল্লিক বলেন, গলসির গলিগ্রাম ও রামপুরের সেচ ক্যানালের লকগেটে কাজ করছে একটি বেসরকারি ঠিকাদারি সংস্থা। মাঠে জলসেচের পাইপ বসাতে গিয়ে দুই জায়গায় পিচ রাস্তার অংশ কেটেছে ঠিকাদার। ঠিকাদারের ম্যানেজারকে মাটি পরিষ্কার করার জন্য বারবার বলা হলেও প্রথমে ঠিক করে দেবেন বলে জানান। এখন বলছে, সেচ দপ্তর অনুমতি না দিলে কিছু করবেন না।

ঠিকাদার নিজেদের সুবিধার্থে তিনশো ফুট পিচ রাস্তা কাদা-মাটিতে ঢেকে দিয়েছে। ফলে বর্ষার জল হলেই ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত অসম্ভব হয়ে পড়ছে। সরকারি কাজ করতে এসে মানুষকে সমস্যায় ফেললে এর জবাব কে দেবে? আমরা কাজের সময় কষ্ট সহ্য করেছি, এখন কাজ শেষ হলে আমাদের সমস্যায় ফেলছেন কেন?

এলাকার বাসিন্দা মোনজ ঘোষ বলেন, রাস্তাটি ভালোই ছিল। ঠিকাদার দুটি পাইপ বসাতে গিয়ে দুই জায়গায় রাস্তা কেটেছিল। সেই কাটার মাটি গোটা রাস্তায় পড়ে আছে। আমরা বারবার বললেও কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। কি করব? এবার লোকজন নিয়ে আন্দোলনে নামতে হবে। শিক্ষক এমাদাদুল মল্লিক বলেন, আমার মতো অনেকেই এই রাস্তায় যাতায়াত করেন। রাস্তাটি খুব ছোট, সময় সাশ্রয় হয়। তাছাড়া এই রাস্তাটিতে কোনো ঝুঁকি নেই। সেচ দপ্তরের ঠিকাদারি সংস্থার গাফিলতির কারণে আমাদের রাস্তাটি নষ্ট হয়ে গেছে। গোটা বর্ষাকাল আমরা যাতায়াত করতে পারিনি। আমরা সরকারকে বিষয়টি দেখার জন্য অনুরোধ করছি।

বিষয়টি নিয়ে ঠিকাদারি সংস্থার ইঞ্জিনিয়ার ইন্দ্রজিৎ মাহতির সাফ কথা, আমরা সেচ দপ্তরের অনুমতিতেই কাজ করেছি। এখন সেচ দপ্তর বললে তবেই আমরা রাস্তা ঠিক করব। স্থানীয়রা কোথায় জানাবে বললে তিনি বলেন, তারা সেচ দপ্তরে জানাক।

অভিষেকের সাহায্য পেল বড়ঞার অসহায় পুরোহিত পরিবার

রঙ্গিলা খাতুন ● কান্দি

আপনজন: পেরিবারের অসহায় অবস্থার কথা অভিষেক ব্যানার্জিকে জানানোর পড়েই, ব্লক নেতৃত্বকে পাশে পেল বড়ঞার এই পুরোহিত পরিবার। কলকাতার ধর্মতলায় একুশে জুলাইয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর বার্তা শুনতে গিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদের বড়ঞা ব্লকের পেটারি গ্রামের বাসিন্দা অলক আচার্য্য, আর সেই সভা মঞ্চ থেকেই অভিষেক ব্যানার্জি, নিজের নাম্বার ছড়িয়ে দিয়ে সকলকে জানাই এক ডাকে অভিষেক সবার কাছে পৌঁছে যাবে শুধু একটি ফোন কল করলেই... আর এবার সেই নাম্বারে ফোন ফোন করার পরেই মায়ের শ্রাদ্ধের ২ দিন আগেই মৃত বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছাল অভিষেকের দূত। উল্লেখ্য, দুইদিন আগেই ক্যান্সার আক্রান্ত এক রোগীর বাড়িতে হঠাৎ হাজির হয়েছিলেন অভিষেক ব্যানার্জির প্রতিনিধি তথা বড়ঞার তৃণমূল নেতা মাহে আলম। চোখ ভরা জল নিয়ে অভিষেকের সাহায্য পেয়ে মুখে হাসি ফুটেছিল বছর ৭০ এর বৃদ্ধ পঙ্কজ ঘোষের। আজ ফের দেখা গেলো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে তৃণমূল নেতা মাহে আলমকে অসহায় এই পুরোহিত এর মায়ের শ্রাদ্ধের দুইদিন আগেই শ্রাদ্ধের সমস্ত সরঞ্জাম থেকে অভিষেক ব্যানার্জির পক্ষ থেকে পাঠানো নগদ দশ হাজার টাকা ভর্তি খাম হাতে তুলে দিতে।

মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা ব্লকের প্রতন্ত এলাকা সাহোড়া অঞ্চলের পেটারি গ্রামের অসহায় ওই পুরোহিত পরিবারের পাসে দাঁড়াতে এদিন মাহে আলমের সঙ্গে থাকতে দেখা যায় ওই পঞ্চায়েতের প্রধান, অঞ্চল সভাপতি থেকে পঞ্চায়েত সদস্য ও দলের কর্মীদের

পেটারি গ্রামে বাসিন্দা পুরোহিত আলোক আচার্য্য -জানান দীর্ঘদিন ৮ দিন আগে অসুস্থতার কারণে তার মা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে কিন্তু বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে ও আর্থিক সংকটে থাকায় ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

বৈদ্যুতিক খুঁটিতে ধাক্কা মারল বাস, আহত ৫ জন

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: দ্রুত গতিতে বৈদ্যুতিক খুঁটিতে ধাক্কা মেরে রাস্তার পাশে থাকা একটি দোকানে ঢুকে পড়ে একটি যাত্রীবাহী বাস। বাসটি বর্ধমান শহর থেকে আরামবাগ শহরের দিকে যাচ্ছিল। দ্রুতগতিতে স্পিড ব্রেকার পেরুতে গিয়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এলাকাবাসী সরোজ মণ্ডল, বিনোদ বিশ্বাসসহ অন্যান্যরা জানান, দ্রুত গতির যাত্রীবাহী বাসটি স্পিড ব্রেকার পেরিয়ে বৈদ্যুতিক খুঁটিতে ধাক্কা মারে এবং পরে দোকান ঘরে ঢুকে যায়। পাঁচজন মহিলা গুরুতর আহত হন। তাদের নাম লক্ষ্মী মুদি, রিজিয়া সুলতানা, নার্গিস পারভীন, সোহাগিনী টুডু ও হরি রুইদাস। খণ্ডঘোষ ও রায়না থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। এলাকাবাসীরা অভিযোগ করেন, বর্ধমান-আরামবাগ রাজ্য সড়কে দ্রুতগতিতে বাস চলাচলের ফলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে।

সাগরে ৩১ জন পড়ুয়ার ট্যাবের টাকা উধাও!

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● সাগর

আপনজন: এবার ট্যাব দুর্নীতির হদিশ সাগরে।এবার সাগরের একটি স্কুলের ৩১ জন ছাত্রছাত্রীর ট্যাবের টাকা তুলে নিল প্রতারকরা।আর এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সাগর থানার পুলিশ।অভিযোগ, দ: ২৪ পরগনার সাগরের মহেন্দ্রগঞ্জ হাইস্কুলের ৩১ জন ছাত্রছাত্রীর ট্যাবের টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। স্কুলের ১৬৬ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৩১ জন ছাড়া বাকি প্রত্যেকেই ট্যাবের টাকা পেয়ে গেছেন। দেখা যায়, ৩১ ছাত্রছাত্রীর টাকা অন্য অ্যাকাউন্টে চলে গিয়েছে।মঙ্গলবার সাগর থানাতেই লিখিত অভিযোগ দায়ের করে স্কুল কর্তৃপক্ষ।আর তার পরেই তদন্তে নামে সাগর থানার পুলিশ। এই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শ্যামল বালা বলেন, আমাদের স্কুলের ৩১ জন ছাত্র ছাত্রীর টাকা তুলে নিয়েছে প্রতারকরা।সাগর থানায় অভিযোগ দায়েরের পরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা শিক্ষা পরিদর্শকের কাছে।তবে সাগর থানার অভিযোগের ভিত্তিতে সুন্দরবন জেলা পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এই ঘটনার সূত্রপাত দিন কয়েক আগে। অভিযোগ ওঠে, বর্ধমানের বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়াদের মধ্যে সি এম এস হাই স্কুলের ২৮ জন পড়ুয়ার টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে না ঢুকে অন্যত্র চলে গিয়েছে। এই বিষয়ে স্কুলের তরফে বর্ধমান সাইবার থানায় অভিযোগ জানালে তদন্ত শুরু হয়। আর সেখানে দেখা যায় স্কুলের পড়ুয়াদের টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে না ঢুকে ভিন রাজ্যের অ্যাকাউন্টে চলে গিয়েছে।আর তাঁর পরে অভিযোগের ভিত্তিতে সাইবার শাখার পক্ষ থেকে তদন্ত শুরু হয়। এর পর অন্যান্য জেলা থেকেও একই অভিযোগ ওঠে। রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের নজরে পড়ে বিষয়টি।

ট্যাব তদন্তে মালদহে বর্ধমানের পুলিশ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: আবারো মালদহে বর্ধমানের সাইবার থানার পুলিশ। আরারো সাইবার থানার হানা ট্যাব কেলেঙ্কারিতে পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ মালদাহের বৈষ্ণবনগর থানার এলাকায় । ইতিমধ্যেই প্রায় ১২ ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর হাসেন শেখের পর আবার বৈষ্ণব নগরের চারজনকে গ্রেপ্তার করে ।পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে ধৃতরা হলেন রকি শেখ, পিন্টু শেখ, শ্রবন সরকার ও জামাল শেখ । রকি এবং পিন্টু বৈষ্ণবনগর থানা চকসেহেরদী গ্রামের বাসিন্দা ও শ্রবণ সরকার এবং জামাল শেখ কৃষ্ণপুর এলাকার বাসিন্দা। ধৃতদের প্রত্যেকেরই সাইবার ক্যাফে রয়েছে। মঙ্গলবার রাত্রে শ্রবণ জামাল এবং পিন্টুর বাড়িতে হানা দিয়ে পুলিস তাদের আটক করে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য বৈষ্ণবনগর থানায় নিয়ে আসে। রাতভর জিজ্ঞাসাবাদ এর পর তাদের গ্রেপ্তার করে বর্ধমান সাইবার থানার পুলিশ রাতেই তাদের বর্ধমানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। বর্ধমান জেলা পুলিশ ইতিমধ্যেই রকি এবং ধৃত অন্যান্যদের বাড়ি থেকে প্রায় ১৫টি পেনড্রাইভ, ল্যাপটপ, কম্পিউটারের হার্ড ড্রাইভ, ডায়েরী, ব্যাংকের নথি বাজেয়াপ্ত করেছে । পুলিস সূত্রে খবর, আরো অনেকে ট্যাব কেলেঙ্কারির এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। রকিকে পুলিস প্রায় বারো ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেপ্তার করে। ইতিমধ্যেই বৈষ্ণবনগর থানা এলাকায় মোট পাঁচজনকে গ্রেফতার করলো।ইতিমধ্যে আরো কেউ এই ঘটনার সাথে জড়িত রয়েছে কিনা তা তদন্ত শুরু হয়েছে।

রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান নওশাদের

আবদুল হাফিজ খান ● উনসানি

আপনজন: হাওড়ার উনসানিতে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট উনসানি ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির উদ্যোগে এক মহতি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। বুধবার। এদিনের শিবিরের প্রধান অতিথি ছিলেন বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দিয়া সরকার, মনজুর আলম মিদ্দে, নাসির খাঁন, শেখ রাকিব, শেখ নিজাম, ইমাম লস্কর প্রমুখ। এদিনের শিবিরে রক্তদান করেন মহিলা ও পুরুষ মিলিয়ে ১০০ জন। রক্ত সংগ্রহ করে কলকাতার ওম ব্লাড ব্যাংক। এদিনের শিবিরে বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি তার বক্তব্যে বলেন- রক্তের চাহিদা ব্যাপক। সেই চাহিদা মেটাতে এই শিবিরের আয়োজন। রক্ত দিলে সৌজন্যের বার্তা, ঐক্যের বার্তা ও সম্প্রীতির বার্তা দিতে পারা যায়। তিনি আরও বলেন রক্তের ঘাটতি সব সময় থেকে যায়। তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সকলের এই মহৎ কাজে এগিয়ে আসা দরকার।

বহিরাগত তকমা মুছে ভোট সমিতির সহ-সভাপতির

এহসানুল হক ● হাড়োয়া

আপনজন: বহিরাগত তকমা মুছে ফেলতে হাড়োয়া বিধানসভার ২১৪ নং ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিলেন হাড়োয়ার পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি আব্দুল খালেক মোল্লা। হাড়োয়া বিধানসভা উপনির্বাচনে বসিরহাটের সাংসদ তথা হাড়োয়া বিধানসভা প্রাক্তন বিধায়ক হাজী শেখ নজরুল ইসলামের মৃত্যুর পর তার ছেলে রবিউল ইসলাম এই কেন্দ্র থেকে টিকিট পেলেও টিকিট পাওয়ার দৌড়ে অনেকটাই এগিয়েছিলেন আব্দুল খালেক মোল্লা। হাড়োয়া কেন্দ্রে ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হতেই হাড়োয়া বিধানসভা জুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থকবৃন্দ নাম করে 'ভূমিপুত্রকে প্রার্থী হিসেবেই চাই' এই পোস্টার পড়েছিল হাড়োয়ার বিস্তীর্ণ এলাকায়। তারপর যথেষ্ট শোরগোল শুরু হয়েছিল গোটা হাড়োয়া বিধানসভা জুড়ে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

২০২৬এ দল ২৫০-র বেশি আসন পাবে: ওয়ায়েজুল হক

মনিরুজ্জামান ● কলকাতা

আপনজন: বঙ্গীয় সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবী মঞ্চের রাজারহাট, নিউটাউন, কৈখালী, এয়ারপোর্ট টাউন সভাপতি নিয়োগপত্র পেলেন রাইগাছির মহঃ সিরাজ। এদিন তৃণমূল ভবনে মঞ্চের রাজ্য সভাপতি ওয়ায়েজুল হক এই নিয়োগপত্র তুলে দেন। উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের ক্ষুদ্র শিল্প বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক সাহাজি, মিজানুর রহমান, দেওয়ান আনিসুর, আরিফুল ইসলাম শান্ত প্রমুখ। ওয়ায়েজুল হক বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের যেসব প্রকল্প চলছে সেগুলো মানুষের কাছে আরও বেশি করে তুলে ধরা এবং যারা এই সব পরিষেবা পাচ্ছেন না তাদেরকে সচেতন করে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হবে। তিনি বলেন,আমাদের লক্ষ্য থাকবে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে মমতাকে ২৫০ প্লাস সিট পাইয়ে দেওয়া।

শান্তিনিকেতনে পৌষ মেলা অনুষ্ঠিত হবে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: ২০২৪ সালে শান্তিনিকেতনে ঐতিহ্যবাহিত পৌষ মেলা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বিশ্বভারতী পূর্বপল্লী মাঠে। বুধবার বিশ্বভারতী সেন্টাল লাইব্রেরীতে আয়োজিত কর্মী পরিষদের বৈঠক হয়। এই বৈঠক শেষে জানা যায় রাজ্য ও জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় বিশ্বভারতী পূর্বপল্লী মাঠে ঐতিহ্যবাহিত পৌষ মেলা অনুষ্ঠিত হবে। খুব স্বাভাবিকভাবে বোলপুরবাসী ও গোটা রাজ্যে খুশির হাওয়া। এই বৈঠকে বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য বিনয় কুমার সরেন সহ অন্যান্য বিশ্বভারতী কর্মী আধিকারীরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ সাংবাদিকদের জানিয়ে দেন শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট পৌষ মেলার মূল ভূমিকায় কিন্তু বিশ্বভারতীর সহযোগিতায় পৌষ মেলার আয়োজন করবে বলে জানান।

ধানক্ষেতে কঙ্কাল উদ্ধারে চাঞ্চল্য

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: করণদিঘী থানার অন্তর্গত কেশবপুর মাঠে ধানের খেতে একটি অজ্ঞাত পরিচিত কঙ্কাল উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বুধবার বিকেলে এক ধান কাটার ব্যক্তি পাশের এক স্থানীয় বাসিন্দার কাছে এই বিষয়ে জানান। বাসিন্দাটি প্রথমে খবরটি শুনে হতবাক হয়ে যান, এবং পরে ধান কাটার ব্যক্তির সাথে ঘটনাস্থলে গিয়ে নিজে প্রত্যক্ষ করেন। প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্যমতে, কঙ্কালটি এমন অবস্থায় রয়েছে যে তা থেকে পুরুষ না মহিলা তা নির্ধারণ করা কঠিন। কঙ্কালের পাশে ছেলেদের টিশার্ট এবং গামছা পাওয়া গেছে। কঙ্কালটি অধিকাংশই হাড়গোড়ে পরিণত হয়েছে বলে জানা যায়। কেশবপুরের মাঠে ও আশেপাশের এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এ নিয়ে।

দাওয়াত
الدعوة

- রিজিকদাতা কেবলই আল্লাহ
- উম্মুন তথা মা

- সন্তান জন্মের পর মুসলমানদের করণীয়
- জাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় কমে আসে অর্থনৈতিক বৈষম্য

আপনজন ■ বৃহস্পতিবার ■ ১৪ নভেম্বর, ২০২৪

ইসলাম মানবতার সার্বিক ও চূড়ান্ত বিকাশের শিক্ষা দেয়

জালালউদ্দিন মন্ডল

মানবতা হল একজন মানুষের মধ্যের দয়া মায়া মমতা, সহানুভূতি সহমর্মিতা সহযোগিতা, সামাজিকতা মানবিকতা নৈতিকতা ইত্যাদির মতো শুভ, কল্যানকর, সঠিক মূল্যবোধযুক্ত, আদর্শ মানবীয় গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্য।

এইসব অনন্য মানবীয় বৈশিষ্ট্যগুলি মনুষ্যত্ববোধ সম্পন্ন মানুষদের, পাশবিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত অন্য সকল প্রাণীদের থেকে আলাদা করে।

সর্ব স্রষ্টা আল্লাহ পাক, তাঁর সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ মানুষকে সর্বপ্রকার মানবীয় গুণাবলীযুক্ত আদর্শ মুত্তাকী পরহেজগার, মুমিন, বিশ্বাসী করতে শান্তির ধর্ম দ্বীন ইসলামকে তাদের জন্য মনোনীত করে; তাঁর অনুগ্রহকে সম্পূর্ণ করেছেন।

সেই সঙ্গে, তাঁর মনোনীত একমাত্র ধর্ম তথা ইসলাম ধর্মের আদর্শ মানবীয় বিধানে সমর্পণ না করে বিশ্বাসীদের মরতে নিষেধ করেছেন। (সূরা মায়েদা ৩/সূরা আল ইমরান ১৯ ২০, ১০২)

এরই সঙ্গে তিনি এই ইসলাম ধর্ম কে মানবতা বহির্ভূত কেবল কিছু আচার সর্বস্ব রীতি নীতি পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ; মানবতার পরিপূর্ণ, চূড়ান্ত ও সার্বিক বিকাশের মধ্যে রাখার শিক্ষা দিয়েছেন।

কিন্তু, আমাদের অধিকাংশ মানুষই কেবল ধর্মীয় কিছু রীতি নীতি ও আচার পালনের মধ্যে দ্বীন ইসলামকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছি।

এজন্য আমাদের মনে রাখতে হবে আল্লাহ মানুষের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে সঠিক, আদর্শ, যথার্থ ও মানবীয় করতে পরিপূর্ণ জীবন বিধান নির্দেশিকা পবিত্র কুরআন ও শ্রেষ্ঠ মানব শেষ নবীর জীবন সম্পৃক্ত অসংখ্য হাদীস দ্বারা ইসলামী শরীয়ত কে নির্দিষ্ট করেছেন। যেখানে তিনি মানবতার চূড়ান্ত ও সার্বিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের নির্দেশিকা দিয়েছেন।

এমনকি তিনি ইসলামের আবশ্যিক পালণীয় মূল ধর্মীয় বিধানগুলিকে প্রাণবন্ত ও কার্যকরী করে তুলতে এসবের মধ্যেও মানবতার আদর্শকেই গুরুত্ব দিয়েছেন

ঈমানে মানবতার শিক্ষা :

ঈমান' বা আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাসী যে আত্মা মানুষের প্রতিটি সৎ কর্মকে গ্রহণযোগ্য ও কার্যকরী আমালে পরিণত করে।

সেই ঈমান বিষয়ক এক বার্তায় আল্লাহ পাক পূর্ব কিম্বা পশ্চিম দিকে মুখ ফেরানোর রীতি পালনে পুণ্য নেই জানিয়ে, পুণ্যের সন্ধান দিয়েছেন স্রষ্টা আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিত সব রাসূল ফেরেশতা কিতাবের প্রতি পূর্ণ ঈমান বা বিশ্বাস রেখে, তাঁর ভালোবাসায় আত্মীয় স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্থ, মুসাফির, দাসদের সাহায্য করা ও নামাজ, যাকাত প্রতিষ্ঠা করার সঙ্গে দুঃখ কষ্টে ধৈর্য ধারণের মধ্যে। অর্থাৎ দুই কালের শান্তিময় জীবনের শ্রেষ্ঠ পাথেয় ঈমানের মধ্যে মানবতার আদর্শকে যথেষ্ঠ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। (সূরা বাকারা ১৭৭)

নামাজ কায়েমে মানবতার শিক্ষা : আল্লাহ তাআলার অত্যতম শ্রেষ্ঠ হুকুম নামাজ পালনের ক্ষেত্রে যথার্থ ভক্তির সঙ্গে স্রষ্টার স্মরণ ও মহিমাকীর্তন করে, পরকালের শান্তিময় স্থায়ী জীবন প্রার্থনার সঙ্গে ; ইহকালের জীবন কে সঠিক আদর্শ যথাযথ করার শিক্ষা দিয়েছেন "নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীল মন্দ কাজ থেকে বিরত রেখে, একজন আদর্শ বিশ্বাসী, মুমিন, পূর্ণ মানবিক মানুষ তৈরি করে।" (সূরা আনকাবুত ৪৫)

রমজানের সিয়াম পালনে মানবতার শিক্ষা

যে আদর্শ জীবন বিধানে একজন মানুষ সর্ব মানবীয় গুন সম্পন্ন যথার্থ মানুষ হবে; সেই পরিপূর্ণ জীবন সংহিতা পবিত্র কুরআন কে আল্লাহ পাক নাজিল করেছিলেন রমযান মাসে।

এজন্য তিনি এই পবিত্র মাসে সারা দিনের সিয়াম বা উপবাস পালনের মাধ্যমে মানুষের সকল কু প্রবৃত্তি কে দমন করিয়ে, সমস্ত কুকর্ম থেকে দূরে রেখে, তাঁর কাঙ্খিত কুরআনী ভাবাদর্শে মুত্তাকী, পরহেজগার তথা সর্ব মানবীয় গুণাবলী সম্পন্ন আদর্শ মানুষ করতে চেয়েছেন

"তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেওয়া হয়েছে, যাতে তোমরা মুত্তাকী, পরহেজগার, আল্লাহ ভীরু হতে পারো "(সূরা বাকারা ১৮৩)

যাকাত আদায়ে মানবতা:

আর দীর্ঘ এক মাসের এই সিয়াম সাধনায় গরীব দুঃখীদের কষ্ট যন্ত্রণা অনুভব করে, আমাদের উদ্বৃত্ত সম্পত্তির একটি নির্দিষ্ট অংশ যাকাত হিসেবে তাদের দানের বিধান; ত্যাগ ও সেবাদর্শের মানব ধর্ম কে জাগানোর শিক্ষা দেয়।

তাই, আল্লাহ পাক সেবাদর্শে সম্পদ বৃদ্ধির সুসংবাদ দিয়েছেন

"আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় যাকাত দিলে, আল্লাহ ধন সম্পদ

বহু গুনে বৃদ্ধি করে দেন"(সূরা রুম ৩৯)

হজ্জ পালনে মানবতার শিক্ষা :

মানব জাতির জন্য সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত, শ্রেষ্ঠতম আশীর্বাদপ্রাপ্ত নিদর্শন, বিশ্ব জগতের দিশারী "পবিত্র কাবাঘর" কে প্রত্যক সামর্থ্যবান দের দর্শনের মাধ্যমে হজ্জ পালন করে মুত্তাকী, পরহেজ গার, আদর্শ মানুষ হওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন তিনি। (সূরা আল ইমরান ৯৬ ৯৭)

কুরবানীর বিধানে মানবতার শিক্ষা:

ইব্রাহিম আ. এর আল্লাহ ভক্তিকে বিশ্ববাসীর কাছে দৃষ্টান্ত করে ও পরবর্তীদের মাঝে তা স্মরণীয় ও শিক্ষণীয় করে রাখতে, আল্লাহ পাক চিরকালীন কুরবানীর বিধান দিয়েছন। আর, এই বিধানের মধ্যেও তিনি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিক্ষা দিতে চেয়েছেন "তাঁর কাছে কুরবানীর মাংস, রক্ত পৌঁছায় না, পৌঁছায় আমাদের ধর্মনিষ্ঠা।" অর্থাৎ কুরবানীর একটা প্রতীকি রীতিকে কেবল পালন নয়, আল্লাহর প্রতি আমাদের ভক্তি, ঈমান ও বিশ্বাসে দৃঢ় থেকে, তাঁর হুকুম পালনে নিষ্ঠাবান হয়ে পরহেজগার, মুত্তাকী তথা সর্ব মানবীয় গুণাবলী সম্পন্ন হয়ে আদর্শ মানুষ হওয়াকে গুরুত্ব দিয়েছেন। (সূরা স্বফফাত ১০১ ১০৯ /সুরা হাজ্জ ৩৭)

তাই, আমাদের প্রত্যককে উপলব্ধি করতে হবে আল্লাহ ইসলামের এইসব আবশ্যিক ধর্মীয় বিধানগুলিতে কেবল আচার সর্বস্ব পালনীয় কিছু রীতি নীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ; এর মাধ্যমে আদর্শ মানবতার শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

উল্লেখিত ধর্মীয় আচার পালনগত শিক্ষা ছাড়াও মানবতার সার্বিক ও পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনের সহস্রাধিক আয়াতের মাধ্যমে মানবতা সংযুক্ত অসংখ্য বিষয়ে মানব জাতিকে নানাভাবে শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। এইসব শিক্ষাগুলো কে বিষয় ভিত্তিক সাজিয়ে এর মৌলিক বার্তাকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করি

১.মানুষের অশুভ, অ মানবীয় যেসব প্রকৃতি প্রবৃত্তি আচরণ মানুষ কে মানবিকতা ভুলিয়ে পাশবিক করে তোলে, সেরকম আচরণ, তথা অত্যাচার, আগ্রাসন, ব্যভিচার, পরনিন্দা, গুজব রটানো, অন্তরের ব্যাধি, অপচয়, অপমান, অপবাদ, অপব্যয়, অমিতচার, অশ্লীলতা, অহংকার, উল্লাস হতাশা, কার্পণ্য, ক্রোধ, খেয়াল খুশি, জবরদস্তি, চুরি, মদ, জুয়া, অশান্তি সৃষ্টি, নরহত্যা, লোভ, ঈর্ষা, আত্মপ্রশংসা, সুদ, ব্যভিচার, অকৃতজ্ঞতা, ঘুষ, গীবত ইত্যাদি নানা ধরনের অ মানবীয় আচরণ সম্পর্কিত নানা শিক্ষা সতর্কতা ও শাস্তির বার্তা দিয়ে

মানুষকে সঠিক আদর্শ মানবিক মানুষ করতে চেয়েছেন আল্লাহ পাক।

২.শুভ, কল্যানকর, আদর্শ মানবীয় যেসব আচরণ স্রষ্টার সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ মানুষ কে অন্য সকল সৃষ্টির উপরে মর্যাদাবান করেছে; তেমনই আদর্শ মানবীয় আচরণ, তথা পুণ্য, ধৈর্য, বিনয়, বিশ্বাস, অঙ্গীকার প্রতিশ্রুতি শপথ ও আমানত রক্ষা, ব্যয় মিত ব্যয়, সু পরামর্শ, আত্ম শুদ্ধি, আত্ম সংশোধন, ক্ষমা, দান সদকা পরিশ্রম, সদ্ব্যবহার, পরোপকার, সৎকর্মে প্রতিযোগিতা, কৃতজ্ঞতা, সাবধানতা, সন্তুষ্টি, পরধর্ম সহিষ্ণুতার মতো নানারকম আদর্শ শিক্ষার দ্বারা মানব জাতিকে সর্বপ্রকার মানবীয় গুণাবলী বিশিষ্ট যথার্থ মানুষ করতে চেয়েছেন।

এ উদ্দেশ্যে তিনি আদর্শ মানবীয় আচরণ পালনে নানা পুরস্কার, না পালনের সতর্কতা, সাবধানতা, শাস্তির বার্তা দিয়েছেন।

৩. আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে ভালো মন্দ, সাফল্য ব্যর্থতা, হালাল হারাম, হাসি কান্না, সত্য মিথ্যা, সত্য সন্দেহ, আলো অন্ধকার, কষ্ট আসান, বিশ্বাস অবিশ্বাস, বন্ধু শত্রু, মতভেদ মীমাংসা, দিন রাত্রি পূর্ব পশ্চিম, যুদ্ধ সন্ধি, নির্দেশ নিষেধ, পাপ পুণ্য, অতীত ভবিষ্যৎ, চাওয়া পাওয়া, পছন্দ অপছন্দ, ইহলোক পরলোক, ক্ষমা প্রতিশোধ, জ্ঞানী মূর্খ, ইত্যাদি পরস্পর বিরোধী নানা আচরণের যথার্থ মূল্যায়নের মাধ্যমে সঠিক সত্য আদর্শটি গ্রহন করে মানবিকতার যথার্থ দৃষ্টান্ত রেখে, আদর্শ মানবিক মানুষ করতে চেয়েছেন।

৪. তিনি মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের স্বভাব, কণ্ঠস্বর, চিন্তা, সংকল্প, কামনা বাসনা, তর্ক বিতর্ক, আলোচনা, খাদ্য পানীয়, ভোগ বিলাস, জীবন উপকরণ, জবাবদিহি, বিপদ আপদ ইত্যাদি নানা বিষয়ের সঠিক, নির্ভুল ও আদর্শকে মূল্যায়ণের সঙ্গে, নারী পুরুষের ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন অধিকার মর্যাদা, দায় দায়িত্ব, কর্তব্য বিষয়ক নানা আদেশ নিষেধ ও পুরস্কার শাস্তি সতর্কতা মূলক শিক্ষা দিয়ে মানুষ কে মনুষ্যত্ববোধ সম্পন্ন আদর্শ মানুষ করতে পবিত্র কুরআনে নানাভাবে বার্তা দিয়েছেন।

৫. পারিবারিক সম্পর্কে সম্পর্কিত বাবা মা, স্ত্রী, সন্তান সন্ততিদের প্রতি পারস্পরিক নানা দায় দায়িত্ব কর্তব্য বিষয়ক নানান শিক্ষায় আমাদের প্রত্যককে দায়িত্বশীল, কর্তব্য পরায়ণ, আদর্শ মানুষ করতে চেয়েছেন তিনি।

৬.আল্লাহ পাক সমাজবদ্ধ মানুষদেরকে সামাজিক সম্পর্কে সম্পর্কিত নানা দায় দায়িত্ব ও কর্তব্যের বাঁধনে বেঁধে ; প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজন, এতিম, অন্ধ বধির বোবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হৃদয় ও দায়িত্বশীল মানব চেতনাকে জাগিয়ে মানবিক মানুষ করতে চেয়েছেন।

৭.তিনি প্রশাসনিক বিষয়ের ক্ষমতা সম্মান মর্যাদা জাতিগত নানা অধিকার ও কর্তব্য, শাসনকর্তা শাসিতের নানা দায় দায়িত্ব কর্তব্যসহ প্রশাসনিক নানা বিষয়ের সঠিক নির্দেশিকায় মানুষকে যথার্থ দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ সঠিক মানুষ হওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন।

৮.আবার, তিনি আমাদের সকল কে যুদ্ধ ধ্বংস শান্তি, বিচার শাস্তি, সাক্ষী বিষয়ক নানা আদেশ, নির্দেশ, সতর্কতা, পুরস্কার শাস্তির ঘোষণা দিয়ে মানব জাতিকে সচেতন ও সঠিক মানবিক মানুষ করতে চেয়েছেন।

৯. আল্লাহ পাক সচেতন আদর্শ মানুষদের কে ব্যবসায়িক নানা বিষয়ে, তথা ব্যবসা বাণিজ্য, ওজন, সুদ, বন্ধক ইত্যাদিতে তাঁর আদেশ, অনুমতি ও নিষেধগুলো জেনে, বুঝে ও পরিপূর্ণ ভাবে মেনে ব্যবসা করে ; জাগতিক প্রয়োজন মেটানোর সঙ্গে, এগুলোকে এবাদতে বা আমালে পরিণত করতে শিক্ষা দিয়েছেন।

১০.আল্লাহ পাক সৎ কর্ম শীলদের তথা, সাবধানী, বিশ্বাসী, আল্লাহ ভীরুদের পরিপূর্ণ জীবন বিধান নির্দেশিকা পবিত্র কুরআন ও শেষ নবীর জীবনলব্ধ অসংখ্য হাদীস দ্বারা আদর্শ সর্ব মানবীয় গুণসম্পন্ন মানুষ করে প্রকৃত সফলকাম করতে চেয়েছেন।

তারই সঙ্গে তিনি অংশীবাদী, অবিশ্বাসী, অকৃতজ্ঞ পথভ্রষ্টদের সতর্কতাময় নানা ধরনের শাস্তির ঘোষণা দ্বারা সঠিক পথে চলার বার্তা দিয়েছেন।

সর্বোপরি তিনি বিশ্বাসী সৎকর্মশীল মুমিন মানুষদের আদর্শ মানুষের রোল মডেল হিসেবে, প্রিয় নবী সা. ব্যবহারিক জীবনের অজস্র দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি সমগ্র মানব জাতিকে সর্ব মানবিকগুন সম্পন্ন যথার্থ মানুষ করতে চেয়েছেন।

এজন্য, আল্লাহ পাক তাঁর শ্রেষ্ঠ নবী সা. কে পাঠিয়েছেন পৌত্তলিকতা, রক্ষণশীলতা, নৃশংসতা, পাশবিকতা, অমানবিকতায় পূর্ণ এমন এক সমাজে যেখানে উটের জল খাওয়ানো নিয়ে বছরের পর বছর বংশানুক্রমে যুদ্ধ হতো, মদের প্রাচীনতায় বংশের ঐতিহ্য নির্ধারণ হতো, তর্কের খাতিরে গর্ভবতী মায়েদের গর্ভ চিরে পরীক্ষা করা হতো ঐ গর্ভের শিশু পুত্র না কন্যা। সর্বোপরি বাবা তার নিজের কন্যা সন্তানদের নিজ হাতে মাটির মধ্যে জীবন্ত পুঁথে দিতো।

এমন এক বর্বরতম মানব সমাজের মধ্যে আল্লাহ তাঁর শেষ নবী সা.কে পাঠিয়ে, তাঁর প্রেরিত কুরআনী মানবতার আদর্শে তাকে সর্বোত্তম চরিত্রের শ্রেষ্ঠতম করে বিশ্ববাসীকে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি পবিত্র কুরআন কে নবী সা. এর ব্যবহারিক জীবনে পরিপূর্ণভাবে প্রয়োগের সঙ্গে তার জীবন নি:সৃত প্রয়োজনীয় অসংখ্য হাদীস দ্বারা শান্তির ধর্ম ইসলামের শরীয়তকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আর, এই ইসলাম ধর্মে আল্লাহ পাক মানবতার চূড়ান্ত ও সর্বোচ্চ আদর্শকে স্থাপন করে, নবী সা.এর জীবনে তার আলোকিত প্রয়োগে, চরমতম অন্ধকারময় তৎকালীন সমাজকে উজ্জ্বলতম আলোকিত করে দৃষ্টান্ত রেখেছেন।

আল্লাহ এই ইসলামী মানবতার আলোকময় স্পর্শে, নবী করীম সা. এর প্রত্যেকটা সাথী সাহাবীও এক একটা তারকায় হয়েছে। যাদের কোন একজনকে অনুসরণ করলে হেদায়েতের পথ পাওয়া যাবে।

আবু জাহাম বিন হোযায়ফা রা. বর্ননায় ইয়ারমূকের যুদ্ধে তিনি এক মশক পানি নিয়ে, তার চাচাতো ভাইয়ের সন্ধানে গিয়ে ; তাকে আহত, মৃত্যু শয্যায় কাতর হয়ে ছটফটরত অবস্থায় দেখেন।

এ অবস্থায় তাকে কিছু পানি দেওয়ার সময়, তিনি হিশাম বিন আবিল রা. এর কাতর আর্তি শুনে; তাকে আগে পান করাতে ইশারা করলেন। তার নিকট পানি নিয়ে গেলে, শোনা গেল তৃতীয় এক ব্যক্তির পিপাসাকাতর আর্তি ; তা শুনে হিশাম রা. আমাকে তার কাছে যেতে ইশারা করলেন। আমি তার কাছে পানি নিয়ে দেখলাম, তার প্রাণ বিয়োগ হয়েছে। হিশাম রা.এর কাছে গিয়ে দেখি, তিনিও ইন্তেকাল করেছেন; অতঃপর চাচাতো ভাইয়ের কাছে গিয়ে দেখি, তিনিও প্রাণত্যাগ করেছেন।(ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)

মানবতা সহানুভূতি ও আত্ম ত্যাগের কী অপূর্ব নিদর্শন!

যুদ্ধের ময়দানে চরম তৃষ্ণার্ত অবস্থায়, মৃত্যুর অন্তিম মুহূর্তেও নিজের জীবন না বাঁচিয়ে, অপরের জীবন বাঁচানোর জন্য জল কে বাড়িয়ে দিয়ে সহানুভূতি আত্মত্যাগ ও মানবতার চরম পরকাষ্ঠা দেখিয়েছেন তারা, যারা ইসলাম গ্রহনের পূর্বে নিজের মেয়েদের কে জীবন দাফন করতে কুণ্ঠা বোধ করতেন না। হযরত ইবনে ওমর রা. বলেন, একজন সাহাবী হাদিয়া স্বরূপ একটি বকরীর পেলে, তিনি আপন প্রতিবেশীরকে অধিকতর অভাবগ্রস্ত মনে করে তা ; দান করে দিয়েছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি তৃতীয় এক ব্যক্তিকে নিজের চেয়ে বেশি অভাবগ্রস্ত মনে করে তা পাঠিয়ে দিয়েছেন।এভাবে সাতটা বাড়ি ঘুরে, আবার সেটি প্রথম বাড়িতে এসে পৌঁছেছিল।

মানবতার এমন আদর্শ দৃষ্টান্ত, তারা তৈরি করতে পেরেছে; ইসলামের ছায়াতলে এসে। তাই, সার্বিক মূল্যায়ণে আমাদের যে উপলব্ধি হল

*আল্লাহ শান্তি ধর্ম ইসলাম কে কিছু ধর্মীয় আচার পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, পরিপূর্ণ ও চূড়ান্ত মানবতার বিকাশের মধ্যে রেখেছেন।

*মানবতার এই উজ্জ্বলতম আলোকিত দ্যুতি, নবী সা.ও তার সাহাবী রা.দের আরব ভূমি থেকে সারা পৃথিবীর মানুষের হৃদয় আলোকিত করেছে।

*এজন্য, বর্তমানে আমরা লক্ষ্য করেছি এই পরিপূর্ণ মানবতার শান্তিময় ছায়াতলে আশ্রয় নিতে, অচিরেই বিশ্বের এক নম্বর ধর্মে পরিণত হতে চলেছে ইসলাম।

আর এ সবকিছুকেই আল্লাহ পাক আমাদের ব্যবহারিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শান্তিময় মানব ধর্মের ইসলামী আদর্শকে উজ্জ্বলতমভাবে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্য দিয়ে করে দেখিয়েছেন। তাই, আমাদের সবাইকে ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করার সঙ্গে সঙ্গে, মানবজীবন সংযুক্ত ইসলামী মানবতার আদর্শকে পরিপূর্ণভাবে বুঝতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে, ও তা পরিপূর্ণভাবে জীবনে প্রয়োগ করে; আল্লাহ কাঙ্খিত যথার্থ, আদর্শ মানবিক মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে।

লেখক শিক্ষক , কামদেবপুর স্নেহবালা মিলন বিদ্যাপীঠ

রিজিকদাতা কেবলই আল্লাহ

ফেরদৌস ফয়সাল

রিজিক আরবি শব্দ। আল্লামা ইবনে ফারিস (র.) তাঁর অভিধানে লিখেছেন, 'সময় অনুযায়ী আসা দানকে রিজিক বলা হয়। এ ছাড়া রিজিক শব্দটি শুধু "দান" অর্থেও ব্যবহৃত হয়। রিজিক মানে হলো সময় অনুযায়ী প্রদান করা আল্লাহ তাআলার বিশেষ দান।' (মাকায়িসুল লোগাহ, পৃষ্ঠা ৩৩৩)

বিখ্যাত আরবি অভিধানপ্রণেতা আল্লামা আবু নসর জাওহারি (রহ.) লিখেছেন, 'যার মাধ্যমে মানুষ উপকৃত হয়, তা-ই রিজিক।' তিনি আরও লিখেছেন, 'রিজিক মানে বিশেষ দান।' (আস সিহাহ, পৃষ্ঠা ৪৪০)

আল্লামা ইবনে মানজুর (র.) লিখেছেন, 'রিজিক দুই প্রকার: ১. দেহের জন্য রিজিক হলো খাদ্য। ২. অন্তর ও আত্মার জন্য রিজিক হলো জ্ঞান।' (লিসানুল আরব, ইবনে মানযুর, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৩৯)

প্রতিটি প্রাণীর জীবনধারণের জন্য আল্লাহ-তাআলার এমন বিশেষ দানকে রিজিক বলা হয়, যা নির্ধারিত সময়ে প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী প্রদান করা হয়; আর তার মাধ্যমে প্রাণীটির সার্বিক উপকার সাধিত হয়। রিজিক সেটাই, যা বান্দার উপকারে আসে। উপকারে আসার বিষয়টিও ব্যাপক–ইহকাল ও পরকাল তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কোনো ব্যক্তি মানুষ বা প্রাণী যদি ইহকালে রিজিকপ্রাপ্ত না হয়, পরকালে সে অবশ্যই তা পাবে। অনুরূপভাবে যা কিছু মানবদেহ ও আত্মার খোরাক মেটায়, তা-ই রিজিক। মোট কথা, আল্লাহ-তাআলার এক বিশেষ অনুগ্রহের নাম রিজিক, যা তিনি মানুষসহ সব প্রাণীকে নির্ধারিত সময়ে প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী দিয়ে থাকেন।

রিজিকদাতা কেবলই আল্লাহ

আল্লাহ-তাআলাই একমাত্র রিজিকদাতা। রিজিকের জিম্মাদারি একমাত্র তাঁর। তিনি ছাড়া আর কোনো রিজিকদাতা ছিল না, এখনো নেই, ভবিষ্যতেও থাকবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ-তাআলা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন, ' আল্লাহই জীবনের উপকরণ দেন আর তিনি তো প্রবল পরাক্রম।' (সুরা জারিয়াত, আয়াত: ৫৮)

আল্লাহ-তাআলা পবিত্র কোরআনে আরও ইরশাদ করেছেন, 'ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল সব প্রাণীর রিজিকের দায়িত্ব একমাত্র আল্লাহর।' (সুরা হুদ, আয়াত: ৬)

ওপরের আয়াতে এ কথা স্পষ্ট যে রিজিকদাতা একমাত্র আল্লাহ-তাআলা। তিনি ছাড়া আর কোনো রিজিকদাতা নেই। মানুষসহ সব প্রাণীর রিজিকের দায়িত্ব তাঁর

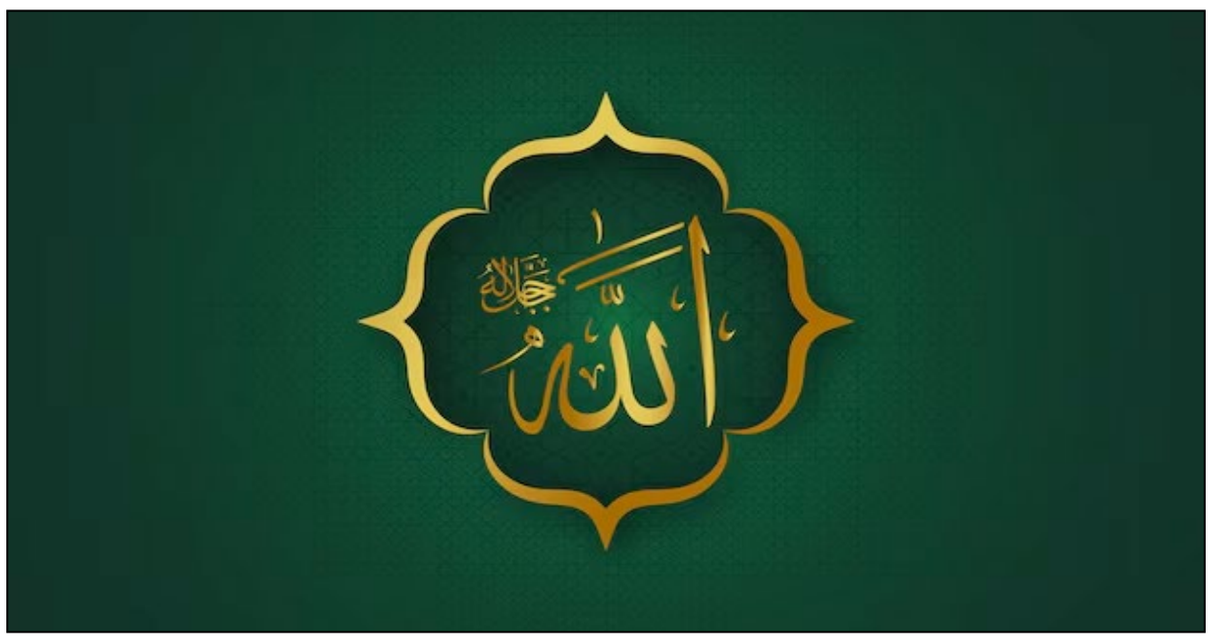

জিম্মায়। হজরত ওমর রা. বলেছেন, 'আমি রাসুলুল্লাহকে সা. বলতে শুনেছি, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি যথাযথভাবে ভরসা রাখো। তিনি তোমাদের সেভাবে রিজিক দান করবেন, যেভাবে তিনি পাখিদের দান করে থাকেন। পাখিরা সকালে খালি পেটে নীড় থেকে বের হয়, আর সন্ধ্যায় উদর পূর্ণ করে নীড়ে ফেরে।' (তিরমিজি, হাদিস: ২৩৪৪; ইবন মাজাহ, হাদিস: ৪১৬৪)

তালাশ করার শর্তে রিজিক নির্ধারিত

প্রত্যেক মানুষের রিজিক নির্ধারিত। একজন মানুষ যা কিছু পান বা লাভ করেন, পূর্বনির্ধারিত ছিল বলে তিনি তা পেয়ে থাকেন। যা কিছু মানুষ পান না বা লাভ করেন না, নির্ধারিত ছিল না বলেই তিনি তা পাননি বা লাভ করেননি। নির্ধারিত রিজিকে কোনো ব্যত্যয় ঘটবে না। কেউ এক মুঠো বেশি রিজিক পাবেন না, এক মুঠো কমও পাবেন না। আল্লাহ-তাআলা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন, 'আমি তো তোমাদের পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছি ও তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা ও করেছি। তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।' (সুরা আরাফ, আয়াত: ১০)

যা মানতে বলেছেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেছেন যে রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'আপন আপন মাতৃগর্ভে তোমরা প্রত্যেকেই চল্লিশ দিন পর্যন্ত (শুক্র হিসেবে) জমা ছিলে। তারপর চল্লিশ দিন রক্তপিণ্ড হিসেবে, এরপর চল্লিশ দিন গোশতের পিণ্ড হিসেবে জমা ছিলে। এরপর আল্লাহ-তাআলা একজন ফেরেশতা পাঠান এবং বান্দার রিজিক, মৃত্যু, দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য–এ চারটি বিষয় লেখার আদেশ প্রদান করেন।' (বুখারি, হাদিস: ৬৫৯৪)

রিজিক আল্লাহ-তাআলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত। তার তালাশ করা বা অনুসন্ধান করা বান্দার দায়িত্ব। রিজিক আল্লাহ-তাআলার হাতে, চেষ্টা বান্দার হাতে। আল্লাহ-তাআলা রিজিক নির্ধারণ করে রেখেছেন বলে তার মানে এই নয়, সে রিজিক আপনা-আপনি আমাদের কাছে এসে হাজির হবে। আকাশ থেকে রিজিক নাজিল হবে, আর বান্দা কেবল তা গ্রহণ করে ধন্য হবে। আল্লাহ-তাআলার ওপর পূর্ণ ভরসা রেখে প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী রিজিক অনুসন্ধান করতে হবে। আল্লাহ-তাআলা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন, ' নামাজ শেষ হলে তোমরা বাইরে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে আর আল্লাহকে বেশি করে ডাকবে , যাতে তোমরা সফলকাম হও।' (সুরা জুমআ, আয়াত: ১০)

মুত্তালিব ইবনে হানতাব রা. বর্ণনা করেছেন যে রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'নিশ্চয় জিবরাইল আ. আমার অন্তরে অহি ঢেলে দিয়েছেন, অবশ্যই রিজিক শেষ হওয়ার আগে কারও মৃত্যু হয় না। সুতরাং তোমরা হারাম ছেড়ে হালাল পথে রিজিকের অনুসন্ধান করো।' (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ২৫৪)

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-র বর্ণনায় আছে যে রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'হালাল রিজিক অন্বেষণ করা দ্বীনের ফরজগুলোর পর অন্যতম ফরজ।' (সুনানুল কুবরা, বাইহাকি, খণ্ড ৬, হাদিস: ১১,৬৯৫)

রাসুলুল্লাহ সা. আরও বলেছেন, 'হে মানুষ! আল্লাহ-তাআলাকে ভয় করো এবং উত্তম ও ভারসাম্যপূর্ণ পন্থায় রিজিক অনুসন্ধান করো। কারণ, কোনো প্রাণী তার জন্য বরাদ্দকৃত রিজিক প্রাপ্ত না হয়ে মৃত্যুবরণ করবে না। যদিও রিজিক লাভ করাটা তার জন্য বিলম্বিত হয়। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো ও ভারসাম্যপূর্ণ পন্থায় রিজিক তালাশ করো। যা হালাল, তা গ্রহণ করো; যা হারাম, তা পরিত্যাগ করো।' (ইবনে মাজাহ, হাদিস: ২,১৪৪)

সন্তান জন্মের পর মুসলমানদের করণীয়

ফয়জুল্লাহ রিয়াদ

সন্তান-সন্ততি আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত। সন্তান পৃথিবীতে মানুষের জন্য সৌন্দর্যস্বরূপ। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা।' (সুরা : কাহফ, আয়াত : ৪৬)

ইসলামী শরিয়ত সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কিছু করণীয় নির্ধারণ করে দিয়েছে, তা নিম্নরূপ–

শোকর আদায় করা : সন্তান যেহেতু নিয়ামত, এ জন্য সর্বপ্রথম কাজ হলো আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করা।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা মানুষকে কৃতজ্ঞ বান্দা হতে আদেশ করেছেন এবং অকৃতজ্ঞ হতে নিষেধ করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেন, 'যদি তোমরা শোকর আদায় করো, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের আরো বাড়িয়ে দেব, আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, তাহলে আমার শাস্তি অবশ্যই কঠিন।' (সুরা : ইবরাহিম, আয়াত : ৭)

ভূমিষ্ঠ সন্তানের জন্য আল্লাহর দরবারে ইবরাহিম আ. এভাবে শোকর আদায় করেন, 'সব প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি বৃদ্ধ বয়সে আমাকে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করেছেন। নিশ্চয়ই আমার রব দোয়া শ্রবণকারী।

হে আমার রব! আমাকে নামাজ কায়েমকারী বানান এবং আমার বংশধরদের মধ্যে থেকেও। হে আমাদের রব! আমাদের দোয়া কবুল করুন।' (সুরা : ইবরাহিম, আয়াত : ৩৯-৪০)

এই আয়াত থেকে শোকর আদায়ের পাশাপাশি নবজাতকের জন্য দোয়া করাও প্রমাণিত হয়।

আজান দেওয়া : সন্তান জন্মের পর ডান কানে আজান এবং বাঁ কানে ইকামত দেওয়া সুন্নত।

হোসাইন রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যার সন্তান হয়, সে যেন ডান কানে আজান এবং বাঁ কানে ইকামত দেয়।' (শুআবুল ইমান, হাদিস : ৮৬১৯)

এ ছাড়া মহানবী সা. হজরত হাসান রা.-এর কানে আজান দিয়েছেন বলে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

তাহনিক করানো : তাহনিক অর্থ হলো, খেজুর চিবিয়ে নরম করে নবজাতকের মুখে দেওয়া। খেজুর না থাকলে মধু কিংবা মিষ্টিজাতীয় বস্তু দ্বারাও তাহনিক করানো যায়। আবু মুসা আশআরি রা. বলেন, 'আমার একটি ছেলে জন্ম হয়। আমি তাকে রাসুলুল্লাহ সা. এর কাছে নিয়ে আসি। তিনি তার নাম রাখেন ইবরাহিম এবং তাকে খেজুর দিয়ে তাহনিক করান।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৫৭৩৯)

আকিকা করা : সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে আকিকা করা মুস্তাহাব।

ছেলেসন্তানের পক্ষ থেকে দুটি এবং মেয়েসন্তানের পক্ষ থেকে একটি বকরি আকিকা করতে হয়। আয়েশা সিদ্দিকা রা. বলেন, 'ছেলের জন্য দুটি সমবয়সী ছাগল এবং মেয়ের জন্য একটি ছাগল আকিকা করতে রাসুলুল্লাহ সা. তাদের আদেশ করেছেন।' (জামে তিরমিজি, হাদিস : ১৫১৯)

মাথা মুণ্ডন করা : বাচ্চা জন্মের সপ্তম দিনে মাথা মুণ্ডন করা ও চুলের সমপরিমাণ স্বর্ণ বা রুপা সদকা করা মুস্তাহাব। আলী রা. বলেন, 'একটি বকরি দ্বারা রাসুলুল্লাহ সা. হাসান রা.-এর আকিকা করেন এবং বলেন, হে ফাতিমা! তার মাথা মুণ্ডন করে দাও এবং তার চুলের সমপরিমাণ ওজনের রুপা দান করে দাও।' (জামে তিরমিজি, হাদিস : ১৫১৯)

সুন্দর নাম রাখা : সন্তানের ভালো নাম রাখা অতি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা বিচার দিবসে মানুষকে নিজের নাম ও বাবার নাম ধরে ডাকা হবে। নাম যদি খারাপ হয়, তাহলে সেদিন সে হাশরবাসীর সামনে লজ্জিত হবে। হজরত আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, 'কিয়ামত দিবসে তোমাদেরকে তোমাদের পিতাদের নাম ধরে ডাকা হবে। তাই তোমরা তোমাদের সুন্দর নামকরণ করো।' (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ৪৯৪৮)

উত্তম শিক্ষায় শিক্ষিত করা : সন্তানকে উত্তম শিক্ষায় শিক্ষিত করা এবং আদব-কায়দা শিক্ষা দেওয়া মা-বাবার দায়িত্ব ও কর্তব্য। শিশুদের শিক্ষার ব্যাপারে ইসলামই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বারোপ করেছে। কোরআনের প্রথম ঘোষণাই ছিল 'ইকরা' (পড়ুন)। আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, 'তোমরা সন্তানদের আদর-স্নেহ করো এবং তাদের সুন্দর আদব-কায়দা শিক্ষা দাও।' (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৩৬৭১)

মহান আল্লাহ আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

ফরজ নামাজের পর করণীয় জিকির ও দোয়া

বিশেষ প্রতিবেদক

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি ওয়াক্তের ফরজ নামাজের পর গুরুত্বপূর্ণ কিছু জিকির ও দোয়া পড়তেন। বিশ্বনবী সা. এর পঠিত জিকির ও দোয়া তুলে ধরা হলো-

(১) রাসূলুল্লাহ সা. প্রত্যেক ফরজ নামাজ শেষে ৩ বার আসতাগফিরুল্লাহ্ বলতেন। (মুসলিম, ১২২২)

(২) তারপর 'আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম, তাবারকতা ইয়া যাল-জালা-লী ওয়াল ইকরাম'। এটি ১ বার পড়তেন। (মুসলিম, ১২২১)

(৩) সুবহা-নাল্লা-হ। ৩৩ বার। আলহামদুলিল্লাহ। ৩৩ বার। আল্লাহু-আকবার। ৩৩ বার। এবং লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহদাহু লা- শারীকা-লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুওয়া আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর। ১ বার পড়তেন। এগুলো পাঠে গুনাহসমূহ সমুদ্রের ফেনারাশির মতো অসংখ্য হলেও ক্ষমা করে দেওয়া হয়। (মুসলিম, ১২৪০)

(৪) আয়াতুল কুরসী (সূরা বাক্বারা আয়াত-২৫৫) ১ বার পড়া। ফরজ নামাজের পর আয়াতুল কুরসি পড়লে তার আর বেহেস্তের মধ্যে মৃত্যু ছাড়া আর কোনো দূরত্ব থাকেনা। (নাসাঈ)

(৫) اَللّٰهم أجرني من النار 'আল্লাহুম্মা আজিরনী মিনান নার'। ৭ বার পড়তেন। ফজর ও মাগরিবের পর। সে দিন বা সে রাতে মারা গেলে আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন।

(৬) সূরা ইখলাস, ফালাক্ব ও সূরা নাস, প্রত্যেকটি ৩ বার করে, ফজর ও মাগরিবের পর। রাসূল সা. বলেন, সকাল- সন্ধ্যায় এগুলো পাঠ করলে তোমার আর কিছুরই দরকার হবে না।

উম্মুন তথা মা

উম্মে হানি

মা-বাবার প্রতি হৃদয়ের টান অনুভব আমার মতোন আরো শত, সহস্র, লাখো সন্তান অন্তরে পুষে রাখে। মা এমন এক শব্দ যা নির্মল এক ভালোবাসার নাম, বিশাল পৃথিবী শূন্য মা ছাড়া। মায়ের আচলের চাইতে দামি কিছু নেই, মায়ের মুখচ্ছবির চাইতে স্বচ্ছ-সুন্দর ভালো লাগা নেই। মা ছাড়া হৃদয়ের আকুলতা বলার জায়গা নেই, মা ছাড়া ডুকরে কেঁদে ওঠা ব্যথার ভাষা বুঝার কেউ নেই। পৃথিবী যখন ছেড়ে দেয় একা, তখন মা ছাড়া অশ্রু প্রবাহের সাথে দুঃখে শামিল হওয়ার কেউ নেই। যে সুবাস একজন সন্তান স্বীয় মায়ের যত ও কোমলতায় অনুভব করে তা পৃথিবীর বুকে আর কোথাও নেই। সন্তানকে ঘিরে এত আয়োজন বলেই তো আল্লাহ আদেশ করেছেন তাদের প্রতি কোমল আচরণের। আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'আমি তো মানুষকে তার মা-বাবার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেন এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে; সুতরাং আমার (আল্লাহর) প্রতি এবং তোমার মা-বাবার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই কাছে।' (সূরা-লুকমান-১৪)

দুনিয়ার সফর সংক্ষিপ্ত হলেও মা-বিহীন জীবন মরুভূমির মতো, ঠিক যেন কূলহীন সমুদ্র। মায়ের কোলে পৃথিবীর সব সুখ বিদ্যমান। মায়ের কোল যে কত বিশাল একটি আশ্রয়স্থল তা একজন যোগ্য সন্তান ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। মা-হীন মানব জীবন সবচেয়ে দুর্বিষহ! যার মা আছে, সে কখনোই প্রগাঢ়ভাবে বেদনাগ্রস্ত নয়। মা-বাবার মুখচ্ছবি সন্তানের জন্য সাধারণ মুখচ্ছবি নয়, তা এতটাই মূল্যবান যে মকবুল হজের সমপরিমাণ।

নবী সা: বলেছেন, 'যখন কোনো অনুগত সন্তান নিজের মা-বাবার দিকে অনুগ্রহের নজরে দেখে। মহান আল্লাহ তার প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে একটি করে কবুল হজের সাওয়াব দান করেন।' (বায়হাকি মিশকাত, পৃষ্ঠা-৪২১)

আমাদের দুনিয়ার মরুময় শূন্য বুকে জন্মদাতাদ্বয় নিয়ামতের অফুরন্ত ভাণ্ডার। রব চমৎকার করে দোয়া শিখিয়েছেন, যা আমাদের মা-বাবার জন্য মন ভরে করতে পারি এবং আমাদের উত্তরসূরির পক্ষ থেকেও একইভাবে আমাদের জন্য তা উপঢৌকন হবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'হে আমার প্রতিপালক! আমার মা-বাবার প্রতি দয়া করো, যেমন তারা দয়ামায়া, মমতাসহকারে আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করেছিলেন।' (সূরা বনি ইসরাইল-২৪)

দোয়াটা সব মা-বাবার জন্য হলেও এ দোয়ার ফল সব মা-বাবার জন্য একই রকম হবে না বরং, যে মা-বাবা সন্তানের শৈশব-কৈশোর, যৌবনে যেমন দ্বীনকে ইনভেস্ট করেছেন ঠিক তেমন বেনিফিট আমলনামায় জমা হবে। কুরআনে আছে- 'মা-বাবা বৃদ্ধ হয়ে গেলে তাদের প্রতি বিরক্তি দেখিয়ে উহ্ বা উফ শব্দটিও বলো না। কখনো মা-বাবার হৃদয়ে আঘাত দিও না ও তাদের প্রতি রূঢ় বা অবাধ্য হয়ো না।'

মা-বাবার কষ্টে আল্লাহ তায়ালা ক্রুদ্ধ হন। ইসলামের দৃষ্টিতে মা-বাবার মর্যাদা এত উচ্চতর যে, পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদাতের পাশেই তাদের মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

হজরত মুসা আ:-এর প্রতিও এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ বলেন- 'আর আমি বনি ইসরাইল থেকে এ অঙ্গীকার নিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করবে না, মা-বাবার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে।' (সূরা বাকারাহ-৮৩)

মা-বাবার মর্যাদা বৃদ্ধিতে তিলাওয়াতের গুরুত্ব অপরিসীম। কুরআন পাঠকারীর জন্য প্রভূত কল্যাণ বয়ে আনে এবং তেলাওয়াতকারীর মা-বাবাও সেই কল্যাণধারায় সিক্ত হন। যদি কোনো সন্তান কুরআন তিলাওয়াত করে, কুরআন মুখস্থ করে এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালানা করে তা হলে এতে মৃত মা-বাবা উপকৃত হন। কিয়ামতের দিন এ বাবা-মাকে উজ্জ্বল মুকুট পরানো হবে এবং উজ্জ্বল জান্নাতি পোশাক পরানো হবে। পৃথিবীতে যে মায়ের আচল ছিল সবচেয়ে দামি, যে বাবার মুখের হাসি ছিল দেহে প্রাণ সঞ্চারকারী সে মা-বাবা বিশাল কিয়ামতের মাঠে সন্তানের আমলের দ্বারা সম্মানিত হবেন। এর চেয়ে বড় হাদিয়া সন্তানের পক্ষ হতে মা-বাবার জন্য আর কী হতে পারে?

উম্মুন তথা মা; যার মুচকি হাসির ফাঁকে, স্বর্গালি শব্দগুচ্ছে- সন্তানের সব মলিনতা দূর হয়ে যায় চোখের পলকে। মা ছাড়া পৃথিবী নিদারুণ নিস্তব্ধ, মা ছাড়া কিছু সময় শূন্যতায় ঢেকে থাকা নিষ্প্রাণ কাষ্ঠ। কিভাবে ভুলে থাকা যায় এ মুখ অবয়ব, যা চোখের পাতায় ভেসে থাকে সারা দিন-রাত। সন্তান প্রতিপালনের সময়, তার ছোট ছোট হাত, পায়ের যত করতে গিয়ে জননীর সারা জীবনের কষ্ট একত্রে ধরা দেয় যেন মস্তিষ্কে; ইয়া রব আপনি আমার আম্মাজানের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, কবরের বিছানাকে জান্নাতের সুশীতল বিছানার ন্যায় করে দিন এবং আমাদের সন্তানদের আমাদের প্রতি উত্তম আচরণকারী বানিয়ে দিন। আমিন।

ভালো ব্যবহার ভালো মানুষ হওয়ার প্রমাণ

হেদায়াতুল্লাহ

বাংলায় একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে- 'ব্যবহারে বংশের পরিচয়'। অর্থাৎ একজন মানুষের আচার-ব্যবহার, চালচলন ও কথাবার্তায় বোঝা যায় সে কেমন ঘরের সন্তান। পরিবারের শিক্ষাদীক্ষা কেমন পেয়েছে। তার আচরণ প্রশংসনীয় হলে ভালো ঘরের সন্তান ধরা হয়, আর মন্দ হলে ছোটলোক বলা হয়। তাই সামাজিকভাবে স্বভাব-চরিত্রের বিশেষ গুরুত্ব আছে। এর বাইরে ইসলামও মানুষকে সদাচরণ ও উত্তম গুণাবলির শিক্ষা দেয়। কোরআন ও হাদিসে এর অসংখ্য প্রমাণ আছে। মহান আল্লাহ রাসুলুল্লাহ সা.-এর প্রশংসা করে পবিত্র কোরআনে বলেন- 'নিশ্চয়ই আপনি সুমহান চরিত্রের অধিকারী।' (সুরা: নুন, আয়াত: ৪) মহানবী সা. ছিলেন মানবজাতির শিক্ষকস্বরূপ। তাই আমাদের উচিত নবীজির আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে উত্তম মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা। নিজের ক্রোধ দমন করে যে ব্যক্তি ভালো ব্যবহার করে সে-ই প্রকৃত ভালো মানুষ। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন, 'আর (তারাই মুত্তাকি) যারা ক্রোধ দমন করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে। আর আল্লাহ সৎ কর্মশীলদের ভালোবাসেন।' (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১৩৪)

আলোচ্য আয়াতে মহান আল্লাহ রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে বলেছেন। কারণ রাগে-ক্ষোভে মানুষ কখনো এমন কাজ করে ফেলে, যার জন্য পরে লজ্জিত হতে হয়। রাগের মাথায় নেওয়া সিদ্ধান্ত অনেক সময় ভুল প্রমাণিত হয়। কখনো অন্যের ওপর জুলুমও হয়ে যায়।

তাই রাগ চলে এলে মাথা ঠাণ্ডা রাখা কর্তব্য। এর সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ মানুষকে ক্ষমা করার ব্যাপারেও উৎসাহ দিয়েছেন। এবং এগুলোকে ভালো গুণ হিসেবে গণ্য করেছেন। সদাচরণ ও উত্তম স্বভাব সম্পর্কে নবীজি সা.-এর অনেক হাদিস বর্ণিত আছে। এর প্রতি উৎসাহ দিতে গিয়ে এক হাদিসে তিনি বলেন, 'সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তির ঈমান সবচেয়ে বেশি পূর্ণ।' (তিরমিজি, হাদিস : ১১৬২) অন্য হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, 'কিয়ামতের দিন মুমিনের আমলের পাল্লায় উত্তম চরিত্রের চেয়ে ভারী আর কিছু নেই। আর আল্লাহ তাআলা নোংরা ও অশ্লীলভাষীকে ঘৃণা করেন।' (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৭৯৯) এই হাদিসে মন্দ স্বভাবের ক্ষতিও উল্লেখ করা হয়েছে। যদি কেউ শুধু মন্দ কথাও বলে, তাকেও আল্লাহ ঘৃণা করেন। আর আল্লাহ যাকে ঘৃণা করবেন, সে পরকালে মুক্তি এবং জান্নাতে যাওয়ার আশা করবে কিভাবে? সচ্চরিত্রের ফজিলতের ক্ষেত্রেও এক হাদিসে মহানবী সা. বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর, সে সবচেয়ে উত্তম।' (বুখারি, হাদিস : ৩৫৫৯) পরিশেষে একজন মুসলিম হিসেবে আমাদের উত্তম গুণাবলি ও সদাচরণের অধিকারী হওয়া জরুরি। মহান আল্লাহ আমাদের এই গুণ অর্জন করার তাওফিক দান করুন।

বৃহস্পতিবার রোজা রাখার ফজিলত

বিশেষ প্রতিবেদক

বিশ্বনবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সপ্তাহের ২ দিন সোমবার ও বৃহস্পতিবারে রোজা রাখতেন। এ ব্যাপারে তিনি বলেছেন, 'সোমবার ও বৃহস্পতিবার দিন ২টি এমন, যে দিন ২টিতে বান্দার আমলসমূহ মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলার সামনে হাজির করা হয়। আর আমি রোজা থাকা অবস্থায় আমার আমল আল্লাহর সামনে পেশ করা হোক- এটাই আমি পছন্দ করি'। (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ সা. আরো বলেন, 'নিশ্চয় জান্নাতের রাইয়ান নামের একটি দরজা আছে, কেয়ামতের দিন সেখান দিয়ে রোজাদারগণ প্রবেশ করবে'। সোমবার ও বৃহস্পতিবার; এ ২ দিন রোজা রাখার ৭টি ফজিলত আছে; যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

(১) আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। হাদিসে কুদসিতে মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'রোজা আমার এবং আমিই এর প্রতিদান দেব'।

(২) রাসূল সা. এর অনুসরণ। হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ সা. সোমবার এবং বৃহস্পতিবারের রোজার অপেক্ষা করতেন'। (ইবনে মাজাহ, তিরমিজি, নাসাঈ)

(৩) আল্লাহ তাআলা বান্দা থেকে জাহান্নামকে ১০০ বছরের দূরত্বে সরিয়ে রাখবেন। রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন, 'যে রোজা অবস্থায় ইন্তেকাল করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।(সহিহ আল জামে: হাদিস নম্বর: ৬২২৪) আল্লাহ তাআলা জাহান্নামকে তার থেকে ১০০ বছরের দূরত্বে সরিয়ে রাখবেন'। (আস সিলসিলাতুস সহিহাহ: খন্ড-৬, হাদিস নম্বর: ২৫৬৫)।

(৪) আল্লাহ তাআলা বান্দা এবং জাহান্নামের মাঝে আসমান ও জমিনের দূরত্ব সমান খন্দক তৈরি করে রাখেন। রাসূল সা. বলেছেন, 'যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একদিন রোজা রাখবে, আল্লাহ তাআলা তার এবং জাহান্নামের মাঝে আসমান ও জমিনের দূরত্ব সমপরিমাণ খন্দক তৈরি করে দেবেন'। (আস সিলসিলাতুস সহিহাহ: খন্ড-২, হাদিস নম্বর: ৫৬৩)

(৫) রোজা কেয়ামতের দিন বান্দার মুক্তির জন্য সুপারিশ করবে। রাসূল সা. বলেছেন, 'রোজা এবং কোরআন কেয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোজা আল্লাহ তাআলাকে বলবে, হে আমার রব! আমি তাকে আহার এবং স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত রেখেছিলাম সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল কর। কোরআন বলবে, আমি তাকে রাতে ঘুম থেকে জাগিয়ে রেখেছিলাম, এজন্য তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল কর। রাসূল সা. বলেন, তখন উভয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে'। (আহমদ: খন্ড-২, হাদিস নম্বর: ১৭৪)

(৬) কেয়ামতের দিন বাবুর রাইয়ান দিয়ে প্রবেশের সুযোগ লাভ করবে। রাসূল সা. বলেন, 'নিশ্চয় জান্নাতের রাইয়ান নামের একটি দরজা আছে, কেয়ামতের দিন সেখান দিয়ে রোজাদারগণ প্রবেশ করবে'। (বুখারি: হাদিস নম্বর: ১৮৯৬, মুসলিম: হাদদি নম্বর: ১১৫২)

(৭) রোজা অবস্থায় ইন্তেকাল করার সম্ভাবনা এবং জান্নাত লাভ। রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন, 'যে রোজা অবস্থায় ইন্তেকাল করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।(সহিহ আল জামে: হাদিস নম্বর: ৬২২৪)

জাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় কমে আসে অর্থনৈতিক বৈষম্য

আহনাফ আজমাইন

ইসলাম আসার আগে আরবের পুঁজিপতিরা নিজেদের ইচ্ছামতো অর্থনৈতিক নিয়ম চালু করেছিল। ফলে সেখানে দৃশ্যমান সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছিল। এই বৈষম্য দূরীকরণে কোরআন ও হাদিসে বিভিন্ন বিধান দেওয়া হয়েছে। এসব বিধানের বাস্তবিক প্রয়োগে সেখানে গড়ে উঠেছিল একটি বৈষম্যহীন মানবিক সমাজ।

নিম্নে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে ইসলামের পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করা হলো–

উত্তরাধিকার সম্পত্তির যথাযথ বণ্টন : ইসলামী আইনশাস্ত্রের অন্যতম একটি বিষয় হলো উত্তরাধিকার সম্পত্তির বিধান। মৃত ব্যক্তির নির্ধারিত ওয়ারিশদের মধ্যে নির্ধারিত পরিমাণ যথাযথ পন্থায় এবং যথাযথ সময়ে পৌঁছে দিলে যেকোনো পরিবারে ও সমাজে দ্রুত অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। এতে অর্থনৈতিক বৈষম্য কমে আসে। এ বিষয়ে সুরা নিসার ১১, ১২ ও ১৭৬ আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে।

কিন্তু এ দেশের মুসলমানদের অনেকের মধ্যে ইসলামী বিধান মতে উত্তরাধিকার বণ্টন হয় না।

জাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা : জাকাত ইসলামী অর্থনীতির মেরুদণ্ড ও চালিকাশক্তি। জাকাত ইসলামী রাষ্ট্রের জাতীয় আয়ের একটি অন্যতম উৎস। এর অন্যতম হলো, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্রের অভাবী, কর্মক্ষম, গরিব, মিসকিন, এতিম, বিধবাসহ অসহায় ও পিছিয়ে পড়া মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার বিধান নিশ্চিত করা। জাকাতের অর্থ তা গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে বণ্টন করে তাদের পুঁজি সমবায়ের মাধ্যমে একত্র করে তা দিয়ে নানা ধরনের মিল, কলকারখানা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যেতে পারে। অথবা বেকাররা স্বাবলম্বী হতে পারে–এ পরিমাণ জাকাতের অর্থ প্রদানেরও সুযোগ আছে। ইসলামে জাকাত তোলার জন্য আলাদা কর্মচারী নিয়োগ দেওয়ার বিধান আছে, যাকে ইসলামের পরিভাষায় 'আমিল' বলা হয়। এর মাধ্যমেও অনেকের কর্মসংস্থান তৈরি হয়। মজুদদারি বন্ধ করা : দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির কপট উদ্দেশ্যে সম্পদ মজুদ করা হারাম।

মহানবী সা. বলেন, 'মজুদদার মহাপাপী।' (মুসলিম, হাদিস : ১৬০৫)

করজে হাসানা বা উত্তম ঋণ দেওয়া : মহান আল্লাহ বলেন, 'কোনো সে ব্যক্তি, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে, অতঃপর তিনি তার বিনিময়ে তাকে বহুগুণ বেশি প্রদান করবেন? প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই রুজি সংকুচিত করেন ও প্রশস্ত করেন। আর তাঁরই দিকে তোমরা ফিরে যাবে।' (সুরা : বাকারাহ, আয়াত : ২৪৫)

ঋণ ও ধারদেনা অর্থনৈতিক জীবনের অংশ। ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও ব্যবসার প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে কোরআনে বর্ণিত করজে হাসান একটি উত্তম ফর্মুলা হতে পারে।

অপচয় বন্ধ করা : আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ।' (বনু ইসরাইল, আয়াত : ২৭)

অথচ বাংলাদেশের ধনিক শ্রেণি প্রতিদিন যে খাবারের অপচয় করে, তা দিয়ে দেশের বহু না খেয়ে থাকা মানুষের পেট ভরানো সম্ভব। UNEP ২০২১ সালে যে Food Waste Index প্রকাশ করেছে তাতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে বছরে এক কোটি ছয় লাখ টন খাদ্য অপচয় হয়।

সুদি অর্থনীতি : সুদি অর্থায়ন ও বিনিয়োগ ব্যবস্থায় পুঁজির মালিক বা ব্যাংক উৎপাদনের কোনো ঝুঁকি বহন করে না এবং সব ঝুঁকি কার্যত উদ্যোক্তার ঘাড়ে চাপে। ফলে নতুন উদ্যোক্তরা শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসে না। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে না পারায় বেকারত্বের হার বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি বিরাজমান শিল্পের মধ্যে অনেক সুদের অত্যাচার সইতে পারে না।

অন্যদিকে সুদের হার কমলে বিনিয়োগ বাড়ে। এভাবে সুদের হার কমে শূন্য হলে বিনিয়োগ সর্বাধিক হবে। সুতরাং সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে বিনিয়োগ কম হয়, বিশেষ করে সুদ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ নিরুৎসাহ করে। সুদ উৎপাদনে বাধা সৃষ্টি করে। সুদের হার উৎপাদনকে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছতে দেয় না।

নৈতিক পুনর্গঠন : ইসলামী অর্থনীতির পূর্ণ সুফল পেতে সাধারণ মানুষের নৈতিক মানদণ্ডও উন্নত করা প্রয়োজন। নৈতিক পুনর্গঠন দ্বারা উদ্দেশ্য মানুষের ভেতর এতটুকু আল্লাহভীতি জাগ্রত করা, যেন সে তার ওপর অর্পিত আর্থিক দায়িত্ব পালন করে। পাশাপাশি সব ধরনের আর্থিক অসততা থেকে বেঁচে থাকে। কেননা এর সঙ্গে মানুষের জীবন-জীবিকার গভীর সংযোগ আছে। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার পথ করে দেন এবং তাকে জীবিকা প্রদান করেন ধারণাতীত উৎস থেকে।' (সুরা : তালাক, আয়াত : ২-৩)

ইউটিউবার-কাণ্ডে বেটিংয়ের গন্ধ শুঁকছে আর্জেন্টিনার ফুটবল

আপনজন ডেস্ক: খেলাধুলা নিয়ে অবৈধ বাজি? হতে পারে। আবার নাও হতে পারে। কিন্তু বিষয়টি খোলনলচে জানতে তদন্ত তো করতে হবে। আর্জেন্টিনার বিচার বিভাগ সেই তদন্তই শুরু করেছে। কীসের তদন্ত–তা সম্ভবত জানা। আর্জেন্টিনার শীর্ষ লিগের ক্লাব দেপোর্তিভো রেইসত্রা গত সোমবার ভেলেজ সার্সফিল্ডের বিপক্ষে একজন ইউটিউবারকে মাঠে নামিয়েছিল। ইভান বুহাজেরুক–যিনি ইউটিউবার ও ইনফ্লুয়েন্সার হিসেবে 'এসপ্রিন' নামে পরিচিত, তাঁকে ম্যাচের জন্য রেইসত্রার একাদশে দেখেই চমকে উঠেছেন অনেকে। পেশাদার ফুটবলে কোনো অভিজ্ঞতাই নেই তাঁর।
আনুষ্ঠানিকতার জন্য তাঁকে মাঠে নামিয়ে ৫৯ সেকেন্ড পরই তুলে নেন রেইসত্রার কোচ ক্রিস্টিয়ান ফাব্বিয়ানি। দেপোর্তিভো রেইসত্রা বুয়েনস এইরেসের ক্লাব। মাঝে মধ্যেই অপ্রচলিত বিপণন পদ্ধতি অবলম্বন করে আলোচনায় উঠে আসে রেইসত্রা। বুহাজেরুকের সঙ্গে পেশাদার চুক্তি এবং ফেব্রুয়ারিতে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনে (এএফএ) তাঁকে নিবন্ধন করাও ছিল রেইসত্রার তেমনই এক কৌশল। যদিও ব্যাপারটি প্রশংসার চেয়ে সমালোচিতই হয়েছে বেশি। ম্যাচের সময় মাঠে ধারাভাষ্যকারই বলেছেন, 'সে (বুহাজেরুক) জানেও না কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। এটা অবিশ্বাস্য। এটা একই সঙ্গে দুঃখজনক ও অসম্মানজনক ঘটনা।' ইউটিউবে বুহাজেরুকের অনুসারীসংখ্যা ৭০ লাখ। তাঁর মাঠে নামার বিষয়ে গতকাল তদন্ত শুরু করেছে আর্জেন্টিনার বিচার বিভাগ। সরকারি কৌঁসুলিদের অফিস থেকে বিবৃতিতে বলা হয়, 'দেপোর্তিভো রেইসত্রার কোচ ক্রিস্টিয়ান ফাব্বিয়ানি এবং ইনফ্লুয়েন্সার ইভান বুহাজেরুক অবৈধ প্ল্যাটফর্মে জুয়াড়িদের আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলেন কি না, সে বিষয়ে মামলা চালু করে তদন্ত শুরু করেছে অবৈধ বাজি নিয়ে কাজ করা কৌঁসুলিদের অফিস।'
বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ বিষয়ে জানতে রেইসত্রার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল।
কিন্তু ক্লাবটি এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি।
আর্জেন্টিনার ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ) জানিয়েছে, নিজেদের নৈতিকতা ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে তারাও এ নিয়ে তদন্ত শুরু করেছেন।

ধোনি, কোহলি, রোহিত আমার ছেলের ক্যারিয়ার ধ্বংস করেছে, দাবি স্যামসনের বাবার

আপনজন ডেস্ক: ভারতের ক্রিকেটে বেশ কিছুদিন হলো আলোচিত নাম সঞ্জু স্যামসন। গত মাসে হায়দরাবাদে বাংলাদেশের বিপক্ষে শেষ টি-টোয়েন্টিতে ৪০ বলে সেঞ্চুরির পর এ মাসে ডারবানে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৪৭ বলে সেঞ্চুরি করেছেন স্যামসন। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ইতিহাসে টানা দুটি সেঞ্চুরি করা চতুর্থ ও ভারতের প্রথম ব্যাটসম্যান তিনি। অথচ এই স্যামসনই বছরের পর বছর ভারতীয় দলে উপেক্ষিত ছিলেন। ৩০ বছর বয়সী এই উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান ২০১১ সাল থেকে পেশাদার ক্রিকেট খেলে যাচ্ছেন। ভারতীয় দলে অভিষেক হয় ২০১৫ সালে, জিম্বাবুয়ে সফরে টি-টোয়েন্টি দিয়ে। এরপর দেশের হয়ে নিজের দ্বিতীয় ম্যাচটি খেলতে অপেক্ষা করতে হয়েছে প্রায় পাঁচ বছর। তাঁর এখনো টেস্ট অভিষেক হয়নি। ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি মিলে খেলার সুযোগ হয়েছে ৫১ ম্যাচে। ঘরোয়া ক্রিকেটে, বিশেষ করে আইপিএলে নিয়মিত পারফর্ম করলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাঁকে ভারতের দ্বিতীয় সারির দলে রাখা হতো, যে দলে একাধিক শীর্ষ তারকা, এমনকি প্রধান কোচকেও বিশ্রাম দেওয়া হতো। সম্ভাবনাময় খেলোয়াড় হওয়া সত্ত্বেও স্যামসন এতগুলো বছর কেন ভারতীয় দলে নিয়মিত জায়গা পাননি? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন তাঁর বাবা স্যামসন বিশ্বনাথ। তিনি সরাসরি ভারতের তিন তারকা অধিনায়ক ও সাবেক প্রধান কোচকে দায়ী করেছেন। মালয়ালম ভাষার টিভি চ্যানেল 'মিডিয়া ওয়ান টিভি'কে বিশ্বনাথ বলেছেন, 'তিন-চার জন মানুষ আছে, যারা আমার ছেলের ক্যারিয়ারের গুরুত্বপূর্ণ ১০ বছর নষ্ট করেছে। ধোনি, বিরাট (কোহলি) ও রোহিতের মতো অধিনায়ক এবং কোচ (রাহুল) দ্রাবিড়–এই চারজন আমার ছেলের জীবন ধ্বংস করেছে। কিন্তু তারা সঞ্জুর (স্যামসন) যত বেশি ক্ষতি করেছে, সে আরও শক্তিশালী হয়ে সংকট থেকে বেরিয়ে এসেছে।'
সঞ্জু স্যামসনের বাবার দাবি একেবারে ভিত্তিহীনও নয়। ৯ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে স্যামসন এখন পর্যন্ত যে ৫১টি ম্যাচ খেলতে পেরেছেন, এর ৪০টিতেই ধোনি, কোহলি কিংবা রোহিত অধিনায়ক ছিলেন না। রাহুল দ্রাবিড় কোচ থাকাকালেও স্যামসন খুব বেশি ম্যাচে সুযোগ পাননি। বরং ভিভিএস লক্ষ্মণকে অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান কোচের দায়িত্ব দিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) যখন দল ঘোষণা করে, তখনই একাদশে বেশি সুযোগ পেয়েছেন স্যামসন। ধোনির নেতৃত্বে কখনোই ভারতীয় দলের একাদশে জায়গা হয়নি স্যামসনের। এ ক্ষেত্রে একটা বড় কারণ হতে পারে, ধোনি-স্যামসন দুজনই উইকেটকিপার। তা ছাড়া আউটফিল্ডে স্যামসনের ফিল্ডিং করার অভিজ্ঞতা নেই বললেই চলে। তাই ধোনির সময়ে স্যামসনকে স্কোয়াডে রাখা হলেও একাদশে জায়গা হতো না।
ধোনির পর ভারতের অধিনায়ক হন কোহলি। তাঁর নেতৃত্বে পাঁচটি ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছেন স্যামসন। আর বর্তমান টেস্ট ও ওয়ানডে অধিনায়ক রোহিতের নেতৃত্বে খেলেছেন ছয় ম্যাচ। সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও স্যামসনকে রিজার্ভ দলে রেখেছিলেন রোহিত-দ্রাবিড়। সেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতে এই সংস্করণকে বিদায় জানিয়ে দিয়েছেন রোহিত। চুক্তির মেয়াদ শেষে দায়িত্ব ছেড়েছেন দ্রাবিড়ও। এর পর থেকে নতুন টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ও প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর ওপেনার হিসেবে স্যামসনের ওপর আস্থা রেখে চলেছেন।
অন্তর্বর্তীকালীন কোচ ভিভিএস লক্ষ্মণের আস্থা তো আগে থেকেই ছিল। নিজের পছন্দের ব্যাটিং পজিশনে সুযোগ পেয়ে আস্থার প্রতিদানও দিয়ে চলেছেন স্যামসন। ভারতের হয়ে তাঁর তিন সেঞ্চুরির তিনটিই এসেছে গত ১১ মাসে টপ অর্ডারে নেমে। ২০১৫ সালে অভিষেক থেকে গত বছরের অক্টোবর পর্যন্ত ভারতের হয়ে স্যামসনের ব্যাটিং গড় ছিল ২৯.৩৮। তবে গত বছরের নভেম্বর থেকে এ বছরের নভেম্বর অর্থাৎ গত এক বছরে তাঁর ব্যাটিং গড় বেড়ে হয়েছে ৪০.৬৩। ১২ মৌসুম আইপিএল খেলে এ বছরই সবচেয়ে বেশি রান (৫৩১) করেছেন তিনি। আজ রাতেই দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে খেলতে নামছেন স্যামসন। ৪ ম্যাচের সিরিজে এখন ১-১ সমতা।

প্রতিবাদী ইস্টবেঙ্গল! রেফারিং নিয়ে প্রশ্ন তুলে এবার VAR-এর দাবি লাল হলুদের

আপনজন ডেস্ক: মঙ্গলবার, ক্লাবের কার্যকরী সভায় এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন লাল হলুদ কর্তারা।
এবার স্বয়ং কল্যাণ চৌবে সময় দিলেই, ফেডারেশন সভাপতিকে আইএসএল-এ VAR(ভিএআর) প্রযুক্তির নিয়োগ নিয়েও তারা প্রস্তাব দিতে পারেন বলে জানা যাচ্ছে।
এদিনের সভায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয় কর্তাদের মধ্যে। আগামী ম্যাচগুলিতে এমন রেফারিং-এর কথা মাথায় রেখেই, দলের ফুটবলারদের প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেবেন তারা। ইস্টবেঙ্গলের কার্যকরী সমিতির সভায়, ক্লাবের সমস্ত ক্রীড়া বিভাগের উন্নতিতেই জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সেইসঙ্গে, সিনিয়র দলের পারফরম্যান্স নিয়েও জরুরি ভিত্তিতে আলোচনা করা হয়। এদিন কার্যকরী সভার পর ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের তরফ থেকে একটি অভিযোগ করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, "চার-পাঁচ বছর ধরে সকল ফুটবলপ্রেমী এবং সাংবাদিক বন্ধুরা এই বিষয়ে অবগত, কিন্তু কোনও প্রতিকার হচ্ছে না।"
তবে ইস্টবেঙ্গল কর্তাদের আশা, যদি ৯০ মিনিটের খেলায় ইস্টবেঙ্গল রেফারির ভুল সিদ্ধান্তের স্বীকার না হয় এবং অনৈতিক সিদ্ধান্ত না নেওয়া হয়, তাহলে হয়তো এই দলই আগামীদিনে সাফল্য পাবে।
সেই বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে যে, "আমাদের সভ্য-সমর্থক, প্রাক্তন খেলোয়াড়রা আমাদের ইমেইল বা ফোনের মাধ্যমে ক্ষোভ ব্যক্ত করছে যে, এর একটা প্রতিকার হওয়া অবশ্যই উচিৎ। আমরা ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতির কাছে সময় চেয়ে নিয়েছি। তাঁর কাছে গিয়ে আমরা আমাদের বক্তব্য পেশ করব। পাশাপাশি এও আবেদন করব, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের প্রধান টুর্নামেন্টগুলোতে যেমন 'VAR' রূপায়ণে টিমগুলি নিজস্ব ছন্দে খেলতে পারছে সেইরকম আমাদের এখানেও এই ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ করা হোক। যাতে কোনও দলকে অনৈতিক সিদ্ধান্তের শিকার না হতে হয় এবং ফুটবলও যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।"
উল্লেখ্য, আইএসএল-এ নাম লেখানোর পর থেকেই রেফারিং নিয়ে লাগাতার অভিযোগ জানিয়ে আসছে তারা। এই বছর তা একেবারে চূড়ান্ত আকার নিয়েছে। বিশেষ করে শেষ ম্যাচে মহামেডানের বিরুদ্ধে জোড়া লালকার্ডের পর ফের একবার চিঠি দিল লাল হলুদ। আর এবার শুধু চিঠি নয়, পুরো বিষয়টি নিয়ে পদক্ষেপের পথে ক্লাব।

ব্রুনো ফার্নান্দেজের 'অ্যাসিস্টে' বাঁচল মূর্ছাগত বিমানযাত্রীর জীবন

আপনজন ডেস্ক: অ্যাসিস্ট শব্দের আভিধানিক অর্থ সহায়তা করা। ফুটবল মাঠে এর অর্থটাও একই, গোলে সহায়তা করা। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের পর্তুগিজ মিডফিল্ডার ব্রুনো ফার্নান্দেজ অসংখ্যবারই অ্যাসিস্ট করে দলকে বাঁচিয়েছেন। ইউনাইটেড অধিনায়ক জীবনের পথে অন্যতম বড় 'অ্যাসিস্ট'টা করলেন মাঠের বাইরে। ফার্নান্দেজ যে বিমানে এক সহযাত্রীর জীবন বাঁচাতে সহায়তা করেছেন।
উয়েফা নেশনস লিগে আগামী কয়েক দিনে ২টি ম্যাচ খেলবে পর্তুগাল। পর্তুগাল দলে যোগ দিতে ইজিজেটের ফ্লাইটে যুক্তরাজ্য থেকে সতীর্থ দিয়োগো দালোতের সঙ্গে পর্তুগালে যাওয়ার সময়ই সহযাত্রীর জীবন বাঁচাতে এগিয়ে যান ফার্নান্দেজ।
ফার্নান্দেজদের এক সহযাত্রী জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর চোখে পড়ে সেটি। এরপর 'হেল্প, হেল্প' বলে সেই যাত্রীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।
ফার্নান্দেজ কী করছেন, সেটি বিজনেস ক্লাউড নামের একটি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন আরেক সহযাত্রী সুজানা লসন, 'ব্রুনো বিমানের পেছনের দিকে টয়লেটে গিয়েছিলেন। আমরা হঠাৎ চিৎকার শুনলাম, কেউ একজন সাহায্য চাচ্ছিলেন। পেছনে ফিরে দেখলাম ফার্নান্দেজ প্রায় অচেতন এক লোকের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য চাচ্ছেন আর তাঁকে ধরে চেয়ারে বসানোর চেষ্টা করছেন। এরপর কেবিন ক্রুরা দৌড়ে সেখানে যান। লোকটা শঙ্কামুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ফার্নান্দো সেখানেই ছিলেন।'
ফার্নান্দেজের আচরণে মুগ্ধ লসন পরে পর্তুগিজ তারকার সঙ্গে সেলফিও তুলেছেন। লসন জানালেন নিজেই সেলফি তুলে দিয়েছেন ফার্নন্দেজ, 'বিমান থেকে নামার সময় আমি যখন সেলফির অনুরোধ করলাম, তিনি হাসিমুখেই সেই আবদার রাখেন, সেলফিটা তিনিই তুলে দিয়েছেন। আমি তখন অসুস্থ যাত্রীকে সাহায্য করায় তাঁর প্রশংসা করলাম। সত্যি বলতে কী, আমি যদি তাঁকে না চিনতাম, তবে তাঁকে নিতান্ত সাধারণ এক সহযাত্রী হিসেবেই ধরে নিতাম।'

উদয়ন ক্লাবের ফুটবল খেলা দেখতে ভিড় খেলা প্রেমীদের

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন ডেস্ক: মুর্শিদাবাদের সাগর পাড়া থানার খয়রামারি অঞ্চলের সীতানগর উদয়ন ক্লাবের নেতাজী কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট চ্যাম্পিয়ন হল হায়দ্রাবাদ একাদশ। গত দু সপ্তাহ ধরে ফুটবল টুর্নামেন্ট চলার পর বুধবার ছিল আট দলীয় ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা। সীতানগর হাই স্কুল মাঠে ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা দেখতে ব্লকের বিভিন্ন জায়গা থেকে অসংখ্য ফুটবল প্রেমীরা মাঠে হাজির হয়েছিল। মাঠের কানায় কানায় পূর্ণ ছিল দর্শকে। এদিন ফাইনাল খেলায় মুখোমুখি হয়েছিল ডোমকল বেঙ্গল একাডেমী বনাম হায়দ্রাবাদ একাদশ। প্রথম অর্ধে দুই দলই গোল করার মরিয়া চেষ্টা করে, একাধিক সুযোগ এলেও প্রথম অর্ধে কোন দলই গোল করতে পারেনি। ফলে গোলশূন্য ভাবে প্রথম অর্ধের খেলা শেষ হয়।
দ্বিতীয় অর্ধের শুরুতেই গোল পেয়ে যায় হায়দ্রাবাদ একাদশ। গোল করেন আট নম্বর জার্সি ধারী প্লেয়ার সাহেব। ফলে তারা ১- ০ গোলে এগিয়ে যায়।
এরপর গোল শোধের মরিয়া চেষ্টা করেও ডোমকল বেঙ্গল একাডেমী গোল করতে পারেনি। ফলে নির্ধারিত সময় শেষে ১-০ গোলে চ্যাম্পিয়ন হয় হায়দ্রাবাদ একাদশ। ফাইনাল খেলার মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন জলঙ্গী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কবিরুল ইসলাম,সাগরপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অরিজিৎ ঘোষ সহ ক্লাবের সকল সদস্য ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা।
এদিন জয়ী হায়দ্রাবাদ একাদশ এবং রানার্স ডোমকল বেঙ্গল একাডেমীর হাতে আর্থিক পুরস্কার ও ট্রফি তুলে দেন উপস্থিত অতিথিগণ।এদিন খেলা শেষে ক্লাবের সম্পাদক সাবির আহমেদ বলেন আমরা যে ১৬ দলীয় ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছিলাম তার ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হলো ,এদিনের খেলা দেখতে যেভাবে দর্শকরা ভিড় জমিয়েছিল তাতে আমরা আনন্দিত আপ্লুত,আগামী দিনে আরো ভালো খেলা উপহার দেওয়ার চেষ্টা করবো বলে জানান। একই ভাবে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কবিরুল ইসলাম ক্লাবের সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানান এত সুন্দর একটা খেলা এলাকাবাসীকে উপহার দেওয়ার জন্য।

অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট রেখে সৌদি আরবে আইপিএল নিলামে যাবেন ভেট্টরি, পন্টিং

আপনজন ডেস্ক: অস্ট্রেলিয়া-ভারত পাঁচ ম্যাচের বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি শুরু হবে ২২ নভেম্বর। পার্থে টেস্ট চলার মধ্যেই ২৪ ও ২৫ নভেম্বর সৌদি আরবের জেদ্দায় অনুষ্ঠিত হবে আইপিএলের মেগা নিলাম। এই নিলামে উপস্থিত থাকার জন্য অস্ট্রেলিয়া-ভারত টেস্টে নিজেদের কাজ ফেলে আইপিএলে যাবেন ড্যানিয়েল ভেট্টরি, রিকি পন্টিং ও জাস্টিন ল্যাঙ্গার।
এর মধ্যে পন্টিং ও ল্যাঙ্গার পার্থ টেস্টে ধারাভাষ্যের দায়িত্বে আছেন। আর ভেট্টরি আছেন সরাসরি খেলার সঙ্গেই। নিউজিল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক এখন অস্ট্রেলিয়া জাতীয় দলের সহকারী কোচ।
ভেট্টরিদের আইপিএল নিলামে উপস্থিতির খবর দিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার দ্য এজ।
সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, আইপিএলের মেগা নিলাম থেকে দল গোছানোর জন্য পার্থ থেকে জেদ্দায় যাবেন তিন কোচ। ভেট্টরি অস্ট্রেলিয়া জাতীয় দলের সহকারী কোচ, পাশাপাশি সানরাইজার্স হায়দরাবাদের প্রধান কোচ। পন্টিং আছেন পাঞ্জাব কিংসে, আর ল্যাঙ্গার লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসে।
আইপিএল নিলামে খেলোয়াড় কেনার টেবিলে ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকদের সঙ্গে কোচ, সহকারী কোচ, অধিনায়কেরা থাকেন। এবার যেহেতু মেগা নিলাম–প্রতিটি দলই গড়ে ১০ জন করে কিনবে। যে কারণে নিলামের সময় টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের উপস্থিত থাকা এবং তাৎক্ষণিকভাবে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে স্কোয়াড সাজানোর বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।
হায়দরাবাদের জন্য নিলামে ভেট্টরির উপস্থিত থাকার বিশেষ প্রয়োজনীয়তাও আছে। কারণ, নিলামের সময় অধিনায়ক প্যাট কামিন্স উপস্থিত থাকতে পারবেন না। যখন জেদ্দায় নিলাম চলবে, কামিন্স তখন পার্থে অস্ট্রেলিয়া দলকে নেতৃত্ব দেবেন। যে কারণে নিলামে কোচ, অধিনায়ক–দুজনের অনুপস্থিতি যে করেই হোক এড়াতে চাইবে হায়দরাবাদ। তবে দ্য এজের খবরে বলা হয়, আইপিএল নিলামের জন্য ভেট্টরির ছুটির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনো হয়নি।
এবারের আইপিএল নিলামে মোট ১ হাজার ৫৭৪ জন খেলোয়াড় নিবন্ধন করেছেন। এর মধ্যে ৪০৯ জন বিদেশি। প্রতিটি দল মোট ২৫ জনের স্কোয়াড বানাতে পারবে, যার মধ্যে সব ফ্র্যাঞ্চাইজিই আগের মৌসুম থেকে ৪-৬ জনকে এরই মধ্যে ধরে রেখেছে। সব মিলিয়ে এবার নিলামে বিক্রি হতে পারেন সর্বোচ্চ ২০৪ ক্রিকেটার।

অরঙ্গাবাদে সারা বাংলা ক্যারাম প্রতিযোগিতা

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের ক্যারাম খেলায় পারদর্শীদের নিয়ে সারা বাংলা ক্যারাম প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো মুর্শিদাবাদের সুতির অরঙ্গাবাদে। অরঙ্গাবাদ ক্যারাম লাভার্সের উদ্যোগে সুতির অরঙ্গাবাদে একটি বেসরকারি লজে মঙ্গলবার সকাল থেকে শুরু হয়ে সারারাত এবং বুধবার দিনভর চলে ক্যারাম প্রতিযোগিতা। এই ক্যারাম প্রতিযোগিতায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে খেলোয়াড়রা সামিল হন। মোট ৬৪ টি টিম ক্যারাম খেলায় অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন ক্যারাম প্রতিযোগিতার অন্যতম কর্মকর্তা মাসাদুল হক পিকু, রবিউল ইসলামসহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা। ক্যারাম খেলায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়ারদের সম্মাননা প্রদান ও বিজয়ী টিমকে ট্রফি এবং ৭০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। রানার্স টিমকে ট্রফি ও পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করা হয়। খেলা ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায় ক্যারাম প্রেমীদের।

নির্বাচন বিজ্ঞপ্তি

রায়পুর এস.কে.ইউ.এস.লিঃ, (মগরাহাট-২ নং ব্লক) এর নির্বাচন আগামী ২৮/১১/২০২৪ তারিখে বেলা ১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত সমিতি দপ্তরে অনুষ্ঠিত হইবে। নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য সমস্ত বৈধ সদস্য-সদস্যাদের আবেদন জানানো যাইতেছে।

তারিখ:- ০৬/১১/২০২৪
শুভদীপ কোঙর
সহকারী নির্বাচন আধিকারিক

মদিনা মিশন
Govt. Regd No.- 1033/00241
মদিনা নগর, চৌহাটি মুসলিমপাড়া রোড, পোঃ- চৌহাটি, থানা- সোনারপুর, কলকাতা-৭০০১৪৯, ফোন: ৯৮৩০৪০১০৫৭, ৭৮৯০৩৩১৬৫৮
ভর্তির বিজ্ঞপ্তি: শিক্ষাবর্ষ ২০২৫
■ তৃতীয় শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তির ফর্ম দেওয়া হবে। ■ ১লা নভেম্বর হইতে ৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ভর্তির ফর্ম দেওয়া হবে। ■ ফলাফল ঘোষণা হবে ১০ই ডিসেম্বর ২০২৪। ■ ভর্তি শুরু হবে ১১ই ডিসেম্বর ২০২৪ হইতে। ■ ক্লাস শুরু ২রা জানুয়ারী ২০২৫। ■ ফর্ম ও পরীক্ষার ফি বাবদ ১০০ টাকা। ■ পরীক্ষার বিষয়বস্তু: বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞান। ■ পরীক্ষার পূর্ণমান ১০০ নম্বর।
বিঃ দ্রঃ- দ্বীনি শিক্ষা ও আরবি খারিজি মাদ্রাসায় কাফিয়া ও হাফেজ সম্পূর্ণ পড়ানোর ব্যবস্থা আছে।
মিশনের অফিস-এ ফর্ম পাওয়া যাইবে, দূরের ছাত্রদের জন্য সাদা কাগজে আবেদন গ্রহণযোগ্য ও অনলাইনে ভর্তির আবেদন madinamission949@gmail.com
গরিব এতিম ছাত্রদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে। ■ ২৪ ঘন্টা সিসি টিভি ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি। ■ চার টাইম খাবারের ব্যবস্থা।
সভাপতি: মুফতি লিয়াকত আলি সম্পাদক: ইমাম হোসেন সেখ
সহ-সভাপতি: ইনতাজ আলি শাহ (প্রাক্তন বিচারক), হাজি ইউসুফ মোল্লা, মাস্টার আবুল বাশার
সহ-সম্পাদক: আবদুল্লাহ সর্দার ও আবদুর রহমান মোল্লা
প্রধান শিক্ষিকা: সাবিনা সেখ সহ-প্রধান শিক্ষক: আবুল কালাম

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ কল্যাণ সংস্থা
নাবাবীয়া মিশন
প্রাথমিক বিভাগ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক
মাইনান, খানাকুল, হুগলী -৭১২৪০৬
ADMISSION OPEN
বালক ও বালিকা আলাদা ক্যাম্পাস
২০২৫ শিক্ষাবর্ষে তৃতীয় শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফর্ম দেওয়া চলছে। (Online + Offline)
পরীক্ষার তারিখ - ৩ / ১১ / ২০২৪ রবিবার বেলা - ১২ টা
ফর্ম প্রাপ্তিস্থান - মিশন অফিস www.nababiamission.org
Mob. 9732381000 / 9732086786

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদকীয় দফতর: আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. Editorial Office: 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 Editor: Zaidul Haque